চরিত্র

পুরুষ

বিক্রমাদিত্য রায়	....	যশোরেশ্বর
বসন্তরায়	....	ঐ ভ্রাতা
প্রতাপ	....	ঐ পুত্র
উদয়াদিত্য	....	প্রতাপের পুত্র
শঙ্কর চক্রবর্ত্তী	....	ঐ বন্ধু
সুন্দর	....	ঐ অনুচর
গোবিন্দ রায়	....	বসন্তরায়ের পুত্র
ভবানন্দ	....	ঐ কর্ম্মচারী
ফজলু খাঁ	....	তহশীলদার
মানসিংহ	....	আকবরের সেনাপতি
ঈশা খাঁ	....	হিজলার নবাব
রহিম, মামুদ	....	পাঠান মুসলমানদ্বয়
মঙ্গলাচার্য্য	....	স্বদেশ ভক্ত সাধক
ব্রতচারী	....	সাধক
সনাতন	....	সমাজলাঞ্ছিত শূদ্র
কমল	....	ঐ পুত্র
ন্যায়রত্ন, তর্কচঞ্চু, বিদ্যাবাগীশ	....	সমাজপতিগণ

সৈন্যগণ, বালকগণ, অনুচরগণ, দস্যুগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

ভামিনীদেবী	....	বসন্ত রায়ের স্ত্রী
ভৈরবী	....	সনাতনের স্ত্রী (সমাজচ্যুতা নারী)
বাসন্তী	....	সমাজচ্যুতা নারী
সোনামণি	....	ন্যায়রত্নের স্ত্রী

বাংলার কেশরী

বা

প্রতাপাদিত্য

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গ্রাম্য-পথ

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ। গীত।

আমরা বাঙ্গালী বাংলার ছেলে রাখিব অটুট উচ্চশির।
দর্পে মোদের কাঁপিবে সঘনে হিমাচল হ'তে জলধি নীর॥

গীতকণ্ঠে ব্রতচারীর প্রবেশ।

ব্রতচারী। গীত।

মরেছে বাঙ্গালী বাংলার ছেলে নাহিক শৌর্য্য নাহিক বল,
কাঁদো কাঁদো মাগো বঙ্গ জননী, ফেল মা নীরবে অশ্রুজল।

গীতকণ্ঠে বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। গীত।

কত দিন আর কাঁদিব জননী সাজিয়া দীনার সাজে,
বাংলার ছেলে ঘুমে অচেতন হৃদয়েতে নাহি বাজে,

বালকগণ। আমরা ঘুচাবো মায়ের বেদনা,
আছে সে শক্তি ভক্তি সাধনা।

ব্রতচারী। নাই—নাই—নাই মরেছে বাঙ্গালী,

বাসন্তী। নিয়েছে শয্যা কাঙ্গালীর॥

ব্রতচারী। জাগরে বাঙ্গালী বাংলার ছেলে,

বালকগণ। জাগিয়া উঠেছি নববলে,

বাসন্তী। তবে জাগরে তরুণ অরুণ কিরণে

রাখরে কীর্ত্তি বাঙ্গালীর ॥

(গীতান্তে সকলের প্রণাম]

সকলে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী।

[সকলের প্রস্থান।

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। জাগবে না, বাংলার বাঙ্গালী ছেলেরা আর জাগবে না। সহস্র যুগ যদি তাদের কাণে কাণে ঢেলে দাও—জাগার উদ্দীপনা, সহস্র যুগ যদি সুতীব্র কশাঘাতে তাদের সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত করে দাও, সহস্র যুগ যদি তাদের বুকের উপর পাষাণ ভার চাপিয়ে রাখো—তবু তারা জাগবে না। বাংলার বাঙ্গালী ছেলেরা আজ যে ভাবে ঘুমায়েছে, সে ঘুম আর তাদের ভাঙ্গবে না। ওরে বাংলার দুলাল, বাংলার ছেলে, তোরা কি আর জাগবি না। তোদের অলস নিদ্রিত জীবনের ওপর দিয়ে কি ভীষণ পৈশাচিক অভিনয় হচ্ছে, তোরা কি তার একটুও প্রদাহ অনুভব করতে পারছিস না? ভেবে দেখ, তোরা কি ছিলি আর আজ কি হয়েছিস? তোদেরি দেশের, তোদেরি বংশের সেই বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় ক'রে এই বাঙ্গালীর শৌর্য্যে বীর্য্যের পরিচয় দিয়ে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি অটুট রেখে গেছে। আর তোরা তারি বংশধর হয়ে নির্জীব নিষ্প্রাণ। অম্লানে পরের পাদুকা বহন করছিস! বাঃ! বাঃ! চমৎকার! ওই না আমার বাংলা মা কাঁদছে, ওই না তাঁর শ্রীহীনা মূর্ত্তি—ওই না তাঁর বেদনা-জীর্ণ মুখখানি—ওই না তাঁর অধরে অমৃত ঝরে পড়ছে। ওগো আমার বাংলা মা! ওগো আমার সাধনা স্বর্গ! আমি যে তোর ওই বিষাদময়ী মূর্ত্তিখানি আর দেখতে পারছি না। দিবসের কর্ম্ম ক্লান্ত রবি ওই ধীরে

ধীরে তমসার গর্ভে ডুবে যায়। ওগো বাংলার বাঙ্গালী কি আর জাগবে না?

ভৈরবীর প্রবেশ।

ভৈরবী। জাগবে না ব্রাহ্মণ!

শঙ্কর। জাগবে না বাঙ্গালী বাংলার ছেলে?

ভৈরবী। তারা যে মরেছে ব্রাহ্মণ। জাগবে কি ক'রে? কত দিন যে চলে যাচ্ছে, কত ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে। ভারতের এত বড় একটা জাতি কি গভীর নিদ্রায় চেতন হারা! কত অত্যাচার, কত পীড়ন, কত পদাঘাত, তবু সাড়া নেই।

শঙ্কর। সত্য কথা মা, বাঙ্গালী মরেছে।

ভৈরবী। সত্যই মরেছে, যতই তুমি বাংলার বাঙ্গালী ছেলেদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা কর না কেন, তারা পরের পাদুকা বহনের যে সুখ পেয়েছে, সে সুখ কখনই ভুলতে পারবে না। ভায়ের সর্ব্বনাশে যারা সচেষ্ট, অর্থের মোহে যারা উন্মত্ত পিশাচ, চাকরীর জন্য যারা আত্মহীন হতে চায়—তারা কি আর কোন কালে জাগবে ব্রাহ্মণ! না—না, জাগবে না।

শঙ্কর। সত্যই বলেছ দেবি! আলস্যের দাস বাঙ্গালী, স্বার্থপর নির্ম্মম বাঙ্গালী, অর্থ-লোভী ঘর-সন্ধানী বাঙ্গালী, পরদোষ অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী—আর জাগবে না।

ভৈরবী। হ্যাঁ তবে জাগতে পারে।

শঙ্কর। পারে।

ভৈরবী। পারে? সে দিন—যে দিন এই বাংলার ছেলেরা ভাই চিনবে—দেশ চিনবে—মাটী চিনবে।

[প্রস্থান।

শঙ্কর। মা—মা—ব'লে যা মা—তুই কে?

গীতকণ্ঠে বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। গীত।

এই বাংলার নারী।

এখন দীনার সাজে পথে পথে ফেলে নয়ন বারি।

ছিল যে তার কনক ভূষণ, ছিল যে তার আসন,

দানব এসে লুটে নিল, রাখলে এক কানা কড়ি॥

কেউ এলো না তাহার হ'য়ে, পিছিয়ে গেল শত্রু ভয়ে,

সমাজ তখন ঠেললে পায়ে নাইক গৃহ বাড়ী॥

হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[প্রস্থান।

শঙ্কর। বাঃ! বাঃ! বাংলার বুকে দানবের কি অত্যাচার! সত্যই দানবের অত্যাচারে বাংলার কত মা-ভগ্নী আজ পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই! ভগবান! সত্যই কি তুমি পৃথিবী ছেড়েছ?

রক্তাক্ত কলেবরে রহিমের প্রবেশ।

রহিম। দাদাঠাকুর গো আমারে রইখ্যা করুন—রইখ্যা করুন।

শঙ্কর। একি! একি! রহিম! রহিম! তোমার গা-ময় রক্ত—বলো ভাই তুমি কি কাউকে খুন করে এসেছ?

রহিম। আমারে খুন কুইর‍্যাছে দাদাঠাকুর! লবাবের পাইক আইস্যা আমার বিবিরে লইয়া গেল। ও হো, হো হ্যাহেন আমারে কি হাল কইর‍্যাছে! আপুনি গরীব বেহারে বাইচান! হালার পুতিরা এ্যাহোনে অধিক দূর যাইতে পারে নাই।

শঙ্কর। চলো চলো—দেখি চলো। উঃ একি অত্যাচার! এ কি স্বেচ্ছাচারিতা! মুসলমান হ'য়ে মুসলমানের ওপর অত্যাচার! এ জাতির গর্ব্ব অহঙ্কার কি চিরদিন থাকবে ভগবান!

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

লাঙ্গল হুকা হস্তে গীতকণ্ঠে কৃষক গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল।

কৃষক। **গীত।**

আমার দিন গেলরে মাঠে ঘাটে নিয়ে হালের গরু।
ও ভাই ঘরকে যখন যাবো ফিরে—
কখন গিয়ে দেখবো তারে, ঘরটী আমার আলো করা—
নোলক পরা চাঁপা রঙ্-এর জরু॥
হাল ছেড়ে হায় বসি যখন কদম গাছের তলে,
(জল খেতেরে) সে যে তখন হায় আমার চলে, ঝুমক ঝুমক খেলে
(তখন) আমার পরাণ কেমন করে রে, হয়না খাওয়া মুড়ি লাড়॥
সূর্য্যি মামার গাল পাড়িরে, ফিরবো বাড়ী,
কখন গিয়ে দেখবোরে সেই কস্তাপেড়ে সাড়ী,
সে যে আমার নূতন বৌরে, (ও হো হো হো)
নূতন প্রেমের তরু॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য—মঙ্গলাচার্য্যের আশ্রম

নাগরা বাদ্য বাজিতেছিল। একজন দস্যু ও দস্যু-পত্নী ঢাল-তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া নৃত্য করিতেছিল। নৃত্যান্তে উভয়ের প্রস্থান।
শিকারীবেশী প্রতাপের হাত ধরিয়া মঙ্গলাচার্য্যের প্রবেশ।

মঙ্গলাচার্য্য। কি দেখছো প্রতাপ ?

প্রতাপ। দেখছি শুধু ওই শ্যামায়িত বাংলার মাঠ !

মঙ্গলাচার্য্য। আর কি দেখছ প্রতাপ ?

প্রতাপ। দেখছি আমার বাংলা মায়ের কি স্বভাব সুন্দরী মূর্ত্তি।

মঙ্গলাচার্য্য। ভুল দেখছো, বেশ ভাল ক'রে দেখ প্রতাপ !

প্রতাপ। (কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া পরে চমকিত হইয়া) সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী!

মঙ্গলাচার্য্য। চমকে উঠলে কেন?

প্রতাপ। আমার বাংলা মায়ের একি মূর্ত্তি দেখছি সন্ন্যাসী! বিশীর্ণ কঙ্কালসার রোরুদ্যমানা, একি মূর্ত্তি মায়ের আমার! না, না—আমার বাংলা মায়ের এ মূর্ত্তি তো নয় সন্ন্যাসী! মা যে আমার সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা চির হাস্যময়ী! কিন্তু আজ—

মঙ্গলাচার্য্য। পদদলনে—

প্রতাপ। পদদলনে?

মঙ্গলাচার্য্য। শত্রুর।

প্রতাপ। শত্রুর পদদলনে মায়ের আমার ওই মূর্ত্তি! বলো বলো সন্ন্যাসী! কে সে শত্রু? কত বড় সে শত্রু!

মঙ্গলাচার্য্য। পরদেশী-ইসলাম।

প্রতাপ। ইসলাম! ইসলাম! সত্যই সন্ন্যাসী, আমি যখন গভীর নিদ্রায় প্রমোদ-কক্ষে চেতন হারা হ'য়ে ঘুমিয়ে থাকি, তখন কে যেন ব্যথার সুরে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। শুনতে পাই সে তখন অস্ফুট করুণ সুরে ব'লে ওঠে ওরে ওরে বাঙ্গালী! বাংলার ছেলে! জেগে ওঠ তুমি, চেয়ে দেখ, আজ আমি কি সাজে সেজেছি। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে সন্ন্যাসী, আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

মঙ্গলাচার্য্য। সেই তোমার বাংলা মা। সেই তোমার জীবনদাত্রী সাধনাতীর্থ জন্মভূমি মা। পারবে প্রতাপ, তোমার সেই বাংলা মায়ের অশ্রুজল মুছিয়ে দিতে।

প্রতাপ। পার্‌বো, পার্‌বো সন্ন্যাসী! এই আমি বাংলার মাটী স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি—আমি পারবো। মায়ের বেদনাশ্রু মুছিয়ে দিয়ে মাকে আমার ষড়ৈশ্বর্য্যময়ীর সাজে সাজাতে পারবো।

গীতকণ্ঠে ব্রতচারীর প্রবেশ।

ব্রতচারী। **গীত**।

তবে উঠুক বেজে নূতন ভেরী
আসুক নূতন আলোক ছটা।
বাংলা জুড়ে লাগুক আবার
মাটীর মায়ের পূজার ঘটা॥
ফেলে রেখে অলস ঘুমে,
জেগে ওঠ প্রলয় ধুমে,
মায়ের তরে দাওরে জীবন
পারের তরী যেটা।
আয় বাঙ্গালী, আয়রে ছুটে
ফুলিয়ে বুকের পাটা

[প্রস্থান।

প্রতাপ। সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী! আজ যে নূতন অভিসার। এতদিন পরে আমার মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হ'য়ে গেল। আলস্যের স্বর্ণ-প্রাসাদ আজ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। তুচ্ছ—তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ সেই রাজঐশ্বর্য্য। আমি আর চাই না সন্ন্যাসী। চাই শুধু তোমায় ওগো আমার বাংলার মাটী। (মৃত্তিকা স্পর্শ)

মঙ্গলাচার্য্য। তবে ঐ পুণ্য মাটী স্পর্শ করে প্রতীজ্ঞা কর প্রতাপ—তুমি এই বাংলার ছেলে বাঙ্গালী। এই বাংলার মাটী তোমার চির বন্দনার—চির সাধনার! কোন দিন, কোন মুহূর্ত্তে যেন তাঁর সেবায় অবহেলা করো না।

প্রতাপ। আমার চিররাধ্যা বাংলা মায়ের চরণ স্পর্শ ক'রে প্রতীজ্ঞা করছি, ওই আমার পণ, ওই আমার লক্ষ্য, ওই আমার সত্য।

মঙ্গলাচার্য্য। ওই পণ, ওই লক্ষ্য, ওই সত্য যেন চিরদিন তোমার

শিরায় শিরায় স্ফীপ্ত হ'য়ে নেচে ওঠে। কিন্তু মনে রেখো প্রতাপ, তুমি আজ যে পথে যেতে চলেছ—সে পথ বড় কঠোর কণ্টকাকীর্ণ।

প্রতাপ। সমস্ত বাধা বিঘ্ন পদদলিত ক'রে ঐরাবত স্রোত ছুটে যাবে।

মঙ্গলাচার্য্য। কিন্তু পিতা-পিতৃব্যের স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হতে হবে। দুর্ভাগ্যকে বরণ ক'রে নিতে হবে।

প্রতাপ। হলেও আমি মানুষ হবো সন্ন্যাসী।

মঙ্গলাচার্য্য। তাঁরা যে তোমার গুরুজন—

প্রতাপ। আমার এই মায়ের চেয়েও গুরুজন নয়। বংশ পরম্পরায় যাঁর বুকের সুধা আকণ্ঠ পান করে আসছি, যাঁর কোলে, যাঁর জলে, যাঁর বাতাসে এ জীবন গড়ে উঠছে সন্ন্যাসী, বলো তাঁর স্থান কি সবার উচ্চে নয়? তাঁর কি তুলনা হয়? কিন্তু আমরা সে মায়ের পূজা ভুলে গেছি! না—না, আর ভুলবো না, ভুলতে দেব না। বাংলার সমস্ত বাঙ্গালী ছেলেদের অলস নিদ্রা ভাঙ্গিয়ে দেবো, তাদের বেশ ভাল ক'রে চিনিয়ে দেবো, এই বাংলা তাদের পরের নয়, বিদেশীর নয়, মাতৃপূজার পুষ্পাঞ্জলি হাতে নিয়ে বলবো—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী"

মঙ্গলাচার্য্য। স্মরণ কর প্রতাপ, প্রবল ইসলামের মোগল সম্রাট আকবর, তুমি যে ক্ষুদ্র।

প্রতাপ। ক্ষুদ্র হলেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিধির সম্মিলনে মহাসাগরের সৃষ্টি। আমি চললুম সন্ন্যাসী।

মঙ্গলাচার্য্য। শিকার অন্বেষণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। এখন এস, আমার আশ্রমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে—

প্রতাপ। প্রতাপ আর জীবনে বিশ্রাম করবে না সন্ন্যাসী। আমি আর এক মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করতে পারব না। তুমি যে আজ আমার প্রাণে নূতন প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছ সন্ন্যাসী, আমি আজ নূতন জগতে, নূতন আলোকে, নূতন স্বপ্নে আত্মভোলা। মাকে চিনেছি—এতদিন

অকৃতজ্ঞ পুত্রের মত মাতৃপূজা ভুলে গিয়ে আমার রাজৈশ্বর্য্যের মাঝখানে প'ড়ে অমূল্য মানব জীবনটা ব্যর্থ করে দিচ্ছিলুম। আর দেব না, এবার দেখবে মোগল, বাংলার বাঙ্গালী মরেনি, দেখবে তাদের রুদ্র মূর্ত্তি, শুনবে তাদের অস্ত্রের ঝঙ্কার, বুঝবে তাদের মাতৃপূজা কত আদরের—কত কামনার—কত সাধনার। [প্রস্থান।

মঙ্গলাচার্য্য। আশীর্ব্বাদ করি প্রতাপ, কীর্ত্তি তোমার অমর হোক। তোমার মত আর একটী পুত্র যদি এই বাংলার ঘরে থাকতো, তাহলে আজ বাংলা মায়ের এতখনি দুর্দ্দশা হোত না! এক দিকে মোগলের অত্যাচার, অন্য দিকে জলদস্যু রডার তাণ্ডব নৃত্য। মা! মা! তোর বুকে তাদের এখনো স্থান দিয়েছিস। ধন্য তোর দান! [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

গোবিন্দ রায় ও ভবানন্দ।

গোবিন্দ। ভবানন্দ! আমি রাজা হবো—রাজা হবো।

ভবানন্দ। আঃ! আপনি একটু চুপ করুন, অত চীৎকার করবেন না, কেউ শুনতে পাবে, শত্রু চতুর্দ্দিকে।

গোবিন্দ। (উত্তেজিতভাবে) কি—

ভবানন্দ। আঃ!

গোবিন্দ। ভবানন্দ! আমি রাজা হবো—রাজা হবো—নিশ্চয় রাজা হবো।

ভবানন্দ। একশ'বার! আপনি নিশ্চয়ই রাজা হবেন। আর আপনার কপালে রাজটীকা যে জ্বল জ্বল করছে। একটু আস্তে কথা কন, দেওয়ালেরও কান আছে।

গোবিন্দ। থাকুক, আমি কাউকে ভয় করিনে আমায় সুরা দাও ভবানন্দ! সুরা দাও। লজ্জা ভয় সব দূর হয়ে যাক্।

ভবানন্দ। বটেই তো! এই ধরুন।

গোবিন্দ। (সুরা পান করতঃ) আঃ! আঃ! এইবার নর্ত্তকীদের ডাকো ভবানন্দ!

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ। **গীত**।

আজি এ মঞ্জুল চাঁদিনী নিশায়।
এস হে স্বগতঃ অতিথি আমার
বসো হে মঞ্জিলে রূপেরি বিভায়॥
যৌবনে যৌবনে কুহুডাকে পাখী ঐ
নীরব বুকের ব্যথা বলো আর কত সই,
ভুলিতে পারি না তাহা, দিয়ে গেছ তুমি যাহা
পথ ভুলে এস হেথা গোপনে ইসারায়॥

[প্রস্থান।

গোবিন্দ। ভবানন্দ!

ভবানন্দ। আজ্ঞে।

গোবিন্দ। আমার অভিষেকের আয়োজন কর—আমি রাজা হবো। পিতার স্নেহে পক্ষপাত—উঃ সহ্য হয় না ভবানন্দ। তার এত বড় একটা অপরাধকে আমি কখনই মার্জ্জনা করতে পারবো না। এর জন্য যদি আমার—

ভবানন্দ। একশ'বার কেউ স্বীকার না করলেও আমি কিন্তু সব সময়ই এ কথা স্বীকার করবো! বড় রাজকুমারের জন্য ছোট মহারাজ একেবারে পাগল ব'লে পাগল! বড় রাজকুমার যেন ছোট মহারাজের চক্ষের মণি। কেন বাবা, নিজের ছেলেরা কি বানের জলে ভেসে এসেছে! তবু যদি প্রতাপ নিজের ভায়ের ছেলে হতো।

গোবিন্দ। প্রতাপ— প্রতাপ কে সে? প্রতাপ ভাই? না—না, শত্রু—শত্রু! মহাশয়! আমার সৌভাগ্যের অন্তরায়! আমি মানতে চাই না। স্বার্থে অস্ত্র তুলে ধ'রে অবাধে উন্নতির পথে ছুটে যাবে, তাতে লোকে আমায় মন্দ বললেও—আমি তা শুনবো না। যশোরের রাজ-সিংহাসন আমার চাই।

ভবানন্দ। নিশ্চয়ই! বড় মহারাজ ধরতে গেলে নামে মাত্রই রাজা। প্রকৃত রাজা হচ্ছেন ছোট মহারাজ। তাঁর চেষ্টাতেই এ রাজ্যের যা কিছু উন্নতি। উঃ তাঁর "গঙ্গাজল" অস্ত্র কি ভীষণ! সে অস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়ালে কারো কি রক্ষে আছে। বড় রাজা আগে কানুনগোগিরি কাজ করতেন। এখনো লোক তাঁকে 'কানুনগো' বলেই জানে। আর আমরা পাঁচজনেই 'রাজা' বলে থাকি, কিন্তু প্রকৃত রাজা হচ্ছেন ছোট মহারাজ। আর প্রকৃত রাজ্যই তাঁর।

গোবিন্দ। তবে বলো দেখি ভবানন্দ, কি অন্যায় অবিচার।

ভবানন্দ। সেই জন্যই তো বল্‌ছি, আপনার রাজা হওয়াটা বিচিত্র নয়। ন্যায্য কথা। তারপর বড় মহারাজ কি বিশ্বাসঘাতক; মোগল সেনাপতি মুমিম খাঁর সঙ্গে দাউদ খাঁর যুদ্ধ বাধলো, যখন দাউদ খাঁ গৌড় থেকে পালায়, তখন তার বন্ধু বড় মহারাজের হাতে প্রচুর ধনরত্ন গচ্ছিত রেখে যায়। পালাবার সময় বলে যায়—"ভাই! আমার যা কিছু ধনরত্ন সবই তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি; যদি ফিরি তাহ'লে আমার, আর যদি না ফিরি সবই তোমার হবে"। বেচারা অগস্ত্য যাত্রা করেছিল।

গোবিন্দ। উঃ। বড় মহারাজের কি নীচ প্রবৃত্তি! পরের ধনরত্ন কি এমনিভাবেই হস্তগত করতে হয়? যাক এখন কি উপায়ে প্রতাপকে পিতার স্নেহ হতে বঞ্চিত করা যায়, তার একটা মতলব দাও ভবানন্দ! দেখ ভবানন্দ, আমি রাজা হলে তোমায় নিশ্চয়ই মন্ত্রী করবো।

ভবানন্দ। ওহো! অপার সৌভাগ্য আমার!

গোবিন্দ। আমায় কিন্তু রাজা হতেই হবে।

ভবানন্দ। ছোটমহারাণীও প্রতাপ বলতে অজ্ঞান। মা-বাপ দুজনেই কি পাগল হয়ে পড়েছে?

গোবিন্দ। এ পাগলামি তাদের ছুটিয়ে দিতে হবে। একটা জেঠতুতো ভায়ের ছেলে—তার জন্যে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন?

ভবানন্দ। ছোট মহারাণীমাকে সে দিন আমি সব কথা খুলে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি কোন কথাই বললেন না, পরন্তু আমার মুখের দিকে এমন ভাবে তাকালেন—খুব পালিয়ে এসে বেঁচেছি।

গোবিন্দ। বটে! বটে! আচ্ছা আমিও দেখে নেবো ভবানন্দ, তারা কেমন করে প্রতাপকে সিংহাসনে বসায়।

ভবানন্দ। এই তো বীরের উক্তি। হ্যাঁ আমি এখন চললুম—আপনাকে আমি যশোরের রাজসিংহাসনে বসাবই বসাবো। (স্বগতঃ) প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে। বিক্রমাদিত্য-বসন্তরায়! তোমরা আমায় কর্ম্মচ্যুত করেছ, আমায় পথে বসিয়েছ, আমি এখন এক মুষ্টি অন্নের কাঙাল! আমার দুধের ছেলেগুলো ক্ষিদের জ্বালায় কুঁক্‌ড়ে কুঁক্‌ড়ে মরেছে! উঃ আমি কি অপরাধ করেছি! না—না, কিছুই করিনি। বিনাদোষে বিতাড়িত করেছ। আমি এর প্রতিশোধ নেবো না? নিশ্চয়ই নেবো—নিতেই হবে। যশোরকে শ্মশান করতেই হবে—আমিও তো মানুষ।

গোবিন্দ। কই গেলে না যে? কি ভাবছো ভবানন্দ?

ভবানন্দ। হ্যাঁ এই যাই। ভাবছিলুম সন্ধ্যা হবে কখন।

[প্রস্থান

গোবিন্দ। নিজের ছেলে হলো কি না পর! প্রতাপ—প্রতাপ! উ জানি না, তুমি কি যাদুদণ্ড বুলিয়ে দিয়েছ! ওকি—

গীতকণ্ঠে উদয়াদিত্যের প্রবেশ।

উদয়াদিত্য ;　　গীত।

ওরে আমার মন পাখীরে
তুই রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বল্।
তোর মধুর বুলি মাতিয়ে তুলুক
লউক আমার পরাণ উতল ॥
তোর গানের সুরে যাক্‌না দূরে
প্রাণের ব্যথা মোর
হোক্ না শিথীল মায়ার বাঁধন
হোক্‌না আঁধার ভোর
হ'য়ে আমি আপনহারা পাই যেন সেই
রাধা কৃষ্ণের চরণ তল ।

কাকাবাবু, কাকাবাবু আপনি যে আমার গান শুনে বাহবা দিলেন না। বাঃ রে কি ভাবছেন ?

গোবিন্দ। না—না, কিছুই তো ভাবিনি উদয় !

উদয়। ভাবছেন বই কি ? আপনি আমায় আগে কত ভালবাসতেন, কিন্তু এখন আর তেমন ভালবাসেন না। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি আপনার কি করেছি ?

ভামিনীদেবীর প্রবেশ।

ভামিনী। উত্তর দাও গোবিন্দ, উত্তর দাও। ওই সরল শিশুর সরল প্রশ্নের বুঝি কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছ না ? হায় রে সংসার ! তোমার বুকে এত বিষ ! উদয় ! উদয় ! তুমি যে ওর স্বার্থের ঘরে আঘাত করেছ। তুমি কেন, তোমার পিতাও করেছেন। তখন কি উত্তর দেবে ?

গোবিন্দ। মা ! মা ! তুমি এসব কি বলছ ?

ভামিনী। সত্য কথাই বলছি গোবিন্দ ! আমি বেশ বুঝতে পেরেছি

তুমি বংশের একটা কাল-ধূমকেতু, পিতা মাতার রুদ্র অভিশাপ—অশান্তির অনলস্রাব। তোমারি জন্য হয়তো এক দিন—

গোবিন্দ। মা!

ভামিনী। চুপ! বিস্ময়ের অভিনয় দেখিয়ে হৃদয়ের পুঞ্জীভূত আগুনকে আর চাপা দিতে চেষ্টা করো না গোবিন্দ! তুমি যতই তাকে ঢাকৃতে চেষ্টা কর না কেন, কিন্তু তোমার চোখ-মুখ দিয়ে প্রতি লোমকূপ হ'তে আগুনের শিখা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভবানন্দকেও তুমি আমার কাছে পাঠিয়েছিলে। ছিঃ—ছিঃ গোবিন্দ! পিতা যার নিঃস্বার্থের হিমাচল, স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, তুমি তাঁর পুত্র হয়ে—তাঁরি সুনামকে আজ কলঙ্কিত কর্‌তে চাইছো?

গোবিন্দ। তা ব'লে প্রতাপের পায়ে কি আমার মাথা নত করে থাকৃতে হবে? পিতামাতার স্নেহের যেখানে পক্ষপাত, অপরের পুত্রকে সুখী কর্‌তে যারা সদাই উদ্যত; কোন্ পুত্র পারে—তার পুষ্পাঞ্জলি ফেলে দিতে সেই পিতামাতার পায়ে?

ভামিনী। প্রতাপ আর তুমি? তার সঙ্গে তোমার তুলনা? দেবতা আর দানব—বহু ব্যবধান। স্বর্গ আর নরক—এক হ'তে পারে না। প্রতাপকে আমি গর্ভে ধারণ না করলেও তার অনাবিল ভক্তি শ্রদ্ধা যে আমার স্নেহের পক্ষপাতকে অনেক দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে পুত্র।

গোবিন্দ। কিন্তু ভালবাসারও তো একটা সীমা আছে। প্রতাপ যতই তোমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা করুক না কেন, সে কি তার বাপ-মার চেয়ে তোমাদের অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করে? আমার তো বিশ্বাস হয় না।

ভামিনী। সে বিশ্বাস তোমায় কর্‌তে হবে না গোবিন্দ! প্রতাপ তার বাপ-মার চেয়ে আমাদের অধিক শ্রদ্ধা করবে—সেটা আমরা চাই না। আমাদের যথাযোগ্য সম্মান, সে যদি আমাদের দেয় তাতে আর ক্ষতি কি? আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করবো—তার কর্ত্তব্য তার কাছে।

গোবিন্দ। ওঃ, তাহ'লে প্রতাপই হচ্ছে—তোমাদের বড় আদরের ?

ভামিনী। তোমার মত উচ্ছৃঙ্খল পুত্রকে হতাদরে দূরে ফেলাই পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য। দেখ্ছি—স্বার্থের জন্য তুমি উন্মাদ হয়ে পড়েছ। বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান সমস্ত হারিয়ে আজ পিশাচ সাজ্তে চাইছো। ভাই চেনো গোবিন্দ—ভাই চেনো! নিজের সহোদর ভাই না হলেও যেখানে এক রক্তের—এক মাটীর সম্বন্ধ, সেখানে কি এতখানি স্বার্থপরতা থাক্তে পারে ? যেখানে থাকে—যে সংসার থাকে—যে দেশে থাকে, সেখানে নিত্য হাহাকার—নিত্য অশ্রুধারা—নিত্য কশাঘাত। ওরে পুত্র! হিন্দুর ধর্ম্মপুরাণ রামায়ণখানা একবার পাঠ ক'রো, দেখ্বে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্য—ভায়ের কি দুঃসহ দুঃখবরণ!

[উদয়াদিত্য সহ প্রস্থানোদ্যতা

গোবিন্দ। মা!

ভামিনী। কুলাঙ্গার! প্রতাপ যে এই বাংলার রত্ন!

[উদয়াদিত্য সহ প্রস্থান।

গোবিন্দ। আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো—বাংলার রত্ন প্রতাপের ক্ষমতা কতখানি।

ভবানন্দের পুনঃপ্রবেশ।

ভবানন্দ। কি হলো ?

গোবিন্দ। ফির্লে যে ভবানন্দ ?

ভবানন্দ। যাবার সময় ছোট মহারাণীকে এখানে আসতে দেখে আর গেলুম না। হ্যাঁ কি হলো ?

গোবিন্দ। আর কি হবে ভবানন্দ! মা এসে আমায় শাসিয়ে গেল। উঃ কি অপমান! ভবানন্দ! শীঘ্র এর প্রতিকার কর। আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে পড়েছে। প্রতাপের ছিন্ন শির চাই—প্রতাপের ছিন্ন শির চাই।

ভবানন্দ। অধৈর্য্য হবেন না। প্রতাপ তো ছার কথা, সমস্ত

বাংলার সিংহাসনে আপনাকে আমি উপবেশন করাবোই করাবো। হাঃ—হাঃ—হাঃ।

গোবিন্দ। হাসছো যে ?

ভবানন্দ। আনন্দ বড় আনন্দ ! এমনি ভাবে হেসেছিল একদিন—দ্বাপরের শকুনি। এখন আসুন, ভাববেন না, বোড়ের চালে ভবানন্দ করবে—কিস্তিমাৎ।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

গীতকণ্ঠে পথিক ও পথিক-পত্নীর প্রবেশ।

গীত

উভয়ে। আমাদের এই বাংলা দেশে ঘর।
হায় হায় হায় আজকে মোরা নিজের ঘরে পর

পথিক। যত সব শত্রু এসে,
আমাদের বুকের রক্ত খাচ্ছে চুষে,
আর আমরা সব পশুর মত বসে বসে,
করছি তাদের পায়ে গড়।

পথিক-পত্নী। করিস কেন ?

পথিক। শক্তি কোথায় ?

পথিক-পত্নী। কেন তবে হলি পুরুষ, ওরে আমার গুণধর।

পথিক। একা আমি করবো কি,
শেষ কালেতে মরবো কি,

পথিক-পত্নী। পশুর চেয়ে মরাই ভাল মর্ মর্ তুই মর্—
তুই মরিস যদি দেশের কাজে,
আমি ভাসবো সুখে নিরন্তর।

পথিক। তবে চল্ চল্ চল্ মরি এবার
দেখিয়ে দিয়ে বুকের বাহার

[উভয়ের প্রস্থান।

অর্দ্ধোন্মাদ শঙ্করের প্রবেশ ।

শঙ্কর। হাঃ—হাঃ—হাঃ! আজ আমি নিঃস্ব কাঙাল পথের ভিখারী। আমার সব গেছে। বিপদাপন্নকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার সব গেছে। উঃ কি নির্ম্মম! আমার ঘরখানাও পুড়িয়ে দিলে। আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে। আমার স্ত্রী—সেও আত্মহত্যা করলে। শিশুপুত্রটা এক ফোঁটা দুধ না পেয়ে গলা শুকিয়ে মরে গেল। কি করলুম! কেন আমি রহিমের স্ত্রীকে—তহশীলদার শেরখাঁর অনুচরদের কবল হ'তে রক্ষা করতে ছুটে গেলুম। তাহ'লে তো—না না, গরীবের অশ্রুজল যে আমি দেখতে পারলুম না। নবাবের আক্রোশে প'ড়ে—আজ আমি সর্ব্বস্বহারা! দাউদ খাঁ সেও তো ছিল মুসলমান, তার রাজত্বে প্রজারা কত সুখে বাস করতো। কিন্তু আজ চতুর্দ্দিকে হাহাকার, নূতন নবাবের সেলামী, জোর জবরদস্তি তে খাজনা আদায়, নিত্য নিত্য এত অত্যাচার! প্রজারা সইবে কত? টাকার সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ। বাঃ—

দ্রুত মামুদ তৎপশ্চাৎ অনুচরগণসহ ফজলু খাঁর প্রবেশ।

মামুদ। দাদাঠাকুর গো! আমায় মেরে ফেললে!

(শঙ্করের পদতলে পতন)

ফজলু। চোপরাও! কামবক্ত! এই, বেঁধে ফেল বেটাকে।

মামুদ। দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর!

ফজলু। চোপরাও কাফের! বেশী চিল্লালে বিতিয়ে লাল করে দেবো। পারিস্ তো শিগ্‌গীর সেলামীর টাকা আদায় দে।

মামুদ। সেলামীর টাকাতো আমি অনেক দিন মিটিয়ে দিয়েছি নায়েব মশাই!

ফজলু। বটে! আজ তোকে জাহান্নমে পাঠাবো কাফের! এই বাঁধ ব্যাটাকে।

শঙ্কর। চমৎকার! প্রকৃতি এখনো ধীর—স্থির—অচঞ্চল। করছেন

কি নায়েব মশাই ? গরীব বেচারা সেলামীর টাকা কতবার আদায় দেবে ? মাত্র এর দু-বিঘে জমি ঘরে, অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্ছা। তবু এ নূতন নায়েবের সম্মান রাখ্‌তে ঘটী-বাটী বেচে সেলামীর টাকা আদায় দিয়েছে।

ফজলু। মিথ্যা কথা।

শঙ্কর। মিথ্যা কথা!

ফজলু। হাঁ—হাঁ মিথ্যা কথা। যাও, যাও, আবার পরের জন্য মর্‌বে ঠাকুর! রহিমের জন্যে তোমায় কেমন জব্দ করেছি।

শঙ্কর। তাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নেই, নায়েব মশাই! পরের ভাল করা—তাতেই আমার স্বর্গ সুখ। কিন্তু একটা কথা বলি নায়েব মশাই! এ যে মুসলমান—আপনার স্বজাতি! এর উপর এত অত্যাচার কর্‌ছেন কেন?

ফজলু। এরা পাঠান।

শঙ্কর। আপনারা মোগল! তাই এতখানি জাতক্রোধ। কিন্তু মোগলের খোদা আর পাঠানের খোদা কি ভিন্ন ভিন্ন নায়েব মশাই!

মামুদ। প্রতিকার কর দাদাঠাকুর! প্রতিকার কর। আর যে চোখরাঙানি সহ্য হয় না। দু-বেলা দু-মুঠো ভাত—তাও কি আমরা খেতে পাবো না? প্রতিকার কর দাদাঠাকুর!

শঙ্কর। প্রতিকার কর্‌তে বাঙ্গালী পার্‌বে না ভাই! বাঙ্গালী যে ভীরু কাপুরুষ! তারা অত্যাচার সইতে জানে—উদ্যত খড়্গের তলায় মাথা পেতে দিতে পারে—তবু একটা কথা পর্য্যন্ত কইতে পারে না। তা যদি পারতো—তাহলে কি পাঠান, তোমরাও এই বাংলার এতটুকু মাটী স্পর্শ কর্‌তে পারতে?

মামুদ তুমি হুকুম কর দাদাঠাকুর! আমি এখুনি ওই শয়তানটার মাথার খুলিখানা উড়িয়ে দিই!

ফজলু। হুঁসিয়ার কাফের কুক্কুর! (বেত্রাঘাত)

মামুদ। উঃ! শয়তান!

ফজলু। ফিন্ বাত্ (বেত্রাঘাত)।

শঙ্কর। নায়েব মশাই, নায়েব মশাই! একটু স্থির হন—একটু স্থির হন! বেচারা যে মরে গেল!

ফজলু। মরুক! মরুক! ব্যাটাকে একদম মেরে ফেল্‌বো। সরে যাও ঠাকুর! নইলে তোমারও পিঠের চামড়া তুলে নেবো।

শঙ্কর। তবু আমার আশ্রিত ভাইকে বুক হ'তে ফেলে দেবো না নায়েব! আয়—আয় তো ভাই মামুদ! আমার বুকে আয়। দেখি আজ শয়তান নায়েব, কেমন ক'রে তোর কেশাগ্র স্পর্শ করে।

(মামুদকে বক্ষে ধারণ)

ফজলু। ছাড়—ছাড়, শিগ্‌গীর ওকে ছেড়ে দাও হিন্দু!

শঙ্কর। আমার আশ্রিত। আমার তো সবই গেছে নায়েব! অবশিষ্ট এই প্রাণটুকু যদি যায়—তাও যাক্! তবু এই দীন দুঃখী নিঃসহায়কে দুরন্ত শার্দ্দুলের কবলে তুলে দেব না। তুমি জানো না—মুসলমান! আশ্রিত রক্ষায় হিন্দুর স্বার্থত্যাগ—দুঃখবরণ—কীর্ত্তিগরিমা। হিন্দুর ইতিহাসের পাতাগুলো পর পর উল্টে যাও মুসলমান, দেখবে কি অভিনব রূপধারায় হিন্দুর অস্থি মেধ মজ্জা গঠিত হয়েছে। হিন্দুর সেই অমর-কাহিনী বুকে নিয়ে আর্য্যসেবিত ভারত এখনো সকল দেশের শ্রেষ্ঠাসন গ্রহণ ক'রে বসে আছে! সেই হিন্দু আজ বিধিবিড়ম্বনে দুর্ভাগ্যের পদদলনে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মত প'ড়ে থাকলেও—তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ো না।

ফজলু। কিন্তু আমরা তোমাদের সহস্রবার ঘৃণা করি। পুতুল পূজা কর—তোমাদের আবার ধর্ম্ম! হাঃ—হাঃ—হাঃ! যাও—যাও—

শঙ্কর। হিন্দুর ধর্ম্মেও নিরাকার উপাসনার বিধি আছে, মুসলমান! হিন্দুর বেদে "একম-ব্রহ্ম দ্বিতীয়-নাস্তি"—কিন্তু আবার আছে সর্ব্বভূতেষু

ভগবান—তিনি সবেতেই বর্ত্তমান। যে জন যে ভাবে, যে যে মূর্ত্তিতে তাঁর পূজা করুক না কেন, তাতেই তিনি মূর্ত্তিমান হ'য়ে দেখা দেন। তিনি এক—কিন্তু বহু। তোমার খোদা—আমার ভগবান, তোমার রহিম—আমার রাম, সবই এক। তোমরা হিন্দুর ধর্ম্মকে ঘৃণা করলেও—হিন্দু কিন্তু তোমাদের ধর্ম্মকে সহস্রবার সেলাম করে। তোমার ধর্ম্ম যদি বলে—আশ্রিত রক্ষা মহাপাপ, তাহলে তোমার ধর্ম্মকে দুনিয়ার একপ্রান্তে ফেলে দিয়ে এস। তোমার ধর্ম্ম যদি বলে—হিন্দুর ধর্ম্ম নয়, তাহলে সে সত্বর বিনাশ হওয়াই কর্ত্তব্য। তোমার ধর্ম্ম যদি বলে—ঈশ্বর কেবল ইসলামের, তাহলে সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

গীতকণ্ঠে ব্রতচারীর প্রবেশ।

ব্রতচারী। **গীত।**

সেই একজনেরই গড়া রে ভাই এই হিন্দু মুসলমান।
সবার ডাকে সাড়া তাঁহার সমান ভাবেই দান॥
যে জন ভজে যে ভাবেতে,
তাঁহার বিকাশ হয় যে তাতে,
সমান স্নেহে চরণতলে দেন তিনি স্থান,
তবে কেন ভুলের বশে কর্‌ছো অভিমান।

[প্রস্থান

ফজলু। কাফের! কাফের! ছেড়ে দাও।

শঙ্কর। ক খ ন ই না।

ফজলু। কি! ছাড়্‌বে না? (শঙ্করকে বেত্রাঘাত)

মামুদ। তবে রে বেইমান! (ফজলু খাঁকে মারিতে উদ্যত)

ফজলু। মার্—মার্—ব্যাটাকে মার্।

(অনুচরগণ মামুদকে ধরিল. মামুদসহ কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি, অনুচরগণ কর্ত্তৃক মামুদকে বন্ধন)

ফজলু। যা—নিয়ে যা কুক্কুরকে—কাছারী বাড়ীতে)

(অনুচরগণ মামুদকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল)

শঙ্কর। (বাধা দিয়া) কোথায় নিয়ে যাবে ? আমি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবো না !

ফজলু। বটে রে কাফের ! (শঙ্করকে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত)

(শঙ্কর আর্ত্তনাদ করতঃ ভূতলে পতিত হইল)

[মামুদকে লইয়া অনুচরগণসহ ফজলু খাঁর প্রস্থান]

শঙ্কর। ওঃ ! মামুদ ! ভাই ! ওঃ !

দ্রুত গীতকণ্ঠে বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী।　　　　গীত।

তোরা কি ঘুমিয়ে আছিস ও বাঙ্গালী
　　বাংলা দেশের ছেলে।
হাঃ হাঃ হাঃ ! যা—যা—যা—দেখে যা
　　হেথায় কেমন রক্তনদী খেলে॥
　ওরে এযে তোদের ভাই,
　তবু তোদের সাড়া নাই,
কি মরণ ঘুমে ঘুমিয়ে তোরা
　　ঘুম ভাঙ্‌বে না কি কোন কালে॥
　আর কত কাল অন্ধকারে,
　থাক্‌বি তোরা এমনি ক'রে,
আর কত দিন জ্যান্তে ম'রে ভাসবি নয়ন জলে॥
　　হাঃ—হাঃ—হাঃ।

[দ্রুত প্রস্থান।

শঙ্কর। উঃ ! ভগবান !

দ্রুত ভৈরবীর প্রবেশ।

ভৈরবী। একি একি রে পুত্র! একি তোর দুর্দ্দশা! আয়—আয় আমার বুকে আয়। (শঙ্করকে বক্ষে ধারণ)

শঙ্কর। মা! মা! আবার তুমি এসেছ?

ভৈরবী। হ্যাঁ—আবার এসেছি।

শঙ্কর। কেন?

ভৈরবী। তোমার বেদনার ঝরা চোখের জল মুছিয়ে দিতে পুত্র।

শঙ্কর। এই দেখ মা! আমার জীবনের ওপর দিয়ে কাল-বৈশাখী ব'য়ে যাচ্ছে। দিবস সন্ধ্যায় কত অশ্রু সহস্র ধারায় ঝরে পড়্ছে। কিন্তু কই প্রভাতের তো আলোকছটা দেখ্তে পাচ্ছিনে। পারবে না দেবী—তোমার সুকোমল করে—দুরদৃষ্ট পুত্রের বেদনাশ্রু মুছিয়ে দিতে। তুমি জানো না দেবি! আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে। দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার কি শোচনীয় পরিণাম! স্ত্রী-পুত্র সংসার কিছুই নাই, আমি নিঃস্ব দীন।

ভৈরবী। তুমি এই বাংলার ছেলে। তুমি নিঃস্ব দীন হলেও, স্বয়ং লক্ষ্মী যাদের ঘরে বাঁধা—তারা কি কখনো নিঃস্ব দীন হয়? আমি সব শুনেছি—সব দেখেছি কিন্তু—

শঙ্কর। আর কিন্তু নেই জননি! এবার আমি প্রতিশোধ নেবো।

ভৈরবী। প্রতিশোধ?

শঙ্কর। হ্যাঁ প্রতিশোধ। আমি প্রতিশোধ নেবো মা! বহু সয়েছি, আর সইব না। নিদারুণ অত্যাচারে আমি উন্মাদ, ক্ষিপ্ত, জ্ঞানহারা। আমার সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেছে। বিদেশী মোগলের সুতীব্র কশাঘাত আর কত দিন বাংলার বাঙ্গালী সইবে মা? আমি ক্ষুদ্র শক্তি-হীন হলেও এই বাংলার মাটীতে বিদেশীর শাসন নীতি ভুলে দেবে।

দুনিয়ার যে প্রান্ত হ'তে তারা এই বাংলা মুল্লুকে এসেছে—বাঙ্গালীর রক্ত শোষণ করতে, তাদের আবার সেই প্রান্তে পাঠিয়ে দেবো।

ভৈরবী। কিন্তু তুমি যে একা, আরও ভেবে দেখ পুত্র! এতে যে তুমি রাজদ্রোহী হবে—রাজদণ্ড ভোগ করতে হবে।

শঙ্কর। সে ভয় আমার আর নেই। আমাদের দেশ, আমাদের অর্থ, আমাদের সম্পদ—আর আমরা কেউ নই? দুরন্ত শার্দ্দূল এসে বুকের রক্ত চুষে খাবে, আর তার প্রতিকার করতে গেলে হবো রাজদ্রোহী—নিতে হবে রাজদণ্ড? বাঃ। তাই হবে—তাই নেবো; তাতে যদি আমার প্রাণ দিতে হয়—তাই দেবো—তবু পশ্চাদপদ হবো না। আত্মসুখ চরিতার্থ করতে শত্রুর পায়ে মাথা নত ক'রে, পশুত্ব অর্জ্জন করতে পারবো না।

ভৈরবী। বলো পুত্র সমস্বরে বলো—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।"

শঙ্কর। জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।

ভৈরবী। এস পুত্র—আমার সঙ্গে।

শঙ্কর। কোথায়?

ভৈরবী। ভায়ের কাছে?

শঙ্কর। ভায়ের কাছে? বাংলায় কি ভাই আছে? বাংলায় কি ভায়ের স্নেহ আছে? না—না, নেই—নেই—তা যদি থাকতো তাহলে আজ বাংলা মায়ের এ দুর্দ্দশা হ'তো না। আর বাঙ্গালীও কাঙালীর মত পরের অনুগ্রহের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকতো না। ভ্রাতৃহারা বাঙ্গালী—ভাই তাদের নেই।

ভৈরবী। ভাই আছে পুত্র! আমি তোমায় সেই ভায়ের কাছে নিয়ে যাবো। দেখবে সে ভাই—শুধু ভাই নয়—স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা! একদিন তারই কর্ম্ম-প্রতিভায় জেগে উঠবে—এই বাংলার চেতনহারা বাঙ্গালী।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ

[দেবদাসীগণ দেবতার আরতি করিতেছিল ও জনৈক বৈষ্ণব গাহিতেছিল]

বৈষ্ণব। গীত।

গোবর্দ্ধন ধর ধরণী সুধাকর মুখরিত মোহনবংশং।
শ্রীদাম সুদাম সুবল সুখ সুন্দর চন্দ্রকচারুঅবতংশং॥
কালীয়দমন কালীকুঞ্জর কুঞ্জরচিত রতিভঙ্গ।
গোবিন্দদাস হৃদয় মনিমন্দির অবিচল মুরতি ত্রিভঙ্গ॥

[প্রস্থান]

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের প্রবেশ।

উভয়ে। (দেবপদে প্রণাম)।

বিক্রমাদিত্য। বসন্ত। বসন্ত। একটা সংবাদ শুনেছ ভাই ?

বসন্ত রায়। কি সংবাদ মহারাজ ?

বিক্রমাদিত্য। প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল যে রকম শুনছি, প্রতাপ যে পিতৃঘাতী হবে। পুত্রলাভ ক'রে যেটুকু আনন্দ লাভ করছিলুম, সেটুকু যে আজ নিরানন্দময় হয়ে উঠ্ছে ভাই। দাউদ যাঁর জন্যে আজ আমরা বারো ভূঁইয়ায় এক ভূঁইয়া। অর্থের অভাব নেই। কত আয়ের রাজ্য কিন্তু প্রাণে আমার শান্তি নেই ভাই। প্রতাপের জন্য বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছি। আমার প্রাণে আবার আতঙ্কও জাগছে।

বসন্ত রায়। আপনি ও সব মিথ্যা জ্যোতিষ চিন্তা দূর করুন মহারাজ। একটা মিথ্যা অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের উপর বিশ্বাস ক'রে নিজের অশান্তিকে ডেকে আনবেন না মহারাজ! সত্যই যদি প্রতাপ পিতৃঘাতী হয়, কে তা খণ্ডন করতে পারবে ?

বিক্রমাদিত্য। তা তো বটেই ভায়া—তা তো বটেই। তবে কি জানো —নবাবের একটু তোষামদ ক'রে চল্লে ব্যস! আর তোমায় পায় কে ?

পায়ের উপর পা দিয়ে রাজ্য চালাও; বিপদের কোন ভয়ই আর থাকবে না। কিন্তু প্রতাপ যে রকম উদ্ধত প্রকৃতির তাতে মনে হয়, এমন সার্ব্ব-ভৌমিকত্ব বুঝি প্রতাপের জন্যই নষ্ট হয়ে যায়। হায় রে পুত্র।

বসন্ত রায়। না মহারাজ! প্রতাপ আপনার সে রকম পুত্র নয়। বরং আমার পুত্রেরাই উদ্ধত প্রকৃতির-উচ্ছৃঙ্খল—চঞ্চল। প্রতাপের মত ছেলে বোধ হয় আর পৃথিবীতে নেই। আপনি কি সত্য সত্যই প্রতাপকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন?

বিক্রমাদিত্য। না না তবে কি—

বসন্ত রায়। আপনাকে বলতেই হবে। অত বড় একটা পাষাণ ভার বুকে চাপিয়ে রেখে কতদিন আপনি বেঁচে থাকবেন? সত্য কথা বলুন।

বিক্রমাদিত্য। আঃ! চটছো কেন ভায়া? চটো না—চটো না—হ্যাঁ দেখ—এই প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল—

বসন্ত রায়। আবার সেই অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের কথা নিয়ে আসছেন মহারাজ! ভুলে যান—ভুলে যান, একটা ভুলের বশে অমন সোনার চাঁদকে হারাবেন না। প্রতাপ—প্রতাপ—স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা! আমার মনে হয় একদিন সেই প্রতাপ হতেই আপনার রাজ্যের মর্যাদা হিমাচল স্পর্শ করবে। একমাত্র প্রতাপ হ'তেই আপনার বংশ উজ্জ্বল হবে।

বিক্রমাদিত্য। বলো কি হে বসন্ত? তুমিও দেখছি মাথা খারাপ ক'রে ফেলেছ। দেখ ভায়া! একটা কথা কি জানো, প্রতাপের হাতে অস্ত্র দেখলে প্রাণটা ধড়াস করে ওঠে। অস্ত্র কেন বাবা? কলমের খোঁচায় এত বড় রাজ্য হয়েছে, আবার কলমের খোঁচায় মারো—ব্যস; আরও বড় রাজ্য হবে! অস্ত্রের খোঁচায় কি আর রাজ্যলাভ হয় হে ভায়া? হ্যাঁ তুমি প্রতাপকে অস্ত্রত্যাগ করতে বলো, হরিনাম করতে বলো, তুলসীর মালা জপতে বলো—আনন্দ করতে বলো। আর নজর রাখো—ঠিক সময়ে মাল-খানায় খাজনা যাচ্ছে কি না? ব্যস! হে—হে—হে। বুঝলে ভায়া?

আবার ভেবে দেখ—কানুনগো থেকে একেবারে রাজা। বরাত কেমন? সবই হয়েছে সেই কলমের খোঁচায়! বুঝলে ভায়া হে হে হে!

বসন্ত রায়। (স্বগতঃ) ওঃ রাজ্যের জন্য একি মোহ! (প্রকাশ্যে) মহারাজ! সন্দেহ দূর করুন—সন্দেহ দূর করুন। প্রতাপ যে বংশের উজ্জ্বল মণি। আমি তাকে চিনেছি, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পেরেছি—সে পুরুষ সিংহ। কলম পিষবে না সে—আমাদের মত। সে কাপুরুষ নয়, সে যে এই বাংলার সুসন্তান—বাঙ্গালীর গৌরব।

বিক্রমাদিত্য। যাক্—যাক্, তাহলে প্রতাপের ভার তোমার উপর রইলো। যা হয় ক'রো। কোষ্ঠীর ফল—তাই তো—

বসন্ত রায়। আপনি অপ্রকৃতিস্থ হবেন না মহারাজ! কোষ্ঠীপত্র ছিঁড়ে ফেলে ইছামতীর জলে ভাসিয়ে দিন। অমন গুণবান পুত্রকে হেলায় হারাবেন না।

বিক্রমাদিত্য। না—না, তা বলছি না—তা বলছি না। তবে কি জানো? প্রতাপ—এই—

গীতকণ্ঠে ব্রতচারীর প্রবেশ।

ব্রতচারী। **গীত।**

সে যে বাংলা এই মায়ের কণ্ঠহার।
বাঙ্গালীর আশা ভরসা সে যে
কনক কিরীট বাংলার॥
বাংলা মায়ের অশ্রু মুছিতে,
এসেছে দেবতা অমর হইতে,
নতশিরে আর রহিবে না সে
ধরিবে অস্ত্র করেতে তার।
বৈরীরক্ত অঞ্জলি ভরি
সাজাবে মায়ের অর্ঘ্যভার॥

[প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। বসন্ত! বসন্ত! বলি ওহে ভায়া এসব ব্যাপার, হায়—হায়—হায়! এমন সোনার রাজ্যটা বুঝি আর থাকে না? ও ব্যাটা আবার কে—কোথা থেকে জুটলো এসে?

বসন্ত রায়। আমি কিছুই জানিনে মহারাজ!

বিক্রমাদিত্য। তুমি জানো না? তুমি সবই জানো। এ তোমারি অপরিমিত স্নেহে প্রতাপ অতটা বেড়ে উঠেছে। এখনও সাবধান হও ভায়া—এখনো সাবধান হও।

দ্রুতপদে উদয়াদিত্যের প্রবেশ।

উদয়াদিত্য। ঠাকুরদা! ঠাকুরদা! বাবা শিকার করতে গিয়ে মস্ত বড় একটা বাঘ শিকার করে এনেছে। বাপ্ কি বড় বাঘ দেখলে তোমাদেরও ভয় হবে কিন্তু আমার মোটেই ভয় হয়নি। আমিও বড় হলে বাবার মত শিকার করতে যাবো। ছোট ঠাকুরদা বলতো তুমি, শিকার করা কি ভাল নয়?

বিক্রমাদিত্য। বসন্ত! বসন্ত! সব মাটী করলে দেখছি। সব শেয়ালের এক "রা" নিবিড় বন কেটে এত বড় একটা রাজ্য করলে শেষ-কালে কি ভোগ করতে পাবো না? ওহে ছোকরা বলি শোনো, বাপের মত আর শিকারী-টিকারী হয়ে কাজ নেই। কলম ধর—বাজি মাৎ।

উদয়াদিত্য। বাবা বলেছেন—লেখাপড়া শিখে, আর কাজ নেই। কেবল যুদ্ধ শেখো—যুদ্ধ্ না শিখলে রাজ্য রক্ষা করবে কি ক'রে? তাই আমি যুদ্ধ্ শিখছি ঠাকুরদা! তোমরা বুড়ো মানুষ যুদ্ধের কথা শুনলে ভয় পাও।

বিক্রমাদিত্য। বাহোবা—ছোকরা—বাহোবা! শালা যে একেবারে বীর হনুমান। বলি ল্যাজ কই হে মাণিক? দেখ ওসব যুদ্ধ্র টুদ্ধ্র কথা ছেড়ে দাও, বাবাজীর কাছ হতে যে কীর্ত্তনখানা শিখেছ, সেইখানা একবার গাও তো ভায়া! সব দুখ্যু দূর হয়ে যাক—

উদয়াদিত্য। সে গানখানা তো তোমরা অনেকবার শুনেছ। আমি একখানা নতুন গান শিখেছি, সেই গানখানা শোন। ভারি চমৎকার!

গীত।

দেশের তরে দাওরে জীবন
আছ যারা দেশের ছেলে।
হর্ম ত্যেজে এস ছুটে
বিলাস ব্যসন দূরে ফেলে॥
যার বুকের সুধা খেলে তুমি
সে যে তোমার জন্মভূমি,
তার নয়নে অশ্রুধারা,
তবু তোমার নাই সাড়া,
কেন নত শিরে ধূলায় প'ড়ে,
ভাস্‌ছো সদাই নয়ন জলে॥

[প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। গেল গেল—সব গেল। কোষ্ঠীর ফল সত্য না হয়ে আর যায় না। বসন্ত! বসন্ত! তুমি শিগ্‌গীর প্রতাপকে ডেকে আনো। আমি তাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'তে বল্‌বো।

প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। অহিংসাময় বৈষ্ণব ধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম নয় মহারাজ।

বিক্রমাদিত্য। রাজার ধর্ম্ম তবে কি?

প্রতাপ। রাজার ধর্ম্ম প্রজাপালন, প্রজাশাসন, শত্রুদমন। দুদিন পরে যাকে প্রজাপালন, প্রজাশাসন, শত্রুদমন করতে হবে, অস্ত্র দূরে ফেলে, হরি নাম জপ করা, ধর্ম্ম তার নয় পিতা! দুদিন পরে যাকে রাজদণ্ড হাতে নিয়ে একটা বিরাট কর্ত্তব্যের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, ন্যায়-ধর্ম্মানুসারে জীবহিংসা করা কি পাপ তার?

বিক্রমাদিত্য। প্রতাপ! প্রতাপ! যদি নিজের মঙ্গল চাও, তা'হলে

তুমি অবিলম্বে জীবহিংসা পরিত্যাগ কর। তুমি ছেলে মানুষ, এখনো বুঝাতে পারছো না যে তোমার এই জীবহিংসাধর্ম্ম ভবিষ্যতে কতখানি মর্ম্মন্তুদ্ হয়ে উঠবে। বসন্ত! বসন্ত! বোঝাও-বোঝাও—প্রতাপকে ভাল করে বোঝাও।

বসন্ত রায়। আমি আর কি বোঝাব মহারাজ! প্রতাপ যে, আমার বোঝাবার অনেক দূরে চলে গেছে।

বিক্রমাদিত্য। এ্যাঁ সেকি! বলো কি হে ভায়া? সব যে যাবে—এত বড় রাজ্য—এত সম্পদ—

প্রতাপ। সবই যাবে পিতা! সবই যাবে! রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সবই যাবে চিরদিন কিছুই থাক্‌বে না। থাক্‌বে শুধু কীর্ত্তি। সেই কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার শুভ শুদ্ধিক্ষণ উপস্থিত। তখন সেই নশ্বর মোহের বাঁধনে প'ড়ে এমন মানব জন্মটা ব্যর্থ করবো কেন? যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পুত্র আপনার এই ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে আমি আজ হ'তে সেই কর্ম্মের দীক্ষা নিয়েছি।

বিক্রমাদিত্য। সে কর্ম্মের মন্ত্রটা কি শুনি?

প্রতাপ। বাংলা মায়ের দুর্দ্দশা মোচন—বাঙ্গালীর মুক্তি-মাটীর সেবা—আর বৈরী-রক্তে মায়ের অর্চ্চনা।

বিক্রমাদিত্য। (উত্তেজিত ভাবে) প্রতাপ—প্রতাপ—

প্রতাপ। সে দিন চলে গেছে পিতা। বিলাস আলস্যের সুখ সপ্ন ভেঙ্গে গেছে। রাজঐশ্বর্য্যের মোহপাশ আজ শত ছিন্ন। প্রতাপ আজ হ'তে আত্মভোলা—মুক্তির স্বপ্নে দিশে হারা। বাংলা মায়ের গগনভেদী ক্রন্দন, বাঙ্গালীর দাসত্ব, বাঙ্গালীর অশ্রুজল—প্রতাপ আর সইতে পারবে না। সে তার জীবন উৎসর্গ করে বসাবে তার জন্মভূমিকে স্বাধীনতার কনক সিংহাসনে। সে দান করবে এই বাংলার মুমূর্ষু বাঙ্গালীদের নব-জীবন, তাদের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে।

(প্রস্থানোদ্যত)

বিক্রমাদিত্য। (উত্তেজিত ভাবে) উদ্ধত পুত্র!

প্রতাপ। বলুন, বলুন পিতা! সমস্বরে একটীবার বলুন—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী। বলুন—আমি বাঙ্গালী, বাংলা আমার মা, বাংলা আমার স্বর্গ। দেবো না—দেবো না আমার এই সাকারা দেবীকে, বৈরীর হাতে তুলে দেবো না। আপনার ঐ কণ্ঠস্বরে বাংলার ছেলেদের ঘুম ভেঙ্গে যাক্, দাসত্বের লৌহ শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে ছুটে আসুক তারা ক্ষুধিত সিংহের মত আবার এই বাংলার বুকে বাঙ্গালীর গর্ব্ব গরীমার জয়ের নিশান তুলে ধরতে।

(প্রস্থানোদ্যত)

বিক্রমাদিত্য। প্রতাপ—প্রতাপ—

প্রতাপ। প্রতাপ যে এই বাংলার ছেলে— বাঙ্গালী।

[প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। বসন্ত! বসন্ত! আমি তোমায় হত্যা করবো—হত্যা করবো। অস্ত্র—অস্ত্র একখানা—অস্ত্র আমায় দাও।

বসন্ত রায়। বুক পেতে দিয়েছি, আমায় হত্যা করুন মহারাজ! প্রতাপের মাতৃভক্তি, স্বদেশ প্রীতি—আমারও বুকখানা নাচিয়ে দিচ্ছে। আমিও যে এই বাংলার ছেলে – বাঙ্গালী।

(প্রস্থানোদ্যত)

সলসা গীতকণ্ঠে বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। গীত।

তবে ভাই চিনে নও বাঙ্গালী ভাই যে তোমার ঘরে।
এই দেখনা দীনের সাজে ভাস্‌ছে নয়ন ধারে।।
কেউ দিলে না ঠাঁইটী ওরে, কেঁদে কেঁদে ফেরে,
তাই বাঙ্গালী সব হারিয়ে, পরের দ্বারে ভিক্ষা করে।।

[প্রস্থান

ভৈরবী ও শঙ্করের প্রবেশ।

ভৈরবী। মহারাজের জয় হোক্।

বিক্রমাদিত্য। এ আবার কি? বসন্ত বসন্ত! এ সব কাণ্ডখানা কি?

শঙ্কর। মহারাজের কাছে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছি। বাড়ী আমার নদীয়া জেলা; নাম আমার—শ্রীশঙ্কর প্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

বিক্রমাদিত্য। বেশ—বেশ! হ্যাঁ, কি চাও ঠাকুর?

ভৈরবী। মহারাজ! একে একটু আশ্রয় দিতে হবে। বড় বিপদাপন্ন ব্রাহ্মণ।

বসন্ত রায়। বিপদ কি মা?

ভৈরবী। বিপদ বড় ভীষণ বাবা! সে বিপদের কথা শুনে এই দুঃখী বেচারাকে কেউ আশ্রয় দিলে না।

শঙ্কর। শুনেছি যশোরেশ্বর মহারাজ বিক্রমাদিত্য রায় এই বাংলার সুসন্তান, পরম ধার্ম্মিক। আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান করতে কখনই তিনি পশ্চাদপদ হবেন না। নদীয়া জেলার অনেক লোকও এখানে এসে বাস করছে।

বিক্রমাদিত্য। তা করছে, তা করছে। হ্যাঁ বিপদটা কি জানতে পারি?

ভৈরবী। মোগল সম্রাট আকবরের তহশীলদারের অত্যাচারে আজ এই ব্রাহ্মণসন্তান স্বদেশ-তাড়িত—সর্ব্বস্বহারা। আপনি একে একটু আশ্রয় দিন মহারাজ।

বিক্রমাদিত্য। দুর্গা! দুর্গা! শ্রীহরি! শ্রীহরি! ও বসন্ত, এ আবার কি ফ্যাঁসাদ বাধলো। হায়! হায়! কি কুক্ষণে আজ রাত্র প্রভাত হয়েছিল। আমি এখন চললুম। আমার সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হয়েছে।

(প্রস্থানোদ্যত)

ভৈরবী। সে কি মহারাজ! শরণাপন্নকে আপনি আশ্রয় দিতে

পারবেন না? বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীকে হতাদরে দূরে ফেলে দিচ্ছেন? বলুন—একে আশ্রয় দিলাম।

শঙ্কর। বলুন মহারাজ! আশ্রয় দিবেন কি না?

বিক্রমাদিত্য। সর্ব্বনাশ হলো দেখছি। রাজ্য বুঝি আর থাকে না। এইবার নবাবের কোপদৃষ্টিতে পড়ে দেখছি আমার সব যাবে। বসন্ত! উপায় কর ভাই—উপায় কর। কিছু টাকাকড়ি দিয়ে ঠাকুরকে অন্য কোথাও যেতে বলো।

বসন্ত রায়। আপনি মহারাজ, আপনার কাছে এসে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। স্বয়ং মহারাজের মুখ দিয়ে সে কথাটা বলা কি উচিত নয়?

শঙ্কর। তাহ'লে আশ্রয় দেবেন না মহারাজ? উঃ, মা—মা! কেন তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে? এখানেও যে—ভায়ের স্নেহ নেই, রক্তের সম্বন্ধ নেই, মাটীর মমতা নেই। এখানে আছে শুধু—স্বার্থের পূজা ভোগের আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের ফলাফল। নইলে বহু যোজন হতে কত বন, কত পর্ব্বত, কত নদনদী অতিক্রম ক'রে মুসলমান এই ভারতে এসে—রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে? আর এই ভারতবাসী পিতা-পিতামহের চিরউন্নত বীরশোণিত দূরে ফেলে রেখে অবাধে আনন্দে বিদেশী ইসলামের চরণ পূজা করছে। এর চেয়ে আর এ দেশের কি অধঃপতন ঘটতে পারে?

ভৈরবী। মহারাজ! মহারাজ! এ দীন ব্রাহ্মণসন্তানের জীবন রক্ষা ক'রে বাঙ্গালার কীর্ত্তি উজ্জ্বল করে তুলুন। ভয়? ভয় কি মহারাজ? আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দান—এ যে হিন্দুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বসন্ত রায়। (স্বগত) এ সময়ে আমার প্রতাপ কোথায় গেল?

শঙ্কর। মা! মা! চল—চল, আমরা অন্য কোথাও যাই চলো।

ভৈরবী। চল—চল রে আমার দীনদুঃখী সন্তান! বড় আশায় বুক বেঁধে এখানে এসেছিলুম, কিন্তু সব আশা চুরমার হয়ে গেল। ভেবেছিলুম

যশোর তার বুকে তোমায় স্থান দেবে. ভাগ্যদোষে তাও দিলে না ! মহারাজ বিক্রমাদিত্য নির্ম্মম নিষ্ঠুর ! ভাই ব'লে বুকে স্থান দিলে না ? নবাবের ভয়ে হিন্দুর মর্য্যাদা নষ্ট করলে ? ওগো, ওগো আমার বসুধা মা ! এমন অকৃতজ্ঞ পুত্রের শিরে এখনো তুই আশীর্ব্বাদ ছড়িয়ে দিচ্ছিস ? অভিশাপ দে জননী, অভিশাপ দে—অকৃতজ্ঞ মাতৃঘাতী, ধর্ম্মদ্রোহী, পরপদলেহী সন্তানগণ তোর পুড়ে ছাই হয়ে যাক্—

শঙ্কর। চলো মা, শীঘ্র এখান থেকে চলো। বাংলার বাঙ্গালী মরেছে।

(ভৈরবীসহ প্রস্থানোদ্যত)

সহসা প্রতাপের পুনঃ প্রবেশ।

প্রতাপ। বাংলার বাঙ্গালী মরলেও তাদের চিতাভস্ম হতে আর এক নূতন বাঙ্গালী নূতন প্রাণ নিয়ে জেগে উঠেছে ! এস এস ভাই বাংলার ছেলে, বাংলার রত্ন, বাঙ্গালীর ভাই ! সারা বিশ্ব তোমায় একটুও স্থান না দিলেও এই বাংলার বাঙ্গালীই ভাই ব'লে তোমায় বুকে টেনে নেবে।

(শঙ্করসহ আলিঙ্গন)

ভৈরবী। হাঃ—হাঃ—হাঃ ! এইতো, এইতো পুত্র ! বাংলার বাঙ্গালী এখনও মরেনি। আশীর্ব্বাদ—আশীর্ব্বাদ করি রাজকুমার ! তুমি জগজ্জয়ী হও, বাঙ্গালীর কীর্ত্তি অক্ষয় ক'রে তোল।

বিক্রমাদিত্য। প্রতাপ পিতৃদ্রোহী পুত্র ! পিতার অপমান করতে উদ্যত হয়েছ ?

প্রতাপ। প্রতাপ যেন চিরদিন এমনি ধারা পিতৃদ্রোহী পুত্র হয়ে বেঁচে থাকে পিতা ! এ পিতার অপমান নয়, পিতার সুনামকে গৌরবময় করে গড়ে তোলার চিরন্তন রীতি। এস এস ভাই ! আজ হ'তে যশোর রাজ-প্রাসাদে তোমার স্থান। (শঙ্করকে লইয়া যাইতে উদ্যত)

বিক্রমাদিত্য। দাঁড়াও প্রতাপ ! বসন্ত ! বসন্ত ! তোমার রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। এ সব হচ্ছে কি ? চুপ করে আছ যে ?

বসন্ত রায়। ভাষা আমার রোধ হয়ে গেছে মহারাজ! দীনের অশ্রু-জলে বসন্ত রায়ের বুকের হাড় ক-খানা নড়ে উঠেছিল, তার এই—'গঙ্গাজল' অস্ত্রখানাও নেচে উঠেছিল; কিন্তু গুরুজন বলে সবই নীরব নিশ্চল হয়ে গেল। এতদিনে আমার যশোর নগর প্রতিষ্ঠা সার্থক হয়েছে মহারাজ। আমি ধন্য হয়েছি, ধন্য হয়েছে আমার স্বর্গগত পূর্ব্বপুরুষগণ। প্রতাপ! প্রতাপ! বাঙ্গালার সুসন্তান, বাঙ্গালীর উৎসাহবল, কর্ত্তব্যপরায়ণ মাতৃভক্ত সন্তান! এস এস আমার বুকে এস আশীর্ব্বাদ করি। প্রিয়তম! তোমার আদর্শে, তোমার ধর্ম্মে—বাংলার সমস্ত বাঙ্গালী আবার নবধারায় নবপ্রাণে, নবউৎসাহে জেগে উঠুক। (প্রতাপকে আশীর্ব্বাদ)

বিক্রমাদিত্য। প্রতাপ! শাস্তি দেবো—শাস্তি দেবো!

প্রতাপ। তবুও আমি আশ্রিতকে আশ্রয়চ্যুত করতে পারবো না পিতা।

বিক্রমাদিত্য! অকৃতজ্ঞ পুত্র—

প্রতাপ। প্রতাপ অকৃতজ্ঞ পুত্র নয় পিতা। প্রতাপের জন্ম যে এই পবিত্র বাংলার মাটীতে। সে যে মানুষ, সে যে বাঙ্গালী।

[শঙ্করসহ প্রস্থান।

ভৈরবী। ওগো বাংলা আর তোমার ভয় নেই। ওরে ও বাঙ্গালী আর তোরা কাঁদিসনে। সুদিন এসেছে, সুদিন এসেছে। ওই চেয়ে দেখ, ঐ চেয়ে দেখ, অশ্রু মুছে ফেল, দাসত্বের ঘন অন্ধকারে মুক্তির কি সুন্দর আলোকচ্ছটা। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তোষামদের অর্ঘ্যডালা ফেলে দিয়ে মানুষ হও—মানুষ হও। মা চিনে নাও, ভাই চিনে নাও, দেশ চিনে নাও।

[প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। বসন্ত! বসন্ত! শাস্তি দাও—শাস্তি দাও—প্রতাপকে শাস্তি দাও। বংশের অঙ্গার—কালধূমকেতু—কালধূমকেতু! ওঃ—ওঃ! আমার সব গেল—আমার সব গেল।

[প্রস্থান।

বসন্ত রায়। না—না মহারাজ! প্রতাপকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। প্রতাপ যে দেবতা—প্রতাপ যে বাঙ্গালী—বাংলার ছেলে—বাংলার কেশরী।

[প্রস্থান।

[ঐক্যতান বাদন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গ্রাম্য পথ

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ। **গীত।**

আমরা বাঙ্গালী বাংলার ছেলে রাখিব অটুট উচ্চশির।
দর্পে মোদের কাঁপিবে সঘনে হিমাচল হ'তে জলধি নীর॥

গীতকণ্ঠে ব্রতচারীর প্রবেশ।

ব্রতচারী। **গীত।**

তবে আয় আয় আয় সবে ছুটে আয়,
ওরে ও বাঙ্গালী বাংলার ছেলে দিন যে চলিয়া যায়,
ঐ অ ধারে জ্বলেছে উজল আলোক,
ফেলিতে হবে না অশ্রুনীর॥

গীতকণ্ঠে বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। **গীত।**

তবে চল্ ছুটে চল্ যশোরে,
সেথা জেগেছে বাঙ্গালী বাংলার ছেলে
মুক্ত কৃপাণ করে

ব্রতচারী। বলো জয় মা বাংলা তোমার জয়,
বাঃ গণ। জয় মা বাংলা তোমার জয়,

বাসন্তী। নাহি ভয়—নাহি ভয়—নাহি ভয়
চল রে দর্পে তোলরে কণ্ঠে আমরা মানুষ বাঙ্গালী বীর ।।
[সকলের প্রস্থান ।

ন্যায়রত্ন, বিদ্যাবাগীশ ও তর্কচঞ্চুর প্রবেশ।

ন্যায়রত্ন। জাত জন্ম গেল—সব গেল।

তর্কচঞ্চু। এর একটা বিহিত আজ করতেই হবে।

বিদ্যাবাগীশ। (হাঁচিয়া) নিশ্চয়! নিশ্চয়!

তর্কচঞ্চু। (বিদ্যাবাগীশের প্রতি) তোমার নস্যের ডিবেটা একবার দাওতো হে খুড়ো। (বিদ্যাবাগীশের ডিবা লইয়া তাহা হইতে নস্য নাকে লইল) ঘোঁট কর—ঘোঁট কর, শিগ্গীর শিগ্গীর ব্যাটাকে গ্রাম হতে তাড়াও।

ন্যায়রত্ন। ঠিক বলেছ চঞ্চু ভায়া! নইলে আর উপায় নেই। ব্যাটাকে বললাম একটা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে—

বিদ্যাবাগীশ। অহো!

তর্কচঞ্চু। বিদ্যে খুড়োর আবার কি ভাবের উদয় হলো?

বিদ্যাবাগীশ। অহো! ভোজনের নাম শুনলে বুঝলে কিনা বাবা বড়ই ভাবের উদয় হয়। ব্যাটা নেহাৎ আহাম্মক। তোমরাই তো সব মাটী করলে, সে ব্যাটাকে বললে পাকার ব্যবস্থা করতে কিন্তু গরীব বেচারা পায় কোথায়? ময়দা ঘৃতের যে রকম প্রখর মূল্য—

তর্কচঞ্চু। আরে খুড়ো পয়সা খরচ না করলে ব্যাটাকে মোটেই জাতে নেওয়া হবে না। ধোপা, নাপিত বন্ধ কর, দোকান বন্ধ কর, নেমন্তন্ন বন্ধ কর। দেখি ব্যাটা খাওয়াতে পথ পায় কিনা? চালাকী? হুঁ বাবা!

বিদ্যাবাগীশ। (তর্কচঞ্চুর প্রতি) আমার নস্যির ডিবেটা যে তুমি ফস্ করে ট্যাঁকে গুঁজলে? এ তোমার বড় বদ অভ্যাস খুড়ো! এ অভ্যাস তোমার কিছুতেই গেল না। যার যা পাও, অমনি ট্যাঁকে গুঁজে ফেল। দাও—দাও—

তর্কচঞ্চু। (রাগিয়া) কি ? আমি চোর ? মুখ সামলে কথা কইবে বিদ্যে খুড়ো ! নইলে মহাপ্রলয় হবে ! এই নাও তোমার ডিবে। (ডিবে প্রদান) ভুলেই না হয় গুঁজে ফেলেছি।

বিদ্যাবাগীশ। এতে আজ প্রথম নয়। সে দিন মধু খুড়োর ছুরি খানা বেমালুম হজম করে দিলে !

তর্কচঞ্চু। (অত্যন্ত চটিয়া) কি ? কি ?

ন্যায়রত্ন। আঃ! কর কি হে সব ? রাস্তার মাঝখানে কি একটা কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌বে ? চল বাড়ীতে চল একটা যুক্তি পরামর্শ করা যাকগে।

তর্কচঞ্চু। কি আমার বদনাম ! বলে এই তর্কচঞ্চুর বিদ্যার ঠ্যালায় জগৎটা থরহরি কেঁপে যায়। মনে পড়ে কি রকম বিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে তর্কচঞ্চু উপাধিটা মেরে নিলুম —হুঁ বাবা !

বিদ্যাবাগীশ। আর তোমার বিদ্যের পরিচয় দিতে হবে না খুড়ো। সেদিন কণ্টিকারীর রস খাওয়াতে গিয়ে তোমার বাবাকে জুতো সেদ্ধ করে খাইয়েছিলে।

তর্কচঞ্চু। কি ? কণ্টিকারী মানে জুতো নয়তো কি ? কণ্টকস্য অরি যঃ সঃ। অর্থাৎ কণ্টকের শত্রু। অর্থাৎ যদ্দারা কাঁটায় কিছু হয় না। জুতো পায়ে থাকলে কাঁটা কি করে ঢুকবে ? চালাকি ? একেবারে নিখুঁত ধাতু প্রত্যয় করে নিত্যানন্দ তর্কচঞ্চু তবে বাক্যের সরলার্থ করে। কণ্টকস্য অরি অর্থাৎ কণ্টকের শত্রু। হুঁ বাবা !

ন্যায়রত্ন। এখন ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে—কাজের কথা কও।

বিদ্যাবাগীশ। কণ্টিকারী মানে না হয় জুতোই হলো। কিন্তু গোক্ষুর শব্দের অর্থ কি হয় বলতো খুড়ো ? দেখি তোমার চঞ্চুখানা।

তর্কচঞ্চু। গোক্ষুর ? গো যুক্ত ক্ষুর। গো অর্থে গরু ! খুর অর্থে পায়ের নীচে যাহা থাকে। অর্থাৎ গরুর ক্ষুর। কেমন হয়েছে ? আমার

সঙ্গে তর্ক ? তর্কে না হারালে ঘুসি ধরবে—বংশলোচন ধরবো। তর্ক-চঞ্চুকে চেনে না—কোন্ হায়রে দেশে ?

ন্যায়রত্ন। এখন এখান থেকে চলো নইলে এখনি হিরণ্যকচ্ছপ বধ আরম্ভ হবে।

বিদ্যাবাগীশ। বটে! আজ চঞ্চুখুড়োর চঞ্চু উৎপাটন করবো। আরে—আরে অজমুর্খ চঞ্চু! (তর্কচঞ্চুর গলা টিপিয়া ধরিল)

তর্কচঞ্চু। উ হু হু (উভয়ে মামামারি)

ন্যায়রত্ন। আহা—হা একি কাণ্ড হচ্ছে ? ছাড়—ছাড় ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত। (উভয়কে ছাড়াইয়া দিল)

তর্কচঞ্চু। হুঁ বাবা!

বিদ্যাবাগীশ। আবার টিপে ধরবো বলছি।

ন্যায়রত্ন। এস এস! রাস্তার মাঝখানে একি কেলেঙ্কারী!

তর্কচঞ্চু। হুঁ বাবা!

বিদ্যাবাগীশ। চঞ্চু উৎপাটন ক'রে ছাড়্বো।

[সকলের প্রস্থান।

রহিম ও মামুদের প্রবেশ।

রহিম। হালার পুতিকে ঠাণ্ডা করতি না পারলে আর এ হ্যাশে বাস করমু না চাচা আমার বিবিরে লইয়া গেল। বিবির লাইগ্যা আমার কলিজাটা ক্যামন ক্যামন করতি থাকে। বিবির লাইগ্যা ডাহা জিলা ছাইড়্যা এ হ্যাশে আইস্যা বাস করতিছিলাম। হালার পুতি আমার সোনার সংসারে আইগুন লাইগ্যা দিল। হালার পুতি ঠাণ্ডা না অইলে এ হ্যাশে আর বাস করতি পারমু না।

মামুদ। বদমাইস নায়েবটার জন্যে সকলকেই এ দেশ ছেড়ে যেতে হবে চাচা! দাদাঠাকুর ছিলেন. তিনিও চ'লে গেলেন। কার ভরসায় এ দেশে আমরা বাস করবো ? আহা! দাদাঠাকুর আমাদের পয়গম্বর

ছিলেন। আমাদের জন্য তিনি কত কষ্ট সহ্য করেছেন। শুনলুম তিনি নাকি এখন যশোরে গিয়ে বাস করছেন। শালার নায়েব এবার মজা পেয়ে গেছে। বাধা দেবার কেউ নেই। যা ইচ্ছে তাই করছে। তার ভয়ে কেউ টু টি পর্য্যন্ত করে না।

রহিম। হালার পুতি কি মরবি না চাচা? তুমি আমারে হুকুম কর চাচা, ত্থাই হালার শিরটা কাটি আনতে পারি কি না? বয়সে আমার বেশী অইলেও এ্যাহোনো অনেক মিঞাকে ঠাণ্ডা কর্‌তি পারি।

মামুদ। না চাচা, আমরা শালার সঙ্গে পেরে উঠবো না। তার চেয়ে আমরা দাদাঠাকুরের কাছে যাই চলো। এখনো শালা আমাদের পেছু লেগে আছে।

রহিম। মুইও তো ভাই ভাববার লাগছি। আর তো সহ্যি হয় না।

মামুদ। এস আমরা আজ সেখানে যাবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

জনৈক পথিক গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল।

পথিক।　　　　　গীত।

আমার নয়ন জলে পথ হারায় রে, আমি কেমন করে চলে যাই।
এযে আমার দেশের মাটী স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ ঠাঁই॥
আমার ভাঙ্গা কুঁড়ের চাঁদের আলো, লাগে আমার বেজায় ভালো,
ওই সবুজ গাছের বিছানাতে শুয়ে, কত আরাম পাই॥
সাঁঝের বেলায় বসতাম যখন ওই বকুল গাছের তলে,
চুপিসাড়ে প্রিয়া আমার বকুল মালা দিত গলে,
আমায় সেও গেলরে—কাঁদিয়ে আমায়—
আবার আজকে কাঁদায় বাস্তভিটে ভাই, আমি কেমন করে চলে যাই॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ

বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় পদচারণা করিতেছিলেন।

বিক্রমাদিত্য। প্রতিকার কর বসন্ত—প্রতিকার কর। এখনও সময় আছে। যদি নিজের মঙ্গল চাও, রাজ্যের মঙ্গল চাও, বংশধরের মঙ্গল চাও, তাহলে সময় থাকতে প্রতিকার কর ভাই! নইলে যে সব যাবে—সব যাবে।

বসন্ত রায়। প্রতিকার করাটা কি আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে মহারাজ!

বিক্রমাদিত্য। তা বলছি না, তবে সত্বরই একটা প্রতিকার করতে হবে। প্রতাপ দিন দিন যে রকম উগ্র প্রকৃতির হয়ে উঠছে, তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ যে খুবই অন্ধকারময় এ কথা ধ্রুব সত্য। দেখলে না, সে দিন আমাদের অপমান করে সেই নোদের বামুনটাকে আশ্রয় দিলে। এই দেখ না কোন্ দিন নবাবের ফৌজ এসে হুমকি লাগায়। জানি না ভায়া, হয় তো বামুনটার জন্যে—

বসন্ত রায়। সে কি মহারাজ! নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান এ যে সনাতন ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ। প্রতাপ আপনার সেই অনাথ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান করে আপনারই মুখ উজ্জ্বল করেছে। বংশও ধন্য হয়েছে। প্রতাপ যে সত্যই সুপুত্র। যদি কেউ কখনও পুত্রের কামনা করে, তবে, প্রতাপের মত পুত্রই যেন কামনা করে।

বিক্রমাদিত্য। নবাবের অপ্রীতিভাজন হয়ে শেষকালে কি পথের ভিখারী হ'বো বলতে চাও? তুমি বুঝতে পারছো না বসন্ত, এতে যে নবাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

বসন্ত রায়। তাতেও গৌরব আছে মহারাজ! ধর্ম্মের মান রক্ষা করতে পথের ভিখারী সাজলেও সেও যে স্বর্গ সুখের হয় মহারাজ! রাজ

আমাদের ছিল না, হয়েছে দৈবভাগ্যে। আবার যাবে তাতে আর দুঃখ কি? সংসারে চিরস্থায়ী কিছুই নাই। তবে তার জন্য এতটা চঞ্চল হবার কি আছে? আর তার উপর মায়া মমতা কেন?

বিক্রমাদিত্য। তাহলে তোমার ইচ্ছা যে এত পরিশ্রম এত আদরের অতুল সম্পদ এক মুহূর্ত্তে চলে যাক। বাঃ বারে ধর্ম্মজ্ঞান, বারে ধর্ম্মনীতি! বলিহারী ধার্ম্মিক! যশোর শ্মশান হবে? বসন্ত ভাল চাওতো যত শীঘ্র পার সেই বামুনটাকে এখান হতে বিদায় করে দাও।

বসন্ত রায়। এই কি যশোরেশ্বরের কর্ত্তব্য?

বিক্রমাদিত্য। ও সব কর্ত্তব্য-টর্ত্তব্য রেখে দাও ভায়া। শেষকালে নবাবের অস্ত্রের খোঁচা খেয়ে প্রাণটা যাক আর কি? ছেলেমানুষী ত্যাগ কর ভায়া! ঐশ্বর্য্য সম্পদ ভোগ কর, ভোগ কর। হেলায় হারিও না। বলো দেখি ভায়া! নবাব দপ্তরে চাকরী করলে কি এতখানি সম্পদের অধিকারী হতে না—অতুল ধন সম্পত্তি পেতে? যেই চাকর—সেই চাকরই থাকতে। এখন যা হয় করে বামুনটাকে সরিয়ে দাও, প্রতাপ যেন কিছুই বুঝতে না পারে।

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। প্রতাপকে আমি বুঝতে দেব না মহারাজ। এই তুচ্ছ দীন ব্রাহ্মণের জন্য আপনার শান্তির সংসারে আমি আগুন জ্বালাবো না মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্তে বাস করুন। আমার অদৃষ্টকে আমি যতই সুখের আলোকে তুলে ধরতে চেষ্টা করি না কেন, বিধাতা যা লিখে দিয়েছেন তার একটুখানিরও ব্যতিক্রম হবে না। প্রতাপের অগোচরে আমি এখনই আপনার রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনাকে আর ভবিষ্যতের দারুণ দুঃখের বোঝা বইতে হবে না।

বিক্রমাদিত্য। না—না, আমি কি তোমাকে চলে যেতেই বলছি ঠাকুর? তবে কি জান, এই হচ্ছে কি না—বসন্ত তুমিই বলে দাও।

বসন্ত। এ ক্ষেত্রে আমার বলাটা উচিত নয়।

বিক্রমাদিত্য। আরে, ঠাকুর যে রাগ করে চলে যেতে চাইছে। হে—হে—হে।

শঙ্কর। না মহারাজ! রাগ, দুঃখ বা অভিমান আমার কিছুই নেই। আমি কে? আমার সঙ্গে কি সম্বন্ধ? আমি তো আপনাদের কেউ নই। আমি আনন্দে স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছি। তবে প্রাণটা যে আমার তার জন্যে কেঁদে উঠেছে। যাক ভুলে যাবো ক্রমশঃ। তা হ'লে আমাকে বিদায় দিন মহারাজ!

বিক্রমাদিত্য। একান্তই যদি যাবে ঠাকুর, তবে কিছু টাকাকড়ি সঙ্গে করে নিয়ে যাও। আহা! বড় কষ্ট তোমার বাপু। ওহে ভায়া! ঠাকুরকে কিছু টাকাকড়ি দিয়ে দাও। আহা! সব দিক রক্ষা হোক।

শঙ্কর টাকাকড়ি আমার কিছুই চাই না মহারাজ! টাকাকড়ি নিতে আসিনি, আমি এখানে এসেছিলুব একটু আশ্রয়ের জন্য। প্রাণে খুবই দাগা না পেলে, কেউ কখনও জন্মভূমি ত্যাগ করেনা মহারাজ। যদি মরতেই হয়, তবে মায়ের বুকে গিয়েই মরবো।

বিক্রমাদিত্য। তা তো বটেই! তা তো বটেই! জন্মভূমির চেয়ে আর কি কিছু আছে? আমি তোমায় এক্ষেত্রে বাধা দিতে চাই না ঠাকুর! কিন্তু একটা কথা শুনলুম তুমি নাকি তীর ধনুক নিয়ে প্রতাপের সঙ্গে শিকার করতে যাও? একেবারে খাঁটী তীরন্দাজ হয়ে উঠেছ। বলি ব্যাপারখানা কি? বলি বামুনের ছেলের ওসব কেন? মন্তর টন্তর শেখ পূজো পার্ব্বণ শেখো, চাল কলার পুঁটলী বাঁধতে শেখো—ব্যস সুখে দিন কেটে যাবে।

শঙ্কর। মাটীর সেবার কাছে সে সুখ কিছুই নয় মহারাজ। অস্ত্রবিদ্যা ব্রাহ্মণের না হলেও ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য, পরশুরাম একদিন অস্ত্র ধরেছিলেন, এমন কি অস্ত্র বিদ্যায় তাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।

বিক্রমাদিত্য। দ্রোণাচার্য্য, পরশুরাম আর কি সাধ করে অস্ত্র ধরেছিলেন ঠাকুর। একটা প্রতিহিংসার বশে তাঁদের অস্ত্র ধরতে হয়েছিল।

শঙ্কর। আর আমিও সেই প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যই জাতীয় ধর্ম্ম ভুলে'গিয়ে ক্ষত্রনীতি আশ্রয় করেছি। আপনি জানেন না মহারাজ, দুরন্ত দানব কি ভাবে কি নির্ম্মমভাবে আমার বুকখানা দলে' পিষে মরুভূমি করে দিয়েছে। রাজপ্রাসাদে সুখের শয্যায় নিদ্রা যাচ্ছেন, একটিবারও যদি বাইরে গিয়ে দেখতেন, এই সোনার বাংলার শ্যামল কোমল বুকখানা কি ভাবে দলিত করেছে, সেই দোর্দ্দণ্ড প্রবল প্রতাপ মোগল দেখতে পাবেন বাংলার উপর কি ভীষণ অত্যাচার হত্যার তাণ্ডব লীলা—রক্তের তরঙ্গ ছুটে যাচ্ছে একটিবারমাত্র আমার সঙ্গে—আমার সঙ্গে আসুন মহারাজ—আমি দেখিয়ে দেবো সেই মোগলের নির্ম্মমতার জীবন্ত অভিনয় তবুও সেই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য চোখে দেখে বাংলার বাঙ্গালী নীরব-নিশ্চল।

বিক্রমাদিত্য। নিশ্চয় ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে। বৈদ্য দেখাও ঠাকুর—বৈদ্য দেখাও। হায় হায় পিপীলিকার পালক উঠে মরিবার তরে। ওহে ঠাকুর! তোমার এমন দুর্বুদ্ধি জুটলো কেন?

শঙ্কর। এ আমার দুর্বুদ্ধি নয় মহারাজ। জাতীয় প্রাণ প্রতিষ্ঠার আত্মবলিদানের শুভক্ষণ উপস্থিত। আমি বাংলার নিদ্রিত বাঙ্গালীদের জাগিয়ে তুলবো—আমার এ তুচ্ছ জীবন বলিদান দিয়ে! আমি চললুম মহারাজ! তবে স্মরণ রাখবেন—ঐশ্বর্য্য-সম্পদে মানুষ ততটা বড় হয় না—যতটা বড় হয় তার সুকর্ম্মের প্রতিষ্ঠায়।

[প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। দুর্গা, শ্রীহরি! সত্যই যে ঠাকুর রাগ করে চলে গেল বসন্ত!

বসন্ত রায়। চলে গেল আর দিয়ে গেল—যশোরের উপর তীব্র অভিশাপ। আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি মহারাজ, যশোরের ভাগ্যলক্ষ্মী

এইবার চিরদিনের জন্য বিদায় নেবে। করলেন কি মহারাজ, তুচ্ছ রাজ্যের মমতায় এতবড় একটা কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে নিলেন ?

প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। শঙ্কর—শঙ্কর ? কোথায় শঙ্কর ?

বিক্রমাদিত্য। এই যে প্রতাপ এসেছ ? ঠাকুর যে এইমাত্র চলে গেল। যাক ভালই হয়েছে, আপনিই যখন চলে গেছে। তুমি এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে রাজ্যের উন্নতি কর।

প্রতাপ। শঙ্কর চলে গেল ! আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না কেন ? এর কারণ কি ? আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি পিতা, ভবিষ্যতের আশঙ্কায় তাকে কৌশলে বিতাড়িত করে দিয়েছেন।

বিক্রমাদিত্য। আমরা ?

প্রতাপ। হাঁ, আপনারা।

বিক্রমাদিত্য। বসন্ত ! বল—বল—

প্রতাপ। কাউকে আর বলতে হবে না। আমি সবই বুঝতে পেরেছি, নবাবের বিরুদ্ধভাজন হবেন মনে ক'রে অম্লান বদনে সেই আশ্রিত দীন ব্রাহ্মণকে বিতাড়িত করে দিলেন। বাঃ চমৎকার ধর্ম্মনীতি যশোরেশ্বরের ! তার সেই বিশুষ্ক বদনের দর বিগলিত অশ্রুধারা একটীবারও দেখতে পাননি মহারাজ ? দোর্দণ্ড নবাবের অত্যাচারে সে যে আজ সর্ব্বহারা। ওঃ, আপনি কি পাষাণ ! নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে পিশাচবৃত্তি গ্রহণ করলেন ! অথচ আপনি একজন স্বনামধন্য মহারাজ। খুল্লতাত ! আপনিও কি যশোরেশ্বরের নীতি অবলম্বন করছেন ? বিশ্বাস ছিল, আপনি কখনও মনুষ্যত্ব হারাবেন না ; কিন্তু কি বলব ? ইচ্ছা হয় এই মুহূর্ত্তে আপনাদের দুজনকে হত্যা ক'রে ওই ইচ্ছামতীর জলে কলঙ্কিত দেহদুটীকে ভাসিয়ে দিই। মনে রাখবেন পিতা ! নবাবের তোষামোদের অবজ্ঞার অনুগ্রহ

সার্ব্বভৌমিকত্ব আপনার চিরদিন থাকবে না। তারপর আপনার শির নত হলেও প্রতাপের শির চির উন্নত থাকবে।

বিক্রমাদিত্য। প্রতাপ!

প্রতাপ। প্রতাপ পাষণ্ড নয়—পশু নয়।

বসন্ত রায়। অবাধ্য হয়ো না প্রতাপ!

প্রতাপ। প্রতাপ জীবনে কখনও আপনাদের অবাধ্য হয় নি, কিন্তু এবার হবে। আমার প্রাণে এক নূতন সুর জেগে উঠেছে খুল্লতাত! সে সুর আর কখনও থামবে না। সে সুর বড় সুন্দর—বড় মধুর! ইচ্ছা হয় আহার, নিদ্রা, বিলাস, ব্যসন ভুলে গিয়ে, সে সুর-সাগরে গা ভাসিয়ে দিই। সে সুর কি জানেন পিতৃব্য? সে সুর হচ্ছে প্রাণোন্মাদকারী সুর—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। প্রতাপ আর দেবদেবীর পূজা করবে না, গুরুজনেরও সেবা করবে না। সে করবে—এই দেশের সেবা, মাটীর পূজা, তার কাছে আর কেউ বড় নয়। স্বজাতির আর্ত্ত হাহাকারে সোনার বাংলায় শ্রাবণ-ধারায় প্রতাপের ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান দূরে—বহুদূরে চলে গেছে। প্রতাপ এসেছে—এই বাংলার মাটীতে, চলে যাবে—এই মাটীর সেবায়। থাকুন আপনারা তোষামোদের অর্ঘ্যডালা নিয়ে, সকরুণ দৃষ্টিতে নবাবের এক বিন্দু করুণালাভ করতে। চলে যাক আপনাদের জাতীয় গৌরব, আত্মসম্মান, ভ্রাতৃপ্রেম; দীনহীনার সাজে কেঁদে মরুক জননী জন্মভূমি বিদেশীর পদদলনে আমরণ চতুর্যুগ। কিন্তু প্রতাপ চলবে—সেই পথে, সেই নীতিতে, সেই ধারাতে। সে ঘুচিয়ে দেবে—বাঙ্গালীর দুঃখ ক্লেশ, মুছিয়ে দেবে—এই বাংলার অশ্রুধারা, আর ফুটিয়ে তুলবে—বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-গরিমা, জীবন উৎসর্গ ক'রে।

বিক্রমাদিত্য। বসন্ত! বসন্ত! বন্দী কর—বন্দী কর প্রতাপকে।

প্রতাপ। প্রতাপকে বন্দী করলেও—প্রতাপের মনের স্বাধীনতাকে

কেউ কখনও বন্দী করতে পারবে না পিতা! আপনারা আমার গুরুজন হলেও—বাংলা আমার মাটীর স্বর্গ, বাঙ্গালী আমার ভাই।

[প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। বসন্ত! বন্দী করতে পারলে না?

বসন্ত রায়। মত্ত করী এবার বাঁধন ছিঁড়েছে মহারাজ! কেউ তাকে বাঁধতে পারবে না। আমার সব যাক্, শুধু বেঁচে থাক—আমার প্রতাপ।

বিক্রমাদিত্য। উপায় কর ভাই! উপায় কর।

বসন্ত রায়। আপনার কি ইচ্ছা যে, আমি প্রতাপকে হত্যা করি?

বিক্রমাদিত্য। তা নয়—তা নয়! দেখলে তো, ছেলে কি রকম উদ্ধত প্রকৃতির? কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা হবে না। একটা বিহিত করতেই হবে, যে কোন প্রকারে প্রতাপের মনের গতিকে অন্য দিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে, নইলে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।

বসন্ত রায়। আমি তো উপায়ের কিছু কূল খুঁজে পাচ্ছি না।

বিক্রমাদিত্য। আমি একটা কথা বলি' বেশ ভাল করে শোন বসন্ত। তাহলে অনেকটা বাঁচবার আশা থাকবে।

বসন্ত রায়। বলুন?

বিক্রমাদিত্য। দেখ আপাততঃ কিছু দিনের জন্য প্রতাপের মনের উত্তেজনা দমন করতে তাকে আগ্রা পাঠাও। বাদশার কাছে পরিচিত হয়ে আসুক। সেখানে বাদশার রাজশক্তি, রণসম্ভার দেখে' বাছা একটু ঠাণ্ডা হোক্, বুঝুক তার এ ক্ষুদ্র শক্তি, সে শক্তির তুলনায় কত তুচ্ছ। তাহলে বাবাজীর আর ফোঁস-ফোঁসানি থাকবে না। বাদশার বিরুদ্ধাচরণে আর একটা পাও এগুবে না। একেবারে হিম হয়ে আমাদেরই মত পরম সুখে রাজ্য চালাবে। বল দেখি, এ যুক্তি কি মন্দ?

বসন্ত রায়। যুক্তি মন্দ নয়। তবে কি জানেন মহারাজ, তাতে যে বিশেষ ফল হবে তাতো মনে হয় না। বন্যার স্রোত বালুকার বন্ধনে কত-

ক্ষণ স্থির থাকে মহারাজ ? আমি প্রতাপের চরিত্র ভাল রকমই জানি। তার প্রাণে যে সুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে সে সুর আর থামবে না। কে যেন সব সময় আমায় বলছে—প্রতাপই আন্‌বে এই বাংলার বুকে নব জাগরণ।

বিক্রমাদিত্য। বল কি ? সর্ব্বনাশ যাক্ এখন যা হয় করে তাকে আগ্রা পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

বসন্ত রায়। (স্বগত) হায় মহারাজ! এমন পুত্রকে প্রকারান্তরে নির্ব্বাসনে পাঠাতে চান ? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তাই হবে, আপনারই আদেশ বসন্ত রায় প্রতি অক্ষরে পালন করবে। তবে স্থির জানবেন মহারাজ আপনি মহারাজ শত চেষ্টা করলেও কর্ম্মের চাকা অন্য দিকে ঘুরে যাবে।

[প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। হরি! হরি! দারুণ অশান্তি। উদ্ধত পুত্রের জন্য বুঝি এমন সোনার রাজ্য ছারখার হয়ে যায়। না না, আমার এমন সুখের রাজ্য কখনই নষ্ট হতে দেব না প্রতাপ! প্রতাপ। তুমি কলমের খোচায় বাহাদুরীটা শিখলে না ? ভেতো-বাঙ্গালী হয়ে অস্ত্র ধরবার সাধ কেন ? কলম পেষো আর মনের সুখে খাও দাও—ব্যস্!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

গোবিন্দ রায় ও ভবানন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। হাঃ—হাঃ—হাঃ! বাজীমাৎ! বাজীমাৎ! লাগাও হরদম লাগাও ভবানন্দ! ভবানন্দ—

ভবানন্দ। আজ্ঞে! আমি হুজুরে হাজির আছি।

গোবিন্দ। ভবানন্দ। এবার বাজীমাৎ! আমি এবার ঠিক রাজা হবো।

ভবানন্দ। এ্যাঁ! বলেন কি?

গোবিন্দ। আর বলাবলি নেই। অকাট্য রাজা। ব্যস—এখন আনন্দ কর, পরে সব বল্‌ছি! কই নাচনেওয়ালীগুলো গেল কোথায়? বেটীরা খালি ঘুমোয়।

ভবানন্দ। না—না—ঐ যে আসছে।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

চোখের ভালবাসায় প্রিয় যায় না প্রাণের গোপন জ্বালা।
আপনি ফেটে হুতাশেতে যায় কি সখা তোমায় ভোলা॥
ফুলসোহাগী ফুট্‌লো বনে ভ্রমরা যদি এলো না,—
লুটতে তাহার বুকের মধু চুমুটুকু দান্‌লে না,
তবে তাহার ফোটাই সার,
বৃথাই গেল জন্ম তার,
কি হবে তার প্রাণ মাতানো নিয়ে তেমন রূপের ডালা।
ভ্রমরা বঁধু যদি থাক দূরে,
মোরা বাঁচবো কেমন করে,
বসো এসে রূপের দোলায় ফাগুন রাতের উতল হাওয়ায়
তবেই যাবে হিয়ার ব্যথা, সেই তো ভালবাসার খেলা॥

[প্রস্থান।

ভবানন্দ। কি বলছেন, এইবার বলুন?

গোবিন্দ। কেন তুমি শোন্‌নি?

ভবানন্দ। কই না!

গোবিন্দ। তুমি না আবার চাকরী পেয়েছ ভবানন্দ?

ভবানন্দ। হ্যাঁ, বড় মহারাজ আবার আমায় কর্ম্মে নিযুক্ত করেছেন।

গোবিন্দ। দেখ, বড় দাদা যে আগ্রা চল্‌লো।

ভবানন্দ। আগ্রা চললো কি গয়া কাশী চল্‌লো, তার সংবাদ রেখেছেন?

গোবিন্দ। তার মানে ?

ভবানন্দ। তার মানে—আপনারও মনে মনে লঙ্কা ভাগ।

গোবিন্দ। তুমি কিছুই জান না। শোন তবে বলি—বাবা কিন্তু আমাদের প্রকৃতই ভালবাসেন। ভেবেছিলুম ভালবাসেন না, তা নয় সত্যই ভেতরে ভেতরে ভালবাসেন! নইলে বড় মহারাজার আদেশ বড়দাদাকে জানালেন কেন? বড় মহারাজার তো কোন শক্তি নেই। বাবা যদি সত্যই বড়দাদাকে ভালবাসতেন, তা হলে কি বড়দাদাকে আগ্রা যেতে দিতেন ?

ভবানন্দ। বলেন কি ? এর মধ্যে এতখানি হয়ে গেছে? তা'হলে আপনার রাজা হওয়াটা অকাট্য! বরাত ফিরলো হুজুর, এইবার আপনার বরাত ফিরলো। (স্বগত) আবার চাকরী পেয়েছি, বসন্ত রায়! তোমার সোণার সংসারে আগুন জ্বালাবো। কাণের জল—জল দিয়ে বার করব, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবো।

গোবিন্দ। ভবানন্দ!

ভবানন্দ। বলুন ?

গোবিন্দ। আমার মনে হয় পথেই বড়দাদাকে—ব্যস। আগ্রা পাঠানো তো নয়, আগ্রা পাঠানোর নাম ক'রে রাজ্য রক্ষা করব। কারণ বড়দাদা নবাবের সঙ্গে যে রকম শত্রুতা আরম্ভ করেছে, তাতে কি রাজ্য থাকবে ? তাই—

ভবানন্দ। একশো বার!

গোবিন্দ। ভবানন্দ! এ সংবাদ শুনে তোমার আনন্দ হচ্ছে না ?

ভবানন্দ। আজ্ঞে আনন্দ যথেষ্টই হচ্ছে। আপনার চরম উন্নতি হবে। আপনি হবেন রাজা, আমার আনন্দ হবে না ? আনন্দে যে আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না—কাণেও কিছু শুনতে পাচ্ছি না। একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা! হাঃ—হাঃ—হাঃ! তাহলে পথেই—

গোবিন্দ। একদম শেষ!

ভবানন্দ। শেষ! হাঃ—হাঃ—হাঃ। শেষ! হাঃ—হাঃ—হাঃ! আগুন কি জ্বলবে? ধ্বংস কি হবে? না—না, প্রাণের ভিতর তো সে সাড়া নেই! রাজবংশ কি ধ্বংস হবে? প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

গোবিন্দ। ভবানন্দ! তুমি আপন মনে কি বলছ?

ভবানন্দ। না—না, আমি কিছুই বলিনি? আনন্দে আমি কেমনটী হ'য়ে গেছি।

গোবিন্দ। জান্‌লে ভবানন্দ! বাবা আমাদের ঠিকই ভালবাসেন। দেখছ না আমাদের সুখের জন্য কেমন একটী চাল চেলেছেন? ধরি মাছ না ছুঁই পানি। ভবিষ্যতে বাবাকে কেউ আর দোষ দিতে পারবে না।

ভবানন্দ। আগ্রা যাওয়ার কথাটা বড় রাজকুমার শুনেছেন?

গোবিন্দ। শুনেছেন বৈকি! সব ঠিকঠাক্।

ভবানন্দ। তারপর?

গোবিন্দ। আগ্রা যাবার যোগাড় হচ্ছে।

ভবানন্দ। আপনি কি ক'রে জানলেন যে, সঙ্গে সঙ্গেই বড় রাজ-কুমারকে শেষ করা হবে?

গোবিন্দ। কাল রাত্রিতে বাবা চুপি চুপি মাকে এ সব কথা বলছিলেন।

ভবানন্দ। আপনি শুনতে পেলেন।

গোবিন্দ। আমি আড়াল থেকে স্পষ্টই শুনেছি।

ভবানন্দ। বসন্ত রায় প্রতাপকে হত্যা করবে? কখনই হতে পারে না। আমি তাকে বেশ চিনি। বসন্ত রায় সর্ব্বস্ব হারাবে কিন্তু প্রতাপকে হারাবে না। কালস্য কুটিলাগতি। মানুষ কখন কি হয় তা কেউ বলতে পারে না। রত্নাকর দস্যু হলেন—মহর্ষি বাল্মিকী; আর ব্রাহ্মণপুত্র অজামিল হলেন—দস্যু। আমিও ছিলুম একদিন এ রাজ্যের

শুভাকাঙ্খী—রাজার বিশ্বাসী ভৃত্য। কিন্তু আজ হয়েছি—পিশাচ, বেইমান। একটানা স্রোত অন্য দিকে ফিরে গেল। বিচিত্র কিছুই নেই। আবার কেন নিরাশা এসে আমার হৃদয় ঘিরে দাঁড়াচ্ছে? তাহলে কি ভবানন্দের এত বড় আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে? ওকি ছোট মহারাজ—ও কি ভীষণ রণতাণ্ডব মূর্ত্তি! সর্ব্বনাশ!

[পলায়ন।

গঙ্গাজল অস্ত্রহস্তে উন্মত্তবৎ বসন্ত রায়ের প্রবেশ।

বসন্ত রায়। শেষ! শেষ! বসন্ত আজ সব করবে। তার বংশের একটি প্রাণাধিককেও জীবিত রাখবে না। সবগুলোকে একসঙ্গে এই 'গঙ্গাজল' অস্ত্রে মাটিতে শুইয়ে দেবে। কারো মুখ পানে চাইবে না—বসন্ত রায় আজ নির্ম্মম পিশাচ রক্তলোলুপ শার্দ্দুল। গোবিন্দ! কই গোবিন্দ! এই যে, হাঃ—হাঃ—হাঃ—আয়—আয় তোকে দিয়েই আজ আমার হত্যাযজ্ঞের শুভ সঙ্কল্প আরম্ভ হোক্।

গোবিন্দ। (ভীত হইয়া) কেন? কেন তুমি আমায় হত্যা ক'রবে বাবা?

বসন্ত। উত্তর নাই। বসন্ত রায় আজ উন্মত্ত রাক্ষস। ওই ওই বসন্ত রায়ের কলঙ্কের ভেরী বেজে উঠেছে। বিদ্রূপ কটাক্ষ যেন আমার অন্তরে বেত্রাঘাত করছে। সংসার আজ বসন্ত রায়কে স্বার্থপর বলে উপহাস করছে। না—না, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। সে তার নিজের পুত্রদের সুখী করতে কৌশলে প্রতাপকে হত্যা করতে আগ্রা পাঠাচ্ছে। উঃ! উঃ! সংসার! সংসার! বল—বল আর একটিবার ওই কথা বল—দেখবে এখনি বসন্ত রায় তোমার জিবটা টেনে উপড়ে ফেলবে। বসন্ত রায়ের সব যাক, থাকুক শুধু তার—প্রতাপ। আবার ওই সেই বিদ্রূপের প্রতিধ্বনি। না—না, ওরে অকৃতজ্ঞ সংসার! আমি তোর সে অন্ধ বিশ্বাস দূর করে দেবো। এই 'গঙ্গাজল' অস্ত্র ধরেছি আজ আমি

নির্ব্বংশ হবো—তোকে দেখাবো প্রতাপ আমার কে? গোবিন্দ—গোবিন্দ!

[গোবিন্দের পলায়ন।

হাঃ—হাঃ—হাঃ—পালিয়ে গেলি? পালিয়ে গেলি? কোথায় পালাবি, আজ আর কারো পরিত্রাণ নেই।

(প্রস্থানোদ্যত)

গীতকণ্ঠে উদয়াদিত্যের প্রবেশ।

উদয়াদিত্য। **গীত।**

মন পাখীরে একবার তুই,
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বল॥

উদয়াদিত্য। ছোট দাদু! ছোট দাদু! একি তোমার হাতে অস্ত্র কেন? ওকি তোমার চোখ দুটো যে লাল হ'য়ে উঠেছে। কি হ'য়েছে বল না? বলবে না? দাঁড়াও আমি বড় দাদুকে গিয়ে বলে দিচ্ছি। ছোট দাদু কলম না ধরে অস্ত্র ধরেছে।

বসন্ত রায়। ওরে ভাই! এতদিন কলম আমার বুকে যে পাষাণ ভার চাপিয়ে রেখেছিল—অনেক কষ্টে সে কলম ত্যাগ করেছি। বুকটাও চাপ ছেড়ে বাঁচলো।

উদয়াদিত্য। তবে এস দাদু আমরা দুজনে স্যাঙাৎ পাতিয়ে ফেলি।

গীত।

কলম পিষে মরলো বাঙ্গালী
তাই কাঁদে গো আমার বাংলা রাণী।
বুকের রক্ত শীতল হ'ল কলম পিষে বেশ জানি॥
দিবা রাত্রে কলম পিষে,
মরে আছি কলক বিষে,
তাই বিদেশী হেথায় এসে দেখায় মোদের কালাপানি।
এস আবার অস্ত্র ধরে মাকে মায়ের আসন দানি॥

[প্রস্থান।

বসন্ত রায়। যাকে মাথের আসন দিতে বোধ হয় কোন দিন এ বাঙ্গালী পারবে না ভাই।

ভামিনীদেবীর প্রবেশ।

ভামিনী। পারতো—কিন্তু পারতে দিলে না তুমি।

বসন্ত রায়। আমি ?

ভামিনী। হ্যা, তুমি।

বসন্ত রায়। একি বলছ ছোটরাণী ?

ভামিনী। সত্য কথাই বলছি মহারাজ।

বসন্ত রায়। তুমি হাসালে দেখ ছি. আমি তাহলে দেশদ্রোহী ?

ভামিনী। অন্যের বিশ্বাস না হলেও আমার কিন্তু বিশ্বাস।

বসন্ত রায়। তোমার বিশ্বাস ?

ভামিনী। হ্যা আমার বিশ্বাস. প্রতাপ আগ্রা যাবে কেন ? তুমি তাকে আগ্রা যাবার আদেশ দিলে কেন ?

বসন্ত রায়। প্রতাপকে আমি আগ্রা পাঠাতে চাইনি ছোটরাণী, কিন্তু উপায় নেই। বড় মহারাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কি করে দাঁড়াই ? তুমি জান না ছোটরাণী, প্রতাপ আমার অমূল্য সামগ্রী। সারা বিশ্ব খুঁজলে আমি প্রতাপের মত দ্বিতীয় সামগ্রী পাব না। কোথায় কোন অপরিচিত স্থানে কি ভাবে প্রতাপ আমার জীবন যাপন করবে সেই কথা ভেবে ভেবে আমি যে পাগল হয়ে যাচ্ছি রাণী! কিন্তু উপায় কি ?

ভামিনী। বড় মহারাজ তো আর তোমার অমতে কোন কাজ করেন না। তুমি তাঁকে নিষেধ করলে না কেন ? লোকে এর জন্য কত কি বলছে। বাংলার সম্পদ—প্রতাপ, বাঙ্গালীর আশা ভরসা—প্রতাপ। ওগো রাজা! কেন তুমি তাকে অকালে কালের কবলে তুলে দিচ্ছ ? প্রতাপকে যেতে দিও না। আহা! না জানি সে কত দুঃখ করছে। দেশ ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে, পত্নী-পুত্র ছেড়ে দূরদেশে চলে যেতে হবে। হয়তো

সে আমাদের উপরও সন্দেহ করছে এই অল্প বয়সে আগ্রা পাঠানো কি যুক্তি সঙ্গত ? বাদশাহের শহরে কত প্রলোভন, শেষকালে কি প্রতাপ আমার—(কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল)।

বসন্ত রায়। কিন্তু দাদার জেদ উপায় নেই রাণি! কর্ম্মক্লান্ত জীবনটাকে বিরামের স্নিগ্ধ শয্যায় শুইয়ে রেখে, পরকালের চিন্তায় গা ভাসিয়ে দেবো মনে করেছিলুম, কিন্তু ভগবান তাতেও বাদ সাধলেন, হয়তো প্রতাপকে আর ফিরে পাব না ছোটরাণী ! বসন্ত রায় অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছে। একদিকে সংসারের উপহাস, বিদ্রূপ ; অন্যদিকে স্নেহের ব্যাকুল উন্মাদনা ! আমি কি করি ছোটরাণী ? আবার আমি যেন তাকে স্বার্থের জন্যই আগ্রা পাঠাচ্ছি। আমি কাকে দেখাই, কাকে বোঝাই প্রতাপ আমার কে ? সেইটাই আজ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবার জন্যই বসন্ত রায় নিজের বংশ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। আমি সংসারকে দেখাব—এক প্রতাপ, অন্যদিকে পুত্র পরিবার, আত্মীয় স্বজন, ঐশ্বর্য্য সম্পদ। সংসার দেখুক, বসন্ত রায় পিশাচ নয়—স্বার্থপর নয়।

ভামিনী। বড় মহারাজ কেন তিনি অমন গুণধর পুত্রকে এরূপভাবে দণ্ডিত করছেন ? কেন তিনি রাজ্যের জন্য পুত্রস্নেহ ভুলতে বসেছেন ?

বসন্ত রায়। তা জানি না। এ রাজ্য আমাদের পৈতৃক রাজ্য নয়। আমরা দু'ভায়ে এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি ; শত্রু জয় ক'রে এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিনি রাণি, প্রভুভক্ত কুকুরের পুরস্কার হচ্ছে—এই রাজ্য আমাদের সম্মানের রাজত্ব নয়। আমার কত সাধের সোনার যশোর—কিন্তু তাকে রক্ষা করবার শক্তি আমার নেই। দিবারাত্র কলম পিষেই এসেছি, কিন্তু শত্রু এসে রাজ্য আক্রমণ করলে, বাধা দেবার কোন অস্ত্রই নেই। শোন রাণি ! প্রতাপই আমার যশোরের রক্ষক ; সেই পারবে আমার যশোরকে রক্ষা করতে একদিন তারি জন্যই এই বাংলা, আবার সোনার বাংলা হবে।

ভামিনী। তবে কেন সে সম্পদকে আজ—

বসন্ত রায়। দাদার জেদ। এখন পথ ছাড় রাণি! দেখি গোবিন্দ রাঘব কোথায় গেল। আমি তাদের হত্যা করব, শেষে নিজেও আত্মহত্যা করবো।

ভামিনী। তাতে কি কলঙ্ক দূর হবে মহারাজ! মৃত্যুর পরপারে চলে গেলেও শুনতে পাবে সেই কলঙ্কগাথা। পরলোকও শান্তির হবে না।

বসন্ত রায়। তাহলে আমি কি করবো ছোটরাণী? আমার পুত্রেরা বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। ঈর্ষা, দ্বেষ ভরা যাদের অন্তর স্বার্থের জন্য তারা ভাই হারাতে চায়, তাদের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ রাণী। এই সব কুপুত্র বেঁচে থাকলে হয়তো ভবিষ্যতে আমাদেরই লাঞ্ছনার অবধি থাক্‌বে না।

ভামিনী। তা জানি মহারাজ! গোবিন্দ দিন দিন যে রকম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠ্‌ছে—আর সেই ভবানন্দও তার সঙ্গী জুটেছে। তাকে দেখলে যেন মূর্তিমান ধ্বংস বলে মনে হয়। সে যেন একটা দুরভিসন্ধি নিয়ে পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছে।

বসন্ত রায়। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা কি তা জানি না। হৃদয়ের উৎসাহ বল সব যেন কোথায় চলে গেছে রাণী। এত পরিশ্রম বুঝি পণ্ড হয়। আমার প্রতাপকে পাঠাতে—রাণী। ওঃ! নয়নের অশ্রু যেন আর ধরে রাখতে পারছিনে। আমি যে প্রতাপকে বড় ভালবাসি। উঃ! বুক যে জ্বলে যায় প্রতাপ—আমার প্রতাপ—

ভামিনী। প্রতাপ শুধু তোমার নয়—প্রতাপ আমারও। প্রতাপকে সুখী করতে আমিও পারি রাজা, আমার নিজ পুত্রদের মায়া মমতা চির-জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে। প্রতাপকে আগ্রা যেতে দেওয়া হবে না, মহারাজকে আদেশ প্রত্যাহার করতে বল।

বসন্ত রায়। প্রতাপ তা শুনবে না রাণী।

ভামিনী। শুনবে না?

বসন্ত রায়। মনে হয় তাই। প্রতাপ ভেবেছে আমিই যেন তাকে আগ্রা পাঠাচ্ছি। জীবনে সে কখনো আমার আদেশ অবহেলা করেনি; এ আদেশ সে পালন করবে না, তা বিশ্বাস হয় না রাণী। একটা দারুণ অভিমান তার অন্তরও জুড়ে বসেছে। আমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি।

ভামিনী। তুমিই আবার তাকে নিষেধ কর।

প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। প্রতাপ আগ্রা যাবার জন্য প্রস্তুত পিতৃব্য!

ভামিনী। না প্রতাপ, আমি তোমায় সেখানে যেতে দেব না। বিদেশে গিয়ে তোমার যে কত কষ্ট হবে বাবা। তুমি আগ্রা যাবে শুনে আমি যে আহার নিদ্রা বন্ধ করেছি চাঁদ। বল মাণিক! তুমি আগ্রা যাবে না। বুঝি অভিমান হয়েছে?

প্রতাপ। কার উপর অভিমান করব রাজরাণি? আপনার বল্‌তে আমার যে কেউ নেই। আমার কত আশা, কত উদ্দীপনা, কত উৎসাহ, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তরে বিলীন হয়ে গেল। আমার সম্মুখে ওই শত সহস্র কর্ম্ম আমায় ব্যাকুল সুরে ডাকছে, জীবনের সমস্ত কালটুকু দিয়ে যে কর্ম্ম আমি শেষ করে উঠতে পারতুম না, সেই কর্ম্ম আজ অর্দ্ধপথে পড়ে রইলো। বুঝলুম এ সংসার স্বার্থের দাস—স্বার্থের জন্য মানুষ সব করতে পারে।

বসন্ত রায়। তুমি কি বলছ প্রতাপ?

প্রতাপ। সত্য কথাই বলছি পিতৃব্য! জ্ঞানলাভের জন্য আমায় আগ্রায় যেতে হবে। কিন্তু এই যশোরে থেকেই অনেক জ্ঞানলাভ করলুম, স্নেহে কপটতা, ভালবাসায় স্বার্থ; রাজপুত্র হয়েও আমি নিঃস্ব দীন—পিতৃহীন পথের কাঙাল। তাই আজ চলেছি আমার চিরারাধ্যা মাতৃভূমি ত্যাগ করে কোন অজানায়—পরের গৃহে; ওগো আমার প্রিয়তম বাংলা!

কাঁদো—কাঁদো—তুমি কাঁদো। ইচ্ছা ছিল—আমি তোমায় কাঁদতে দেব না। কিন্তু তুমি যে আমায় চরণে স্থান দিলে না। জন্ম আমার বৃথাই হ'ল মা। রাজপুত্র হয়েও আমি তোমায় সুখিনী করতে পারলুম না।

বসন্ত রায়। আশীর্ব্বাদ করি প্রতাপ, আবার তুমি ফিরে এস এই বাংলায় বাঙ্গালীর জয়ের নিশান হাতে নিয়ে। আজ তুমি বাংলা ছেড়ে চলে গেলেও, আমি জানি এই বাংলা থাকবে তোমার নয়নে, স্বপ্নে, প্রাণে, আহারে, বিহারে। তোমা হতেই হবে দেশের কল্যাণ—দশের কল্যাণ।

প্রতাপ। বোধ হয় আর তা হবে না পিতৃব্য। প্রতাপের নির্ব্বাসন। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি জানতে চাই এ আদেশ কার, আপনার না পিতার?

বসন্ত রায়। কেন?

প্রতাপ। এ আদেশ যদি পিতার আদেশ হয়, তাহ'লে আমি আগ্রা যাবো না—কিন্তু যদি এ আদেশ আপনার হয়, আমি যাবার জন্য প্রস্তুত।

বসন্ত রায়। বুঝলুম না।

প্রতাপ। পিতৃব্য। আমি মা চিনি না, বাপ চিনি না। প্রতাপের যা কিছু আপনি। আপনার স্নেহ ভালবাসা যে ভুলবার নয়! আমায় অপরিমিত স্নেহ ভালবাসা দিয়ে নিজের পুত্রদের অন্তরে ঈর্ষা, দ্বেষ জাগিয়ে তুলেছেন। সমস্ত জগৎ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও, আমার স্থির বিশ্বাস রাজা বসন্ত রায় থাকবে আমার স্বপক্ষে। কিন্তু আমার সে অন্ধ বিশ্বাস আজ অনেক দূরে চ'লে গেছে, যখনই শুনলুম পিতৃব্যের আদেশে আমার আগ্রা যেতে হবে।

ভামিনী। কে বললে প্রতাপ, এ আদেশ তোমার পিতৃব্যেরই? না—না, ভুল বুঝেছ। এ আদেশ—তোমার পিতার।

প্রতাপ। বলুন পিতৃব্য?

ভামিনী। বলুন মহারাজ! সত্যের অপলাপ করবেন না। আপনার একটি মুখের কথায় যে বাংলার মেরুদণ্ড চুরমার হ'য়ে যাবে।

প্রতাপ। বলুন পিতৃব্য ?

বসন্ত রায়। (স্বগত) ভীষণ সমস্যা !

প্রতাপ। নীরব ! স্বার্থপর পিতৃব্য ! ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে নিজের পুত্রদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে চাইছেন। চমৎকার ! চমৎকার দুরভিসন্ধি ! অথচ লোকচক্ষে নির্দ্দোষ হ'য়ে রইলেন। বাঃ—বাঃ স্নেহে এত বিষ ? উঃ ! সংসার তুমি কি ভীষণ ! বিশ্বাস করি কাকে ? স্বার্থপর পিতৃব্য !

বসন্ত রায়। ওঃ ! ওঃ বজ্রপাত ! বজ্রপাত ! সৃষ্টি কি এখনো স্থির আছে ? কই— কই প্রলয় আবর্ত্তে ডুবে যাচ্ছে না কেন ? কই সাগর এখনো উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে ছুটে আসছে না কেন ? প্রতাপ ! প্রতাপ ! তুমি জান না আমি তোমায় কত ভালবাসি। তুমি যে আমার সারা হৃদয় জুড়ে বসে আছ। আমি স্বার্থপর ! না—না, ভ্রান্ত তো নয় ! এই দেখ, ওই স্বার্থময়ী কলঙ্কবাণী শোনবার পূর্ব্বেই নিজের বংশ ধ্বংস করতে মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি এই 'গঙ্গাজল' অস্ত্র নিয়ে ছুটে এসেছি। আমি তোমার জন্য সবই করতে পারি প্রতাপ ! তুমি যে আমার—

ভামিনী। তবে কেন প্রতাপকে বিদায় দিচ্ছ মহারাজ ? বল এ আদেশ বড় মহারাজের।

প্রতাপ। বলুন পিতৃব্য এ আদেশ কার ?

বসন্ত রায়। (স্বগতঃ) একদিকে ভক্তিশ্রদ্ধা—অন্যদিকে স্নেহ ভালবাসা জয়ের আসন আমি কাকে ছেড়ে দিই ! আমার কণ্ঠস্বর যে বন্ধ হয়ে আসছে। কি করি—

প্রতাপ। যাক, আর বলতে হবে না। আমি চললুম। শঙ্করকে কৌশলে তাড়িয়েছেন, আমাকেও তাড়ালেন। এখন নিশ্চিন্তে রাজ্যসুখ উপভোগ করুন। তবে মনে রাখবেন পিতৃব্য ! প্রতাপকে কৌশলে

বিতাড়িত করলেও প্রতাপ আবার ফিরে আসবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মত রাবণ বিনাশী শক্তি নিয়ে, এই দলিত বাংলার বুকে।

[প্রস্থান।

বসন্ত রায়। প্রতাপ! প্রতাপ!

ভামিনী। নেই—নেই! ওগো নেই!

গীতকণ্ঠে উদয়াদিত্যের প্রবেশ।

উদয়াদিত্য। **গীত।**

(ওগো) কোথায় গেল বাবা আমার
মা যে আমার কাঁদছে গো।
কোন পথে সে চলে গেল
দেখিয়ে আমায় দাও না গো॥
ছুটে গিয়ে পায়ে ধরে,
আনব আবার ঘরে তারে,
নইলে মা যে অনাহারে,
কেঁদে কেঁদে মরবে গো।

ভামিনী। চল—চল ভাই! তোর বাবাকে ফিরিয়ে আনিগে চল্। মহারাজ! করলে কি? করলে কি? একটী বারও কি এই কচি মুখ খানা মনে পড়লো না? সত্যই এ যদি তোমার স্বার্থের অভিনয় হয়, তাহ'লে স্থির জেনো, তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হতে আর বিলম্ব নেই। আরও মনে রেখো তোমার স্বার্থের খড়্গে স্নেহের বলিদান হ'লেও আমার মাতৃ-দুর্গদ্বার চির উন্মুক্ত থাকবে—আর তোমার কুকর্ম্মের প্রতিকূলে সব সময় মূর্ত্তিময়ী হয়ে দাঁড়াবে তোমারি অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী—এই ভামিনী দেবী—বাংলার নারী।

[উদয়াদিত্যসহ প্রস্থান।

বসন্ত রায়। হাঃ—হাঃ—হাঃ! বসন্ত রায়! শোন—শোন, ভাল করে শোন। পৃথিবী তুমি চৌচির হও! আমি তোমার বুকে লুকিয়ে

পড়ি। আমি যে কলঙ্কের ভার বইতে পারবো না—পারবো না। প্রতাপ—প্রতাপ—আমার প্রতাপ। ওঃ! ওরে কে আছিস্? ফেরা—ফেরা—আমার প্রতাকে ফেরা—প্রতাপকে আমার ফেরা।

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

গীতকণ্ঠে পুরুষ ও স্ত্রীর প্রবেশ।

গীত।

পুরুষ। যা যা যা মাগী তুই, শুনবো না তোর কোন কথা।
এবার আমি চাকরি নিয়ে নেবো সবার হাতে মাথা॥

স্ত্রী। হায় হায় হায় হায়রে একি রোগে ধর্‌লো তোরে
কি হবেরে চাকরী ক'রে পরের মাথায় ধ'রে ছাতা॥

পুরুষ। হবো আমি চাক্‌রে বাবু, হবে আমার খাতির মান,

স্ত্রী। চাকরী গেলে হবিরে তুই কিস্কিন্ধ্যার হনুমান,

পুরুষ। বটে?

স্ত্রী। নিশ্চয়।

পুরুষ। মাস মাইনে উপরি পাওনা, হবে লো তোর গয়না,

স্ত্রী। গয়না আমি চাই না, গয়না আমি পরবো না,
শাঁখা শাড়ী বজায় থাকুক, তাতেই আমার ঘুচবে ব্যথা॥

পুরুষ। চাক্‌রে বাবুর দেখ্‌না খাতির, দেখ্‌লে চক্ষু হবে স্থির,

স্ত্রী। কুকুরগুলো ঝড়-বাদলে হয় না ঘরের বাহির,
চাকরী করে যারা, রয় কি ঘরে তারা,
প্রাণের দায়ে হয়রে যেতে, জড়িয়ে গায়ে ছেঁড়া কাঁথা॥

পুরুষ। তবে আমি কর্‌ব কি?

স্ত্রী। কর্‌বার আবার ভাবনা কি?
লাঙ্গল কাঁধে চল্‌রে মাঠে ধন দৌলত পাবি সেথা॥

উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

সনাতনের বাটী

অন্ধ কমলের হাত ধরিয়া সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটি বছর কেটে গেল। তবুও সে আর ফিরে এল না। কত কাঁদছি, কত ডাকছি, তবু তার দেখা নেই। প্রতিমা! প্রতিমা! তুমি মরে গেছ না বেঁচে আছ? যদি তুমি বেঁচে থাক, তবে একটিবার আমার কাছে এস। তোমার কমলকে তুমি একবার কোলে তুলে নাও। ওর কান্না যে আমি সইতে পারছিনে। তুমি কি সব ভুলে গেলে? অন্ধ হ'লেও কমল যে তোমায় কত আদরের সামগ্রী। তুমি যে তাকে একদণ্ড কোল হ'তে নামাতে না। সব ভুলে গেলে আজ? নবাবের অনুচর কর্ত্তৃক তুমি ধর্ম্মচ্যুতা হ'লেও তোমার হৃদয়ভরা মাতৃস্নেহ কি সেই সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল? আমি দুর্ব্বল তোমার সতীধর্ম্ম রক্ষা করতে পারলুম না। তা ব'লে তোমার কি একটুও মায়া মমতা নেই? আমি যে আর একে থামিয়ে রাখ্‌তে পারছিনে! দিনরাত মা মা ক'রে কত কাঁদছে। বল প্রতিমা! আমি আর কত সইতে পারি?

কমল। হ্যাঁ বাবা! মা আমার কবে বাড়ী আসবে? এত ডাক্‌ছি তবু মা কেন আস্‌ছে না? মা যে আমায় কত ভালবাসতো। কোলে তুলে নিয়ে আদর ক'রে কত চুমু খেতো। তবে কি মা আমার ফিরে আস্‌বে না বাবা? আমি যে চোখে কিছুই দেখতে পাইনে। নইলে মাকে আমার কবে খুঁজে নিয়ে আসতুম। বলো না বাবা, মা আমার কবে আসবে?

সনাতন। কবে আসবে? এর উত্তর কি দিই? ওরে মাতৃহারা সন্তান! সে আর আস্‌বে না।

কমল। আস্‌বে না? মা আমার আসবে না? কি হবে বাবা?

সনাতন। কি আর হবে! ওরে আঁধার ঢাকা সন্তান। মায়ের মূর্ত্তিতো চোখে দেখিস নি কিন্তু তার স্নেহের আস্বাদনটুকুও বুঝতে পেলিনে। জন্মটা তোর বৃথাই গেল। প্রতিমা!

কমল। বাবা! ন্যায়রত্ন মশাই তর্কদা এরা সব আমাদের উপর এত লেগেছে কেন? আমাদের পুরুত বন্ধ—ধোপা বন্ধ—নাপিত বন্ধ—দোকান বন্ধ! আমাদের এত জব্দ করছে কেন? তাহ'লে এ গ্রামে আমরা বাস করবো কি ক'রে? আমরা তাদের কি ক'রেছি বাবা?

সনাতন। কিছুই করিনি কমল! আমার জাত গেছে, ধর্ম্ম গেছে, সমাজ থেকে আমায় ঠেলে ফেলে দিয়েছে। প্রতিমা! প্রতিমা! আজ তোমারই জন্য আমার লাঞ্ছনা। কিন্তু আমার অপরাধ কি? সমাজ কেন আমার উপর এমনভাবে কশাঘাত করছে। স্ত্রী আমার ধর্ম্মভ্রষ্টা হলেও আমি তো আমার গৃহে স্থান দিইনি। চ'লে গেল, কোথায় চ'লে গেল? আর এলো না তবুও আমি অপরাধী। যখনই আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়, এই অন্ধ ছেলেটার কান্নার সুরে, তখনই তোমায় আকুল কণ্ঠে ডেকে উঠি। কিন্তু পরক্ষণেই সমাজ এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়ায়—আমি তোমায় ভুলে যাই।

কমল। মায়ের জন্যে বুঝি তারা এমন ধারা করছে? হ্যাঁ বাবা! মা কি করেছে?

সনাতন। চুপ কর্ বাবা! উঃ চোখের জল যে আর ধরে রাখতে পারছিনে। এক একবার মনে হয় সেই অতীত দিনের মিলন-বাসরের মধুময়ী স্মৃতি। কত অনুরাগ,—কত প্রেম, কত ভালবাসা দুজনের হৃদয় জড়িয়ে ধরেছিল। তখন মনে হয়েছিল এ দিন চিরদিনই থাকবে। হায় আশা—হায় কল্পনা! একি দুরন্ত ব্যবধান! একি তীব্র অন্তর্দাহ! একি অফুরন্ত অশ্রুপাত! প্রতিমা! আবার তুমি সেই আবেশময়ী সলাজ মূর্ত্তিতে কনক আভায় আমার এই পর্ণকুটীরে ফিরে এস। আমি সমাজের

শাসনদণ্ড ভুলে গিয়ে পুলকাশ্রুর জলধারায় আমার ভগ্নজীর্ণ বুকে তোমায় সোহাগ আদরে তুলে নিই। তুমি কি আসবে? দেখতে দেখতে সুদীর্ঘ একটি বৎসর কেটে গেল। ওকি কে একজন সন্ন্যাসিনী না এই দিকে আসছে? ওকি! ওর চোখ দিয়ে টস টস্ করে জল ঝরছে কেন?

ভৈরবীর প্রবেশ।

ভৈরবী। কমল! কমল! বাবা আমার! (কমলকে বুকে তুলিয়া)

কমল। এ্যা! মা! মা! তুই এসেছিস?

ভৈরবী। এসেছি বাবা!

সনাতন। প্রতিমা! প্রতিমা! তুমি এসেছ? না—না তুমি নও, বল—বল তুমি কে?

ভৈরবী। ওগো! আমিই সেই প্রতিমা। তোমার চরণ সেবিকা দাসী।

কমল। মা—মা! এতদিন কি ক'রে আমায় ভুলে ছিলি? আমি যে তোর জন্যে কত কাঁদি, বাবাও কাঁদে। তোর জন্যে যে আমরা একঘরে হ'য়েছি।

সনাতন। প্রতিমা।

ভৈরবী। স্বামী!

সনাতন। একি মূর্ত্তি তোমার! সন্ন্যাসিনী তুমি?

ভৈরবী। সন্ন্যাসিনী! শুধু সন্ন্যাসিনী নই—মাটীর মায়ের পূজারিণী।

সনাতন। মাটীর মা—সে আবার কে?

গীতকণ্ঠে ব্রতচারীর প্রবেশ।

ব্রতচারী। **গীত**।

এই সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা
　　স্নিগ্ধ শীতলা বাংলা রে।
যাহার বক্ষ সঞ্চিত সুধায়
　　মানুষ তুমি হ'লেরে সেই বাংলা রে॥

(যাহার) দোয়েল শ্যামার আকুল তানে,
কতই আশা জাগায় প্রাণে,
(যাহার) মৃদুল মলয় হাওয়ার,
দিবস রাতি দোলায় রে সেই বাংলা রে ॥
[প্রস্থান ।

সনাতন। প্রতিমা ! প্রতিমা ! সত্যই যদি তুমি ত্যাগের পথে এসে মাটীর সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে থাক, তাহলে এই অ-মাটীর সেবার জন্য এখানে এসেছ কেন ? তুমি চলে যাও, সত্যই যদি চিনে থাক এই বাংলা তোমার মা, বুঝে থাক যদি তুমি তার সত্যের পূজারিণী, তাহ'লে আর আমি তোমায় ডাকবো না, তোমার জন্য কাঁদবো না, তোমার স্মৃতি ভুলে যাবো। সমাজ নির্দ্দেশিত তোমার ওই কলঙ্কময় জীবন ধন্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। বাংলার শান্তি শৃঙ্খলার মেরুদণ্ড শত সহস্র সমাজ একদিন ব্যাকুল কণ্ঠে তোমায় মা মা ব'লে ডেকে উঠবে। তোমাকে পূজার আসনে বসিয়ে পূজা ক'রবে। তুমি চলে যাও।

ভৈরবী। যাবো, যেতেই হবে, কিন্তু ওগো স্বামি ! আমার এই নয়ন-সন্তানের মায়া যে আমার পূজার মন্ত্র ভুলিয়ে দিচ্ছে। আমি কেমন ক'রে ভুলবো ? ভোলা কি যায় ? কেউ কি ভুলতে পারে ? অন্ধ, পঙ্গু, ভাষাহীন, ব্যাধিগ্রস্থ সন্তান হলেও মায়ের স্নেহ কি সেখান হ'তে ফিরে আসে ? কমল ! ওরে বাবা আমার, একটিবার মা ব'লে ডাক।

কমল। মা ! মা !

ভৈরবী। তুমি আমায় স্থান দেবে না ?

সনাতন। তাহ'লে তোমার এই কপটীমূর্ত্তি ? এই জন্যই সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা—মানুষ ক্রমশই ভুলে যাচ্ছে। আজ একটি পুত্রের ব্যথা দূর করতে স্নেহের সাগর বুকে নিয়ে ছুটে এসেছ, কিন্তু আজ তুমি শত সহস্র পুত্রের ব্যথা দূর করতে, যে ত্যাগের পথে এসে দাঁড়িয়েছ, একটির জন্য শত সহস্রের জীবন নাশ করবে ?

ভৈরবী। সবই সত্য কিন্তু আর পারলুম না! ওগো আমি কাউকে চাই না। না—না, তাহ'লে যে আমার প্রতিহিংসা যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। যাদের জন্য আমি সর্ব্বস্বহারা, মাণিকহারা, আমি তাদের নিশ্চিহ্ন করবো। বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে ছুটে যাবো। বাংলার প্রতি সন্তানকে জাগিয়ে তুলবো। হবো আমি মহিষমর্দ্দিনী দনুজদলনী। রক্ত চাই! রক্ত চাই! হাঃ—হাঃ—হাঃ! এ্যা একি! প্রতিহিংসা যে কোথায় চ'লে যায়। উষ্ণ শোণিত শীতল হ'য়ে আস্‌ছে কেন? সবই যেন ধীরে ধীরে কোথায় মিশে যাচ্ছে। নেই—নেই—কিছুই নেই, আছে শুধু এই কচি মুখখানা।

সনাতন। প্রতিমা! মাটীর সেবিকা দাসী।

ভৈরবী। চাই না—চাই না—আমি কিছুই চাই না—ওরে—ওরে, আমার মাণিকধন। চল্ চল্ তোকেই আমি বুকে ক'রে জগতের ঘন অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ি, আমি কিছুই চাই না।

(কমলকে বক্ষে করিয়া প্রস্থানোদ্যতা)

সহসা মঙ্গলাচার্য্যের প্রবেশ।

মঙ্গলাচার্য্য। ভৈরবী! এ আবার কি অভিনয়?

ভৈরবী। মায়ের তৃপ্তি!

মঙ্গলাচার্য্য। এতখানি ত্যাগের পথে এসে একি তোর স্নেহের উন্মাদনা? যে কর্ম্মের ভার নিয়েছিস, সে কর্ম্ম আগে শেষ কর মা! কর্ম্ম যে তোকে আকুল কণ্ঠে আহ্বান কর্‌ছে। চলে আয়—

ভৈরবী। আমি যে পারছিনে, সন্ন্যাসি!

মঙ্গলাচার্য্য। সে কি মা! একবার সেই অতীতের স্মৃতি মনে ক'রে দেখ; তুই কে? তোর পরিণাম কি? কে তোর এই শান্তির জীবনকে হত্যার যূপকাষ্ঠে বলিদান দিয়েছে? কার জন্য আজ তোকে দুঃসহ জীবন ভার বহন করতে হ'চ্ছে? পুত্রকে রেখে দিয়ে চলে আয়, দিন যে চ'লে যায়।

ভৈরবী। সত্যই দিন চ'লে যাচ্ছে। ওগো স্বামী! ধর—ধর একে। ওই কর্ম্মের আহ্বান! প্রতিহিংসার দামামাধ্বনি মাটীর মায়ের অশ্রুধারা! ধর—ধর! একি?

কমল। (ভৈরবীকে জড়াইয়া ধরিল) মা! মা!

ভৈরবী। একি! একি! বুকখানা যে জড়িয়ে ধর্‌ছে! ওরে ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। একি তবুও ছাড়ছে না। কি করি? কোন দিকে যাই—কোন্ পথে যাই? সন্ন্যাসি! সন্ন্যাসি! পথ দেখিয়ে দাও, পথ কই? চতুর্দ্দিকে ধূ-ধূ জলরাশি। জল—জল, সারা বিশ্ব জলময়! উঃ একি যন্ত্রণা!

মঙ্গলাচার্য্য। আয়—আয় মা ভদ্রা! পুত্রকে তোমার কোলে নাও।

সনাতন। কে তুমি সন্ন্যাসী?

মঙ্গলাচার্য্য। সন্ন্যাসী—দস্যু—বাংলার ছেলে বাঙ্গালী। (বংশীধ্বনি)

সুন্দরলাল ও দস্যুগণ উপস্থিত হইল।

সুন্দরলাল। কি আদেশ গুরুজী?

মঙ্গলাচার্য্য। স্থির হও। দেখ্‌ছ ভদ্র! আমি কে?

সনাতন। সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি কেন?

মঙ্গলাচার্য্য। মাটীর সেবার জন্য। আয় মা—

(সনাতন জোরপূর্ব্বক ভৈরবীর ক্রোড় হইতে কমলকে কাড়িয়া লইল—
কমল 'মা মা' শব্দে কাঁদিয়া উঠিল)

[ভৈরবী কাঁদিতে কাঁদিতে মঙ্গলাচার্য্য, সুন্দরলাল ও দস্যুগণসহ প্রস্থান করিল।

কমল। মা—মা!

সনাতন। নেই—নেই!

ন্যায়রত্ন, তর্কচঞ্চু ও বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ।

ন্যায়রত্ন। নেই? ব্যাটা বদমাস্! তোমায় সায়েস্তা কর্‌তে গাঁয়ে কেউ নেই? অরাজক হবে ব'লে মনে করেছ? পাজি হারামজাদ্!

তর্কচঞ্চু। হুঁ বাবা!

বিদ্যাবাগীশ। হুঙ্কার ছাড়ো দাদা—হুঙ্কার ছাড়ো! সিংহের মত হুঙ্কার ছাড়ো। চালাকী পেয়েছ? আমাদের মত সব লোক গাঁয়ে থাকতে এত বড় একটা বিতিকিচ্ছিং হবে? ধর্ম্ম কর্ম্ম সব উল্‌টে যাবে? কলি—কলি—ঘোর কলি!

তর্কচঞ্চু। নিশ্চয়ং!

ন্যায়রত্ন। ওহে সনাতন তুমি কি আমাদের কথা শুন্‌বে না?

বিদ্যাবাগীশ। না শুনলে কি রক্ষা আছে?

তর্কচঞ্চু। প্রহারং! প্রহারং ধূলিপরিমাণং।

ন্যায়রত্ন। কি বল্‌ছ হে? ভোজনের ব্যাপারটা হচ্ছে কবে?

বিদ্যাবাগীশ। অহো! অহো!

তর্কচঞ্চু। কিছু খরচ ক'রে ফেল হে, কিছু খরচ ক'রে ফেল। কত দিন আর এক ঘ'রে হয়ে থাক্‌বে বাবু?

ন্যায়রত্ন। ছেলেটাও আবার জারজ। কি বল ভায়া?

বিদ্যাবাগীশ। ঘোর কলি!

তর্কচঞ্চু। অমাবস্যার চরম!

বিদ্যাবাগীশ। অমাবস্যার চরম! সে আবার কি হে খুড়ো?

তর্কচঞ্চু। অর্থাৎ ছেলেটা হচ্ছে অন্ধ। হুঁ বাবা, তাই সেদিন আমার সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করেছিলে? নিত্যানন্দ তর্কচঞ্চু একেবারে খাঁটি অভিধান। হুঁ বাবা!

বিদ্যাবাগীশ। থাম হে খুড়ো—থাম। বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌লে সে দিনের মত চঞ্চু উৎপাটন পর্ব্ব আরম্ভ কর্‌বো।

ন্যায়রত্ন। আরে! তোমরা দুজন কেবল গজকচ্ছপের মত যুদ্ধ পাকাতে চাও? ওহে সনাতন! ব্রাহ্মণ ভোজন করাও—ব্রাহ্মণ ভোজন করাও। হাতে কুশ দিই ব্যস। তোমায় আর একঘ'রে হয়ে থাকতে

হবে না। কালিদাস ন্যায়রত্ন বিধান দিয়ে দেবে, কোন্ শালা তাতে কথা কয়?

তর্কচঞ্চু। হুঁ বাবা!

বিদ্যাবাগীশ। কত আর খরচ হবে?

তর্কচঞ্চু। না হয় ফলারের ব্যবস্থা কর।

ন্যায়রত্ন। এখনি সতীলক্ষ্মী এসে পড়বে—সব ভেস্তে যাবে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নাও। ওহে সনাতন! হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে? কথা কইছো না?

সনাতন। কি কথা কইবো? আপনাদের কথার উত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। আমার স্ত্রীকে যখন নবাবের অনুচরেরা জোর ক'রে ধরে নিয়ে যায়—তখন আমি বাড়ী ছিলুম না। আপনারা তখন গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। কই, আমার স্ত্রীকে তখন রক্ষা করতে পারেন নি কেন? তার পর আমিও আমার স্ত্রীকে ঘরে ঠাঁই দিইনি। তবুও আমায় সমাজদণ্ড ভোগ করতে হবে। আর ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে জাতে উঠতে হবে? আমার জাত গেছে?

ন্যায়রত্ন। নিশ্চয় গেছে। জারজ ছেলেটাকে নিয়ে ঘর করছো। হয় ছেলেটাকে তাড়াও—না হয় ব্রাহ্মণ ভোজন করাও।

বিদ্যাবাগীশ। খাঁটী কথা।

তর্কচঞ্চু। একদম ভেজাল নেই।

সনাতন। এই অন্ধ ছেলেটা? এ জারজ?

সকলে। জারজ—জারজ!

সনাতন। উঃ ভগবান! না—না—আমি কিছুতেই একে পরিত্যাগ করতে পারবো না। হোক্ এ জারজ, হোক্ এ পাপের পূর্ণমূর্ত্তি। কোথায় একে ফেলবো? কার হাতে তুলে দেবো? অন্ধের ভার কে নেবে? আমি একঘ'রে হয়েই থাকবো।

ন্যায়রত্ন। বটে—বটে স্পর্দ্ধা দেখ।

সনাতন। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এ আমার স্পর্দ্ধার কথা। আপনারা কি মানুষ? আপনারা পণ্ডিত সমাজের মেরুদণ্ড, আপনাদের প্রবৃত্তি এত হীন—এত নীচ? মানুষের জাত যায়, আর পয়সা খরচ করলেই জাত ফিরে আসে। চমৎকার জাতের আসা যাওয়া। যান—যান—চলে যান, আমি যে বৃশ্চিকের দারুণ দংশন জ্বালা সহ্য করছি।

ন্যায়রত্ন। কি আমাদের অপমান? মারো—মারো ব্যাটার ছেলেকে—মার্‌তে মার্‌তে গাঁ ছাড়া ক'রে দাও।

সনাতন। তবুও আমি পয়সা খরচ ক'রে জাতে উঠ্‌বো না—সমাজ নেতার দল।

ন্যায়রত্ন। তবে রে পাজি নচ্ছার (সকলে সনাতনকে প্রহার)

সনাতন। একি! একি নৃশংসতা?

ন্যায়রত্ন। জরাসন্ধ বধ কর—জরাসন্ধ বধ কর ব্যাটাকে।

কমল। ওগো তোমরা বাবাকে মেরে ফেলো না।

ন্যায়রত্ন। দূর হ'রে ব্যাটা জারজ! (পদাঘাত)

কমল। উঃ! বাবা গো! (পতন)

ন্যায়রত্ন। মারো—মারো!

দ্রুত সোনামণির প্রবেশ।

সোনামণি। মারো—মারো দেখি, এইবার! তাহলে তোমাকেও আজ শেষ করবো মিন্সে!

বিদ্যাবাগীশ। খণ্ডপ্রলয় আরম্ভ হয়েছে। অন্তর্দ্ধানং অবশ্যং কর্ত্তব্যং।

[পলায়ন।

তর্কচঞ্চু। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব সূচনা—তিরোভবং তিরোভবং কুরু!

[পলায়ন।

সোনামণি। ছিঃ—ছিঃ—তোমার এই কাজ? তুমি না এ দেশের

একজন বড় পণ্ডিত? তোমার কত সম্মান—কত মান! একি ছোট-লোকের কাজ তোমার! অযথা একজনের উপর অত্যাচার করছ, এর অপরাধ কি? এতো আর স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করছে না! তবুও এর উপর পীড়ন! এই কি তোমাদের শাস্ত্রের বিধান! পয়সা খরচ করলেই সব পাপ খণ্ডে যাবে? ওসব বুজরুকি ছেড়ে দাও। যদি সোনাঠাকরুণের রান্না ভাত খেতে চাও, তাহলে চুপটী ক'রে বাড়ী চলে এস।

ন্যায়রত্ন। বড় বৌ! তুমি বড় বেড়ে উঠেছ।

সোনামণি। এখনো কিছুই বাড়িনি। এই তো বাড়াবার সুরু হয়েছে। ভেবে দেখো তো তোমার পাপে আজ আমি সোনার চাঁদকে হারিয়েছি। এত পাপ সইবে কেন? ওরে কমল! আয়তো বাবা আমার বকে। (কমলকে বুকে তুলিয়া) সনাতন ওঠ ভাই? কেঁদো না।

(সনাতনকে হাত ধরিয়া তুলিল)

ন্যায়রত্ন। বড় বৌ করছো কি? সনাতন যে একঘ'রে, আর এ ছেলেটা জারজ ছেলে।

সোনামণি। তা হোক্। এই একঘ'রেই আজ হ'তে হবে আমার ভাই। আর এই জারজ ছেলেটা হবে—আমার ছেলে। আমি হবো—এর মা।

ন্যায়রত্ন। আচ্ছা—আচ্ছা, দেখে নেবো—দেখে নেবো।

[প্রস্থান।

সোনামণি। নিও।

সনাতন। ছড়িয়ে দাও তোমার পায়ের ধূলো—এই বাংলার বুকে। তুমি অশিক্ষিতা সভ্যতাহীন নারী হলেও তোমার এই অপূর্ব্ব শিক্ষার প্রতিভায় বাংলার সুসভ্য নারী জাতি যেন গৌরবময়ী হয়ে ওঠে, তোমারই মত দুকুলভরা সুবিমল মাতৃস্নেহ নিয়ে, হয় যেন তারা আদর্শ সন্তানের জননী—বাংলার নারী।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

খোড়ে নদীতীর

নেপথ্যে মাঝিগণ গাহিতেছিল।

মাঝিগণ। **গীত**।

ঐ হেঁড়েকোণে মেঘ উঠেছে, ঝড় উঠেছে চাচা।
জোর ক'রে ভাই ধ'রে চল্ বাঁচা পরাণ বাঁচা ॥

দস্যুগণ ও সুন্দরলালের প্রবেশ।

সুন্দরলাল। ওই দেখ, ওই দেখ ভাই সব! রাজা বসন্তরায়ের বজরা আসছে। বসন্ত রায়ের ভাইপো প্রতাপাদিত্য আগ্রা চলেছেন। সাবধান, গুরুজীর আদেশ, কেউ যেন বজরা লুট করতে যেও না, তাহ'লে গুরুজী আমাদের বাঁচাবে না।

দস্যুগণ। যো হুকুম।

সুন্দরলাল। আরও শোন! জলদস্যু রডা যাতে ওই বজরা লুট করতে না পারে সে দিকেও বেশ সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

দস্যুগণ। যো হুকুম।

সুন্দরলাল। এস আমরা এখন ঐ বজরার অনুসরণ করিগে।

(সকলের প্রস্থানোদ্যত।

নেপথ্যে পিস্তলধ্বনি।

সুন্দরলাল। ওই—ওই বুঝি রডা।

সকলের দ্রুত প্রস্থান।

মঙ্গলাচার্য্য ও ভৈরবীর প্রবেশ।

ভৈরবী। সত্যই বাবা, যশোর-রাজপুত্র আগ্রা যাচ্ছেন?

মঙ্গলাচার্য্য। হ্যাঁ মা! জলপথে বড় বিপদ! জলদস্যু রডার আকস্মিক আক্রমণ বড় ভীষণ। সেই জন্যই সুন্দর প্রভৃতি অনুচরগণকে প্রতাপের বজরা রক্ষা করতে আদেশ দিয়েছি। প্রতাপের অমূল্য জীবন আমাদের

রক্ষা করতেই হবে মা! নতুবা আমাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ হবে মা! এইবার আমাদের বহুকর্ম্মের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। কর্ম্ম ক'রে যা বেটি! যে কর্ম্মের পরিণতিতে হবি তুই—এই বাংলার দেবী। স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে যখন দেশের কল্যাণে শুদ্ধা ব্রতচারিণীর ব্রত গ্রহণ করেছিস, তখন সে ব্রত উদযাপন না ক'রে বৃথা মোহের বন্ধনে কেন বাঁধা থাকতে চাস? আমারও জীবনের ইতিহাসগুলো একবার স্মরণ ক'রে দেখ্ দেখি আমারও তো সব ছিল। ঘর আলো করা ছেলে মেয়ে ছিল, সতীসাধ্বী পত্নী ছিল, গোলাভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল, অভাব আমার কিছুই ছিল না।

ভৈরবী। সে সব ত্যাগ ক'রে, এ সাজে সেজেছ কেন বাবা?

মঙ্গলাচার্য্য। সে অনেক কথা বল্‌তে গেলে যুগেরও শেষ হ'য়ে যাবে। নবাব শের খাঁ আমায় এমন সাজে সাজিয়েছে মা! চোখের সামনে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার—সতীর ধর্ম্মনাশ, আমি সহ্য করতে পারলুম না। দাঁড়ালুম আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে। একে একে আমার সব গেল। সে দিন হ'তে প্রতিজ্ঞা করলুম—চাই প্রতিশোধ —চাই বিনাশ। আর আমার ক্ষুদ্র শক্তিকে আরও শক্তিময়ী ক'রে গড়ে তুল্‌তে আমার মত কতকগুলি নির্য্যাতীতদের সঙ্গী করলুম। যাক্, সেই অতীত ইতিহাসের কথা স্মরণ ক'রে বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য পথ হতে পিছ্‌লে পড়ি কেন? এখন চাই শুধু—মাতৃপূজা।

ভৈরবী। এ ভাবে মাতৃপূজা আর কতদিন করবে মাতৃভক্ত? কবে তুমি মায়ের প্রসাদ লাভ করবে?

মঙ্গলাচার্য্য। আর বেশী দিন নেই মা! মায়ের আসন ট'লে উঠেছে। শুনতে পেয়েছি মায়ের অভয়বাণী, তিনি সাকারে আমায় দেখা দিয়েছেন, আর ভয় নেই। এইবার পূর্ণ হবে আমার প্রতিহিংসা যজ্ঞ। মা শুধু একা আসেননি, এসেছে তাঁর মহাশক্তিধর কার্ত্তিকেয় পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে

শ্মশানভূমি বাংলার মাটীতে—নির্য্যাতীত বাঙ্গালীকে নবজীবন দান করতে।

ভৈরবী। কই বাবা, তোমার সেই মা আর কোথায় তাঁর বীরপুত্র কার্ত্তিকেয় ?

মঙ্গলাচার্য্য। তুই-ই আমার সেই মহাশক্তিময়ী মা, আর যশোর-রাজকুমার প্রতাপাদিত্যই হ'চ্ছে মায়ের বীরপুত্র—কার্ত্তিকেয়।

ভৈরবী। বাবা!

মঙ্গলাচার্য্য। অবাক হ'সনে বেটি! তুই আমার সেই দনুজদলনী জননী মা। তোর ঐ মহাশক্তির প্রেরণায় জেগে উঠুক বাংলার ঘুমন্ত ছেলেরা! তোর ঐ প্রাণোস্পদকারিণী ওজস্বিনী বাণী বাংলার বুকে পুলক শিহরণ জাগিয়ে তুলুক। আর কেন মা! এইবার দৈত্যদর্প বিনাশ করতে রণরঙ্গিণীর মূর্ত্তিতে নেচে ওঠ্। আর যেন আমাদের সহ্য করতে না হয়, সুতীব্র কশাঘাত—অবজ্ঞার পদাঘাত—সহস্র অত্যাচার।

সহসা শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। সহ্য করতে হবে সন্ন্যাসি! এখনো বাংলার সেদিন আসেনি। এখনো বাঙ্গালী ভাই চেনেনি, এখনো তাদের ঘুম ভাঙ্গেনি, এখনো তারা মানুষ হয়নি, এখনো বাংলার বুকে ঐক্যের সুর ঝঙ্কায় তোলেনি। এখনো রক্তের সম্বন্ধ গরম হ'য়ে ওঠেনি, এখনো তারা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারেনি—এই বাংলা কি তাদের ? বাংলা তাদের কে ? আসন তার কোথায় ?

ভৈরবী। শঙ্কর! শঙ্কর! তুমি এখানে ? প্রতাপ কই ?

মঙ্গলাচার্য্য। কে এই ব্রাহ্মণ কুমার ?

ভৈরবী। তোমারি মত একজন নির্য্যাতীত। এরি কথা তোমায় সেদিন ব'লেছিলাম বাবা!

মঙ্গলাচার্য্য। ওঃ! মনে পড়েছে।

ভৈরবী। শঙ্কর! তুমি এত বিষণ্ণ কেন? শুষ্ক মুখ, মলিন বদন, বল পুত্র! কি হয়েছে তোমার?

শঙ্কর। আমি প্রতাপের কাছ হ'তে চ'লে এসেছি মা। মর্ম্মে আমার বড় আঘাত লেগেছে। আমি প্রতাপকে না জানিয়ে চ'লে এসেছি।

ভৈরবী। সে কি?

শঙ্কর। দেখলুম আমারই জন্য রাজপুরীতে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠ্‌ছে। নবাব-ভক্ত যশোররাজ নবাবের ভয়ে প্রতাপের কাছ হ'তে আমায় বিতাড়িত করবার ষড়যন্ত্র কর্‌ছিলেন। আমারই জন্য প্রতাপও পিতৃদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ছিল। তাই আমি নিজেই চ'লে এলুম। আমার জন্য একটা শান্তির সংসার ছারখার হ'য়ে যায়! কিন্তু মা আমি ভুল্‌বো না সেই প্রতাপের সরলতা—ভালবাসা—অকৃত্রিম আলিঙ্গন। জানি না আমার অদর্শনে সে কত ব্যথা পেয়েছে। পথে আস্‌তে আসতে শুনলুম রাজকুমার আগ্রা যাচ্ছেন, তাই তার সঙ্গে একটিবার দেখা করবো ব'লে এই পথে উপস্থিত হয়েছি।

ভৈরবী। অভিমান ত্যাগ কর পুত্র! শীঘ্র গিয়ে প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হও। তুমি তার আশার উৎসাহ হও—কর্ম্মের সহায় হও—পূজার তন্ত্রধারক হও।

মঙ্গলাচার্য্য। বহু কর্ম্ম তোমার সম্মুখে যুবক! বাধা বিঘ্ন পদদলিত ক'রে উত্তাল বন্যার মত ছুটে চল, নিরুৎসাহ হয়ো না; যে কর্ম্ম সম্পাদনে আজ তুমি পিতৃহীন—বান্ধবহীন, সে কর্ম্মকে হতাশের অন্ধকারে ফেলে দিও না।

শঙ্কর। জানি দেব, আমার বহু কর্ম্ম। কোলাহল মুখরিত জনপদ আজ নিবিড় অরণ্য, দুর্ব্বলের হাহাকার, সতীর লাঞ্ছনা। কিন্তু হায়! কর্ম্মের শাণিত অস্ত্রে বুঝি তার প্রতিরোধ কর্‌তে পারলুম না।

মঙ্গলাচার্য্য। প্রতিরোধ কর্‌তেই হবে বন্ধু! ভয় নেই আমিও

প্রতাপকে শক্তি সাহায্য করবো। যমের কিঙ্কর আমার অসংখ্য অনুচর—অর্থের অভাব নেই—রসদেরও অকুলান হবে না। যাও, প্রতাপের নবঅভিযানের প্রথম সহায় হও। তার মাতৃপূজার তন্ত্রধারক হ'যে মায়ের জয় নির্ম্মাল্য গ্রহণ কর। বল—জয় বাংলার জয়—জয় বাংলার জয়

শঙ্কর। জয় বাংলার জয়।

প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। কে? কে তুমি ভাই, এই বাংলার কোন সন্তান? প্রহরীর এই দুর্জ্জয় সন্ধিক্ষণে শত্রু পদদলিতা বাংলার জয় দিচ্ছো? দাও—দাও—আরও জয় দাও তোমার ওই জয়ধ্বনিতে শত্রুর হৃদয়টা আতঙ্কে থর থর ক'রে কেঁপে উঠুক।

শঙ্কর। জয় বাংলার জয়—জয় বাঙ্গালী প্রতাপের জয়।

প্রতাপ। শঙ্কর। শঙ্কর। ভাই। (আলিঙ্গন)

শঙ্কর। প্রতাপ। ভাই। বন্ধু।

প্রতাপ। একি। মা? সন্ন্যাসী? বাঃ—বাঃ অষ্টবজ্র সম্মিলন! আগ্রা যাওয়ার কান্নার পথে একি আনন্দ দৃশ্য। শঙ্কর। শঙ্কর। কেন তুমি রাজপুরী হ'তে আমার অজ্ঞাতে চ'লে এলে? আমি যে তোমায় কত খুঁজেছি ভাই। তোমার জন্য কত কেঁদেছি। ক্ষমা কর ভাই পিতার নৃশংস আচরণকে। তুমি যশোরে ফিরে যাও, আমি আগ্রা হ'তে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। জানি না, মা যশোরেশ্বরীর কি ইচ্ছা।

মঙ্গলাচায্য। তাঁর আশীর্ব্বাদ তোমায় জয়যুক্ত করবে প্রতাপ।

প্রতাপ। গুরু। গুরু। তোমারই অমিয় মধুর উপদেশ বাণী—তোমারই মহাপ্রেরণা, আজ আমায় মাতৃপূজার পূজারী সাজিয়েছে। কিন্তু তারই ফলে আজ আমি নির্ব্বাসনের পথে।

মঙ্গলাচার্য্য। ভয় নেই মাতৃভক্ত দেশপ্রেমিক দেশের সম্পদ। আমি

দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি তুমি বিশ্ব জয় ক'রে ফিরে আসবে—এই মায়ের কোলে—পূর্ণ হবে তোমার মাতৃপূজা। বল—বাংলার জয়—বাংলার জয়!

প্রতাপ। ওই সঙ্গে বল সন্ন্যাসী—বাঙ্গালীর জয়—বাঙ্গালীর জয়। উচ্ছ্বসিত বন্যার মত ছুটে যাক্—তার প্রতিধ্বনি, বজ্রের মত আঘাত করুক—শত্রুর বুকে।

গীতকণ্ঠে ব্রতচারীর প্রবেশ।

ব্রতচারী। **গীত।**

বুঝুক তারা নয় বাঙ্গালী মেষ।
বুঝুক তারা প্রাণে প্রাণে—
এই বাংলা বীরের দেশ॥
ছাই চাপা কি আগুন থাকে,
তাই তোমরা ফাঁকে ফাঁকে
পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে
করবে তাদের জীবন শেষ॥
(এই বাঙ্গালী) মরতে জানে, মারতে জানে,
নেচে ওঠে রক্ত পানে,
মারা তাদের নয়কো সহজ,
দাও না যতই দুঃখ ক্লেশ॥

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে পিস্তলধ্বনি।)

দ্রুত মামুদ ও রহিম তৎপশ্চাৎ অনুচরগণ সহ ফজলু খাঁর প্রবেশ।

মামুদ। দাদাঠাকুর আমাদের রক্ষা করুন।

ফজলু। বেঁধে ফেল—বেঁধে ফেল বেইমানদের। আচ্ছা ক'রে চাবুক লাগা। এই যে শঙ্কর ঠাকুর! এতদিন কোথায় ছিলে ঠাকুর? আরে একি! এ যে এক খাপসুরৎ আউরাৎ! তোফা—তোফা! বাঁধ—বাঁধ—জানানাটাকেও বেঁধে ফেল।

সকলে। সাবধান শয়তান!

ফজলু। বটে! এই সব কটাকে বেঁধে নিয়ে চল্।

প্রতাপ। একি অত্যাচার! একি স্বেচ্ছাচারী রাজকর্ম্মচারী! চেয়ে দেখ মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি যশোর-রাজপুত্র প্রতাপাদিত্য তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। পুনশ্চ যদি আমাদের এই মায়ের নারী-সম্ভ্রমে আঘাত কর্‌তে উদ্যত হও, তা হলে তুমি রাজকর্ম্মচারী হ'লেও—প্রতাপাদিত্য তোমার পাপ-রসনাটা এই মুহূর্ত্তে উৎপাটন ক'রে ফেলবে।

রহিম। হালার-পুতি আমাগোর পাছু লাইগ্যা আছে। আমারে ত' ফকির ক'রে বানাইলো! চাচারেতো পথে বসাইলো। আইজ্ঞা করেন দাদাঠাকুর! হালার-পুতির গরমটা ঠাণ্ডা কইর্‌যা দিই!

মামুদ। দাদাঠাকুর! তোমার জন্যে যে আমরাও মলুম।

শঙ্কর। নায়েব! আর কতদিন তুমি এই ভাবে তোমার ভায়েদের কাঁদাবে? তালপাতার ছাউনী বাঁধা ঘর—তোমার এই চাকরী! এরই মোহেতে প'ড়ে তোমার বেহেস্তের পথে কাঁটা ছড়িয়ে দিচ্ছো? জানো নায়েব! বহু—বহু সয়েছি তোমার উপদ্রব। আর সইবো না, নিঃশব্দে এখান হ'তে চ'লে না গেলে, ওই খোড়ের জলে তোমার সমাধিস্থান নির্দ্দেশ ক'রে দেবো। এরা মুসলমান, আমাদের শত্রুর জাতি হ'লেও এরা আমাদের আশ্রিত, আমরা জীবন দিয়ে এদের রক্ষা করবো।

ফজলু। বিদ্রোহীর দল! বিদ্রোহীর দল! দাঁড়াও তোমাদের শিগ্‌গীর সায়েস্তা ক'রে দিচ্ছি। ভেতো-বাঙ্গালীর আবার সাহস দেখ?

প্রতাপ। ভেতো-বাঙ্গালীর যে কতখানি সাহস—শীঘ্রই তোমার নবাব দেখ্‌তে পাবে বন্ধু!

মঙ্গলাচার্য্য। তবে এখনই দেখ নায়েব! (বংশীধ্বনি)

[সুন্দরলাল সহ দস্যুগণ আসিয়া ফজলুখাঁকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল]

ফজলু। মেরে ফেল—মেরে ফেল বিদ্রোহীদের। দেখি ভেতো-বাঙ্গালীকে কে রক্ষা করে?

ঈশাখাঁর প্রবেশ।

ঈশাখাঁ। বাঙ্গালীকে রক্ষা ক'রবে – বাংলার ছেলে ঈশাখাঁ।

ফজলু। সেলাম! আপনি না মুসলমান?

ঈশাখাঁ। মুসলমান—সত্যই নায়েব আমি মুসলমান! খোদা আমার আরাধ্য দেবতা। তবু আমি বাংলার ছেলে—বাঙ্গালীদের আমি বড় ভালবাসি। তুমি জানো না নায়েব! এই বাংলার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? আমি মক্কা চিনি না—মদিনা চিনি না—মুসলমানের আদিবাসও চোখে দেখিনি। জন্মেছি এই শ্যামলী বাংলার বুকে, মানুষ হ'য়েছি তার বুকের সুধা পান ক'রে। বাংলা যে আমার বড় ভালবাসার মাটী নায়েব! ওর ওই স্বচ্ছ নীলাকাশ—সবুজ স্নেহাঞ্চল বড় সুন্দর নায়েব—বড় সুন্দর! বাসন্তী নিশার জ্যোৎস্না তরঙ্গে পাপিয়ার আকুল করা তান—তুমি কি কোন দিন শোননি ভাই? আরও কি শুনতে পাও না, এই তটিনীর মৃদু কুলুকল্লোল ধ্বনি? বড় সুন্দর এই বাংলা দেশ। আমি মুসলমান বিধর্ম্মী হলেও এই বাংলার মাটিকে আমি সহস্রবার সেলাম করি। ঈশার্খা যে বাংলার ছেলে!

মঙ্গলাচার্য্য। ঈশাখাঁ হিজলীর নবাব! হিন্দু সন্ন্যাসীর সহস্র নতি গ্রহণ কর।

ভৈরবী। বাংলার ছেলে ঈশাখাঁ! বাংলানারীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

প্রতাপ। বাঙ্গালীর বুকের বল হিজলীর নবাব ঈশাখাঁ! আজ হ'তে আমারই বুকে তোমার স্থান। (আলিঙ্গন)

ফজলু। জাতিদ্রোহী নবাব!

ঈশাখাঁ। সাবধান! মনে রেখো নায়েব! হিজলীর নবাব ঈশাখাঁ তোমার মত সহস্র নফরকে একটী ইঙ্গিতে শাসন করতে পারে। চ'লে যাও —এ আমার জাতিদ্রোহিতা নয়, এ হচ্ছে জাতিকে গরীয়ান্ ক'রে গ'ড়ে

তোলার পদ্ধতি। কোরান-শরিফ পাঠ কর না—নমাজও পড় না—কেবল পদোন্নতির জন্তই পাগল। নায়েব হবে নবাব? এই নাও আমার উষ্ণীষ—এই নাও পাঞ্জা, তবে এর বিনিময়ে খোদার কাছ হ'তে আমায় শুধু চেয়ে দাও—বুকভরা ভালবাসাটুকু। আমি যেন সেই ভালবাসা দিয়ে বিশ্বকে ভালবাসতে পারি। নায়েব! এরাও মানুষ, তুমিও মানুষ; উচ্চ নীচের বিজ্ঞাপন কারও গায়ে লেখা নেই—ভেদাভেদের চিহ্নও নেই। তবে কেন সেই মানুষকে ঘৃণায় চক্ষে দেখ্‌ছ নায়েব? এস নায়েব! মানুষকে মানুষ ব'লে বুকে টেনে নিই। দেখবে ওই বুকের ভেতর শান্তির কত হিল্লোল ব'য়ে যাবে।

ফজলু। হিন্দুরাও তো মুসলমানকে ঘৃণার চক্ষে দেখে নবাব।

ঈশাখাঁ। মুসলমানও কড়ায় গণ্ডায় তার উস্থল ক'রে নেয় নায়েব। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের পূজারী যারা, প্রকৃত মুসলমান ধর্ম্মের সাধক যারা, তাঁরা কখনো কোনদিন কোনকালে পরস্পরের জাতি ধর্ম্মকে ঘৃণা করে না। যারা মূর্খ—যারা অজ্ঞ—তারাই শুধু বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি ক'রে নিজের জাতিকে—নিজের ধর্ম্মকে বড় ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে চায়। কিন্তু খোদার বাণী তা নয়, খোদা চান—জগতকে সাম্যের চোখে দেখ্‌তে। ভালবাসতে শেখো নায়েব। ভালবাসতে না শিখলে তুমি কখনো মানুষ হ'তে পারবে না। নির্য্যাতনে শাসন শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হয় না নায়েব বরং ঐক্যেরই সৃষ্টি হয়।

ফজলু। আচ্ছা!　　　　[অনুচরগণসহ প্রস্থান।

প্রতাপ। বাংলায় এমন হিন্দু-মুসলমান দু'চারজন থাক্‌লে বাংলার কি এ দুর্দ্দশা হয়? হিজলীর নবাব ঈশাখাঁ! সত্যই তুমি বাংলার ছেলে বাঙ্গালী!

ঈশাখাঁ। আর কিছুদিন পরে সকলেই বুঝবে, এ বাংলা হিন্দুরও নয় মুসলমানের নয়—বাঙ্গালীর। আমি এখন চললুম। গিয়েছিলাম রাজ-

মহলে, ফেরার পথে আজ আমার পরম বন্ধুলাভ। খোদার কাছে প্রার্থনা কর বন্ধু! সগর্ব্বে আগ্রা হ'তে ফিরে এসে, বাংলার যোগ্য সন্তান হ'য়ে চির স্বাধীনতা সুখের অধিকারী হও। (প্রস্থানোদ্যত)

মঙ্গলাচার্য্য। যাবার সময় ব'লে যাও নবাব—বাংলা বাঙ্গালীর।

ঈশাখাঁ। বাংলা বাঙ্গালীর। [প্রস্থান।

প্রতাপ। এই বাংলার পুণ্য মাটীতে দাঁড়িয়ে এস ভাই হিন্দু-মুসলমান। আমরা উচ্চকণ্ঠে বলি—আমরা হিন্দু মুসলমান, একই মায়ের দু'টী সন্তান: এক সঙ্গে প্রতিপালিত—এক স্নেহরসে সিঞ্চিত—একই ধারায় গঠিত। এস আমরা পরস্পর বিদ্বেষভাব ভুলে গিয়ে, এক সুরে—এক মন্ত্রে—এক প্রাণে মাতৃসেবার জন্য সদর্পে জেগে উঠি। মাতৃসেবায় অস্পৃশ্যতা নেই—ভেদাভেদ নেই—ধনী দরিদ্র নেই। আমরা শুধু বাংলার ছেলে—বাংলার সাধক—বাংলার পূজারী—বাঙ্গালী।

সকলে। জয় বাংলার ছেলে—বাঙ্গালীর জয়।

[সকলের প্রস্থান।

[ঐক্যতান বাদন]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গ্রাম্যপথ

কৃষকগণ ও কৃষকপত্নীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

কৃষকগণ। আমরা চাষ ক'রে খাই চাষীর ছেলে,
চোখ রাঙানী ধারি কার?
আমাদের চাকরী করা নয়কো পেশা,
লাঙ্গল ধরা কাজটি সবার॥

কৃঃ পত্নীগণ। আমরা হাঁড়ি ধরি, ঝাঁটা ধরি মনের সুখে রান্না করি,
গোবর গোলায় সকাল বেলায় ঘরটি করি পরিষ্কার॥

জনৈক চাকুরে বাবুর প্রবেশ।

চাকুরে বাবু। এই হটাও—হটাও। সরে যাও।

গীত।

আমি চাকরী করি নবাব বাড়ী,
মাসিক বেতন টাকা কুড়ি,
অসভ্য যে হোস্‌রে তোরা,
বুঝ্‌বি কিসে কদর আমার॥

কৃষকগণ। ও ভাই! বলে কিরে ক্যাব্‌লা ছোঁড়া,
দু'দিন চাকরী ক'রে,

কৃঃ পত্নীগণ। ওর মা তো পেটের দায়ে
ধান ভেঙ্গে খায় পরের দোরে,

চাঃ বাবু। চোপরাও, লাগ্‌বে আমার মানে যা,

কৃষকগণ। তুই রে কুকুর দূর দূর দূর, যা যা যা চলে যা,

কৃঃ পত্নীগণ। মর্ মর্ মর্ পদ্মলোচন,

দেখিয়ে দেবো ঝাঁটার বাহার॥

চাঃ বাবু। ওরে বাগ্‌রে পালাই তবে,

নমস্কার—নমস্কার। [পলায়ন।

সকলে। ধর্ ধর্ ধর্ পালায় কুকুর,

করবো ওরে নদীপার॥

[সকলের প্রস্থান।

সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। সনাতন আজ মুসলমান—বিধর্ম্মী—হিন্দুর শত্রু! বাঃ—বাঃ—সম্পূর্ণ রূপান্তর। পারলুম না আর সমাজের সুতীব্র কশাঘাত সহ্য কর্‌তে—পার্‌লুম না তার কঠোর নিয়মতন্ত্রে পদদলিত হ'তে। ভেঙ্গে গেল ধৈর্য্যের বাঁধ, তারপর সনাতন হ'লো মুসলমান। হাঃ—হাঃ—হাঃ! সমাজ—সমাজ! নিষ্ঠুর হিন্দুর সমাজ! তুমি আমায় বিনাদোষে দোষী সাব্যস্ত ক'রে কি কঠোর শাস্তি দিয়েছ? কিন্তু আজ আমি তোমার সেই অবিচারের টুঁটিটা কামড়ে ধরবো। তুমি ধনীর কাছে যাও না, শক্তিমানের কাছে নির্ব্বাক। প্রভুত্ব শুধু তোমার দুর্ব্বলের কাছে। আজ আমি তোমায় অল্পে ছাড়বো না। আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছ—আমার না—না, গায়ের রক্ত যে গরম হ'য়ে উঠছে! আমি মুসলমান! হাঃ—হাঃ—হাঃ। স্মৃতি—স্মৃতি! আবার কেন তুমি আমায় দংশন করছ? সরে যাও—আমার কেউ নেই—আমি কারো নই। আমি কাউকে চাই না। পত্নী—পুত্র আত্মীয় স্বজন—বিষয় সম্পত্তি আমি কিছুই চাই না। সব ভুলে গেছি। কিন্তু সেই দেবী প্রতিমার স্মৃতি তো ভুলতে পারছিনে। অম্লান বদনে একজন সমাজচ্যুত দীন দরিদ্রের জন্য দুর্ভাগ্যের সাগরে ঝাঁপ দিলে। ওগো দেবি! ওগো জননি! তোমার চরণতল হ'তে বহুদূরে চ'লে এলেও আমি তোমার চরণ উদ্দেশ্যে সহস্রবার প্রণাম করছি। বিধর্ম্মী হ'লেও তুমি তাকে আশীর্ব্বাদ দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না।

গীতকণ্ঠে কমলের প্রবেশ।

কমল। 　　　　গীত।

আমার অন্ধকারের ভাঙ্গা ঘরে
নিতুই ঝরে বাদল ধারা।
চলে গেল ফাঁকি দিয়ে
ছিল আমার আপন যারা॥
কতই কাঁদি কতই ডাকি—
উদাস প্রাণে বসে থাকি,
নাইক তবু আশার বাণী
নাইক তাদের কোনই সাড়া॥

সনাতন। এঁ্যা, এ্কি—এ্কি? আমার কমল যে?

কমল। আজ কদিন হ'লো বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু তার কোন সন্ধান পাচ্ছি না, কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, কেউ তার সন্ধান দিতে পারছে না। আমি অন্ধ, কিছুই দেখ্‌তে পাইনে, নইলে কবে বাবাকে খুঁজে বের করতুম। ভগবান! তুমি কি চিরদিনই এমনি ভাবে আমায় অন্ধ ক'রে রেখে দেবে? মা ছিল আমার, সেও কোথায় চ'লো গেল! ওগো! এ্খানে কি কেউ আছ? আমার বাবার খবর ব'লে দিতে পার?

সনাতন। সর্ব্বাঙ্গ যে আমার কাঁপছে! বিশ্বনাশিনী প্রতিহিংসা যে—আমার স্নেহের সাগর ডুবে যায়। উঃ! আমি কি করেছি! প্রাণ আজ যে ব্যাকুল হ'য়ে—ওই অন্ধ ছেলেটাকে জড়িয়ে ধ'রতে চাইছে। তাই তো কি করি?

কমল। ওগো! এ্খানে কেউ কি আছ?

সনাতন। না আর নয়, এ্ইবার পালাই—আর কিছুক্ষণ এ্খানে থাকলে, হয়তো আমি পাগল হ'য়ে যাবো—পালাই।

(প্রস্থানোদ্যত)

সোণামণির প্রবেশ।

সোণামণি। কোথায় পালাবে নিষ্ঠুর?

সনাতন। তুমি এসেছ বৌদি!

কমল। বামুন মা—বামুন মা। বাবার গলা শুনতে পেলুম, বাবা কি আমার এখানে এসেছে?

সোনামণি। উত্তর দাও—উত্তর দাও ভাই! কমল—কমল! এই যে তোর বাবা। (কমলকে সনাতনের হাতে দিল)

কমল। বাবা! বাবা? তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? বাবা! বাবা!

সোনামণি। পাষাণ—সেও এখনি গ'লে যেতো। সনাতন! তোমার চোখে এক ফোঁটাও জল নেই!

সনাতন। সনাতন আজ মুসলমান! হাঃ—হাঃ—হাঃ! যাও—যাও চলে যাও বৌদি! আমার ছায়া স্পর্শ করো না।

সোনামণি। তুমি মুসলমান?

সনাতন। হ্যাঁ, বৌদি! আমি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছি।

সোনামণি। এই জন্যই বুঝি কাউকে কিছু না ব'লে চ'লে গেলে? সনাতন! তোমার মনে এই ছিল? এখন কমলের কি উপায় করবে বল? এর যে এ সংসারে আর কেউই নাই। কেন তুমি আমার বুকে পাষাণ ভার চাপিয়ে দিলে ভাই? আমি এখন কি করবো?

কমল। বাবা! বাবা! তুমি আমায় কোলে নাও। অনেক দিন যে তুমি আমায় কোলে নাও নি।

সোনামণি। কি বলছ বল?

সনাতন। কি আর বলবো বৌদি! আমার বলবার কিছুই নেই, যখন অফুরন্ত মাতৃস্নেহ টেনে নিয়ে সমাজ তাড়িত—ঘৃণিত, এই অন্ধের মা হ'য়েছ, তখন এর সকল ভারই তোমার। আর তা যদি না পার একে বিদায় ক'রে দাও।

সোনামণি। নির্ম্মম নিষ্ঠুর! তা এখন ব'লবে বৈ কি? এখন আর বিদায় ক'রে দেবার দিন নেই। তুমি জানো না সনাতন! জগতে নারী

জাতির অন্তর কি সুকোমল স্নেহান্ধরে ভগবান তৈরী ক'রেছেন। আমরা যে মায়ের জাতি—আমরা তো পাষাণী নই? তুমি ফিরে চল।

সনাতন। ফেরবার আর উপায় নেই—আমি মুসলমান!

সোনামণি। মুসলমান হ'লেও আমি তোমায় ভাই ব'লে পূর্ব্বের মতই বুকে টেনে নেবো।

সনাতন। হিন্দুকে হিন্দুরা সমাজে স্থান দেয়নি, মুসলমানকে স্থান দেবে? না—না, স্নেহের বেষ্টনী দিয়ে আর আমায় বেঁধো না। তুমি কি জানো না বৌদি! কি নির্ম্মতার অভিনয় হ'য়ে গেছে আমার এ দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবনের উপর দিয়ে? আমি তা জীবনে ভুলতে পারবো না—তাই সেই নির্ম্মমতার রক্তপান করতে সনাতন আজ মুসলমান। তবে তোমার ঋণ আমি জীবনেও পরিশোধ ক'রতে পারবো না। যেখানেই সেখানেই থাকি না কেন, আমি তোমায় মা বলেই ডাকবো।

সোনামণি। আমিও তোমায় আশীর্ব্বাদ দিতে ভুলে যাবো না ভাই! সমাজ তোমায় স্থান না দিলেও, আমি স্থান দেবো তোমায় আমার এই বুকে। সহস্র বিপর্য্যয় এসে তোমায় ঘিরে দাঁড়ালেও মায়ের আশীর্ব্বাদ তোমায় জয়যুক্ত ক'রে তুলবে। স্বামী আমার সমাজ নেতা হ'লেও, ন্যায় ধর্ম্মের পূজার জন্য আমি স্বামী বিদ্রোহিনী হতেও পশ্চাদপদ হবো না। সনাতন!

সনাতন। না—না, আমি তোমার কোন কথাই শুনবো না দেবি! আমি মুসলমান বিধর্ম্মী—হিন্দুর শত্রু। নিষ্ঠুর অবিচারক হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দেবো, হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলো ভেঙ্গেচুরে ইচ্ছামতীর জলে ফেলে দেবো। হিন্দুর দেবমন্দির মুসলমানের মসজিদ গড়ে তুলবো। হিন্দু! হিন্দু! হিন্দুর সমাজ! ওঃ—ওঃ! হিন্দুর দেবদেবীকে কাতর কণ্ঠে কত ডেকেছি, তাদের মন্দিরের তলায় দিনরাত কত মাথা ঠুকেছি তবুও এক বিন্দু করুণা পাইনি! অসংখ্য বজ্র এসে আমার মাথায়

পড়লো—অসংখ্য তীক্ষ্ণধার অস্ত্র এসে আমায় ক্ষত বিক্ষত ক'রে দিলে—আমি আর কত সহ্য করতে পারি ?

সোনামণি। কমলকে তবে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও। ওর কান্না আমায় যে পাগলিনী করে দেয়।

সনাতন। না—না, কাউকে চাই না—কাউকে চাই না। বিস্মৃতির সাগরে ডুবে যাক্—সব ডুবে যাক্। সনাতন আজ মুসলমান।

কমল। বাবা! বাবা আমায় ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে? না আমি তোমায় যেতে দেবো না। (জড়াইয়া ধরিল)

সোনামণি। এখনো তুমি স্থির হ'য়ে আছ সনাতন! উঃ! তোমার অন্তর কি পাষাণে গড়া? চল—চল—বাড়ী চল ভাই!

সনাতন। না, আর বাড়ী যাবো না। তবে যাবো একদিন যেদিন দেখতে পাবে বৌদি—এই সনাতনের কি ভীষণ মূর্ত্তি! দেখবে তার সর্ব্বাঙ্গ হ'তে প্রতিহিংসার অগ্নিউদ্গীরণ—দেখবে তার অস্ত্রের কি তাণ্ডব নৃত্য। প্রতিশোধের বেত্রাঘাতে হিন্দু-সমাজের নেতাদের পিঠের চামড়া তুলে নেব—তাদের পক্ষপাতের টুঁটিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবো। আমার জ্ঞান গেছে—আমি একঘ'রে। হাঃ—হাঃ—হাঃ! অর্থব্যয় ক'ল্লে সেই জাত ফিরে আসে! বাঃ! চমৎকার! জাতের আসা যাওয়া। (প্রস্থানোদ্যত)

কমল। বাবা! বাবা!

সনাতন। ছাড়—ছাড়—ছেড়ে দে! পিতা তোর মুসলমান! মুসলমান! হাঃ—হাঃ—হাঃ! ধর বৌদি, বিধর্ম্মী পুত্রের এই হীন পুষ্পাঞ্জলি। [কমলকে সোনামণির পদতলে ফেলিয়া দিয়া দ্রুত প্রস্থান।

কমল। বাবা গো! তুমি আমায় ছেড়ে চ'লে গেলে?

সোনামণি। চ'লে গেল—চ'লে গেল! একটি অনুরোধ রাখলে না। সনাতন! নির্ম্মম! পিশাচ! তুমি আমায় একি কান্নার সাগরে ফেলে

দিয়ে গেলে ? ওরে পাষাণ ! এটা যে তোরই ছেলে, তারও মায়া ভুলে গেলি ? আয়—আয় রে মাণিক ! আমার কোলে আয়। (কমলকে কোলে তুলিল) দুর্ভাগ্যের রুদ্র মূর্ত্তি ভুলে গিয়ে তোকে যখন এই বুকে স্থান দিয়েছি, তখন মাতৃনামে কলঙ্ক ঢেলে দিতে এ বুক হ'তে তোকে আর নামাবো না ! [কমল সহ প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

চিন্তান্বিত বসন্ত রায়।

বসন্ত রায়। প্রতাপ ! প্রতাপ ! আমার প্রতাপ ! নেই—নেই—নেই চ'লে গেছে। কত দিন হ'ল চ'লে গেছে ! জানি না সে আমার কবে ফিরে আস্‌বে ! আমার বহু পরিশ্রমের প্রতিষ্ঠিত এই যশোর নগর—ওই যে—ওই যে শ্রীহীনা মূর্ত্তিতে প্রতাপের জন্য ব্যাকুল স্বরে কেঁদে উঠ্‌ছে ! রাজপ্রাসাদ আজ যেন শ্মশান হ'য়েছে। শূন্য—শূন্য—সব শূন্য ! প্রকৃতির বুক জুড়ে শুধু হাহাকার ! প্রতাপ—প্রতাপ ! ওরে আমার স্নেহের প্রতিচ্ছবি ! তুমি কি সত্যই আমার উপর অভিমান ক'রে চ'লে গেলে। না—না আমি তোমায় দণ্ড দিইনি ! ওই যে—ওই যে চতুর্দ্দিকে বসন্ত রায়ের দুর্নামের দামামাধ্বনি ! ওই যে—ওই যে কে যেন গভীর রজনীর নিস্তব্ধত. ভঙ্গ ক'রে বলে উঠ্‌ছে—বসন্ত রায় স্বার্থপর ! স্বার্থপর ! নিজের স্বার্থের জন্যই প্রতাপকে আগ্রা পাঠিয়েছে ! ওঃ ! ওঃ ! একখানা অস্ত্র ! একখানা অস্ত্র ! আমি সংসারটাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলি ! কে বলে—কোন সাহসে বলে—বসন্ত রায় স্বার্থপর ! নিজের পুত্রদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করতে প্রতাপের নির্ব্বাসন ! এস—এস, আমার সামনে এসে বল—দেখি তোমার বলবার শক্তি কতখানি ? প্রতাপ ! প্রতাপ !

আমার প্রতাপ! ওরে কে আছিস্? বল্—বল্ শীঘ্র এসে বল্—প্রতাপ—আমার ফিরে এসেছে? আমি তোকে আমার সমস্ত ধন দৌলত দু'হাতে বিলিয়ে দেবো। কই? কেউ তো নেই, নীরব—সব নীরব, সৃষ্টি যেন নীরবতায় গা ঢেলে দিয়ে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে! ওই বাতায়ন পথ দিয়ে বিদ্যুৎ যেন আমায় উপহাস ক'রে উঠছে। ইছামতী আজ শান্ত কেন? চতুর্দ্দিকে কান্নার সুর! ওকি কে কাঁদে? কে কাঁদে তুমি মা যশোরের রাজলক্ষ্মী। প্রতাপের জন্য তুমিও কাঁদছো? ওকি কে রাণি—রাণি?

ভামিনী দেবীর প্রবেশ

ভামিনী। কই রাজা! আমার প্রতাপ কই? এনে দাও—এনে দাও নিষ্ঠুর! শীঘ্র আমার প্রতাপকে এনে দাও, আমি জগৎকে দেখাই—প্রতাপ আমার কে?

বসন্ত রায়। তুমি কাঁদছ?

ভামিনী। কান্নার বাঁধ তুলিই তো ভেঙ্গে দিলে রাজা। তোমারই নিষ্ঠুর আচরণে কান্নার সাগর ছুটে চ'লেছে। ওগো, আর যে সহ্য ক'রতে পারছিনে! পাঁচ জনের বিদ্রূপ বাণী শেলের মত যে এসে বুকে বিঁধছে।

বসন্ত রায়। ভালই হ'য়েছে রাণি! তোমার পুত্রেরা তো সুখী হবে? তাদের ভবিষ্যতের অন্তরায় আপনিই দূর হ'য়েছে।

ভামিনী। তুমিও বুঝি আমায় উপহাস কর্ছো? আমার পুত্রেরা চিরদিন দুঃখের বোঝা মাথায় ধ'রে থাকুক, আমি তাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পাই না। আমি শুধু চাই আমার প্রতাপচাঁদকে। আমি পারি রাজা, প্রতাপকে আমার সুখী করতে অম্লান বদনে নিজের পুত্রদের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে। কেন তুমি তাকে আগ্রা পাঠালে? কেন ব'ললে না তাকে, সে আদেশ তোমার নয়, তা না হ'লে পুত্র আমার অভিমানে

কাঁদতে কাঁদতে চ'লে যেত না? যাও—যাও, শীঘ্র গিয়ে আগ্রা হ'তে প্রতাপকে ফিরিয়ে আনো।

বসন্ত রায়। দাদার আদেশ না পেলে কেমন ক'রে যাব রাণি!

ভামিনী। বাঃ—বাঃ! একি পিতৃস্নেহ? পিতার অন্তর এত কুলীশ কঠোর? ওগো ভ্রাতৃভক্ত! তুমি কি জানো না, তোমার ওই ভ্রাতৃভক্তির বিনিময়ে আজ তুমি কি পেয়েছ? বিষ—বিষ—তীব্র বিষ। প্রাণ ঢালা ভালবাসায় কলঙ্কের ছাপ পড়েছে! যখনই কলঙ্কের বাণী শুনতে পাই তখনই মনে হয় নদীর জলে ঝাঁপ দিই।

বসন্ত রায়। তাই চল রাণি! প্রকৃতির এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে আমরা দু'জনে ইছামতীর গর্ভে জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে এই নিদারুণ কলঙ্কের হাত হ'তে মুক্তিলাভ করি।

ভবানন্দের প্রবেশ।

বসন্ত রায়। ভবানন্দ যে! গভীর রাত্রে কি প্রয়োজন?

ভবানন্দ। আজ্ঞে, একটা খবর শুনলুম সেটা সত্যি কি না তাই জানতে এলুম। আর কিছুই নয়!

বসন্ত রায়। কি জানতে চাও?

ভবানন্দ। এই! এই গোবিন্দ রাজকুমারের নাকি আগামীকল্য অভিষেক হবে?

বসন্ত রায়। (উত্তেজিত ভাবে) ভবানন্দ!

ভবানন্দ। আজ্ঞে–আজ্ঞে। শোনা কথা সত্য মিথ্যা জানি না।

ভামিনী। দূর হও, চাটুকার! নইলে তুমি সমুচিত দণ্ড পাবে ভবানন্দ!

ভবানন্দ। আজ্ঞে! যাচ্ছি! যাচ্ছি! আমি কিছুই জানি নে। দোহাই মা কালি! উঃ! বুকটা যে জ্বলে যায়।

[প্রস্থান।

বসন্ত রায়। বসন্ত রায়ের অপবাদের জয় ডঙ্কা বেজে উঠেছে।

সকলেই সিদ্ধান্ত করেছে যে বসন্ত রায় তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এইবার যশোরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রবে। হাঃ—হাঃ—হাঃ! সুন্দর সিদ্ধান্ত! চমৎকার মীমাংসা!

ভামিনী। তুমি ভবানন্দকে শীঘ্র জবাব দাও। ও আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রবে। ওরই কূট পরামর্শে বড় মহারাজ সবই ভুলেছেন।

বসন্ত রায়। না—না, ওর কোন দোষ নেই রাণি। সবই আমাদের অদৃষ্টের দোষ! মনে হয় এই দণ্ডে আত্মহত্যা ক'রে কলঙ্কের হাত এড়াই কিন্তু পরক্ষণেই সহস্র আশা এসে আমার সঙ্কল্পচ্যুত করে দেয়। কে যেন তখন ব'লে ওঠে—বসন্ত রায়। ধৈর্য্য হারিও না, প্রতাপ তোমার শীঘ্রই ফিরে আসবে, তোমার যশোর রাজ্য গৌরবময় হবে। মরা হয় না, অস্ত্র হাত হ'তে খসে পড়ে।

ভামিনী। আমার প্রতাপচাঁদ কি আবার ফিরে আসবে রাজা?

বসন্ত রায়। আস্‌বে আস্‌বে রাণি! প্রতাপ আমাদের আবার ফিরে আসবে। তারই আগমন প্রতীক্ষায় বাংলার সহস্র নরনারী যে ব্যাকুল হ'য়ে র'য়েছে, তাকে আসতেই হবে নইলে যে, আমার যশোর নগর প্রতিষ্ঠা বৃথাই হবে রাণি!

গীতকণ্ঠে উদয়াদিত্যের প্রবেশ।

উদয়াদিত্য। গীত।

ওগো কবে সে আসিবে ফিরিয়া।
নয়নের জলে ভাসিছে জননী
অনশনে আছে পথ চাহিয়া॥
বাবা বলে ডাকি নাহি পাই সাড়া,
ঝরিছে নয়নে বাদল ধারা,
দিন চলে যায়, রজনী পোহায়
তবু সে আসে না ছুটিয়া।
ভেঙ্গে গেছে কণ্ঠ নাহি ওঠে স্বর
ডাকিয়া—ডাকিয়া—ডাকিয়া॥

বসন্ত রায়। ওঃ রাণি! বুকে বুঝি বাজ পড়লো—বাজ পড়লো! আমি পালাই—আমি পালাই! বসন্ত রায় রাক্ষস—রাক্ষস—রাক্ষস।

[প্রস্থান।

উদয়াদিত্য। দাদু। দাদু!

ভামিনী। কেঁদোনা ভাই! বাবা তোমার আগ্রা হ'তে শীঘ্রই ফিরে আসবেন। তোমার মাকে কাঁদতে বারণ করগে। তোমরা কাঁদলে আমরাও যে না কেঁদে থাকতে পারিনে।

গোবিন্দ রায়ের প্রবেশ।

গোবিন্দ। মা! মা! কাল যে আমার অভিষেক হবে। সেই সুখবরটা তোমায় দিতে এলাম।

ভামিনী। তোমার অভিষেক হবে—কি মৃত্যু হবে তার কি কোন সংবাদ রেখেছ?

গোবিন্দ। তার মানে?

ভামিনী। তার মানে, তুমি যে রকম উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে প'ড়েছ তাতে তোমার মৃত্যুই একান্ত বাঞ্ছনীয়। তোমার অভিষেক হবে তুমি হবে রাজা? ওরে মূর্খ! কমল কি কখনো আকাশের চাঁদকে ধ'রতে পারে? এ সব কি তোমার স্বপ্ন নয়?

গোবিন্দ। বটে? আমি কি রাজা হ'তে পারি না? না আমার রাজা হবার যোগ্যতা নেই? যাই বলো মা, বাবার মন্দা খুব বাহাদুরী আছে! কেমন ফন্দি এঁটে বড় দাদাকে—হাঃ—হাঃ—হাঃ। মা তুমিও কিন্তু বেশ পরামর্শ দিয়েছিলে।

ভামিনী। কি! কি বললিরে কুলাঙ্গার! আর যেন কখনো ওই কথা শুনতে পাইনে! যদি কোন দিন শুন্‌তে পাই, তাহলে তোকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌বো। তোদের সুখের জন্য প্রতাপকে আমরা আগ্রা পাঠিয়েছি? দুরন্ত! দূর হ! তোর মুখ দর্শনে মহাপাপ।

(প্রস্থানোদ্যতা)

গোবিন্দ। মা!

ভামিনী। মা বলেই এখনো তোকে বাঁচিয়ে রেখেছি কুলাঙ্গার।

[উদয়াদিত্যকে লইয়া প্রস্থান।

গোবিন্দ। কি! আমি রাজা হবো শুনে সকলেই আনন্দ ক'র্‌ছে।

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। আজ্ঞে, আমিও যে আনন্দে কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না। আর এই আনন্দ সংবাদটা ছোট মহারাজকে দিতে গিয়ে প্রাণটা গেছ্‌লো আর কি! কি বিষম তাড়া! দে দৌড়।

গোবিন্দ। এঁ্যা! বল কি ভবানন্দ? তা'হ'লে—

ভবানন্দ। সব ভূয়ো—সব ভূয়ো!

গোবিন্দ। না—না। নিশ্চয় বড় দাদাকে আগ্রার পথে—আমিও সংবাদ রেখেছি।

ভবানন্দ। বলেন কি? কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত বড় রাজকুমারের ওপর এত দরদ কেন?

গোবিন্দ। আরে! তুমি বল না চট ক'রে? কাজ সারলে লোকে যে সত্য বলেই ধারণা করবে, ভেতরে ভেতরে বুঝলে?

ভবানন্দ। উঁহু! শেষকালে যেন অষ্টরম্ভা নয়।

গোবিন্দ। কিন্তু রাজা আমি হবোই হবো। জ্যেঠামহাশয়েরও ইচ্ছা তাই। এখন একটু আনন্দ করিগে চল ভবানন্দ! রাজা আমি হবোই হব। আমি থাকতে প্রতাপ হবে রাজা? আমারই পিতার অক্লান্ত পরিশ্রমে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে, আমি এখন রাজা হবো না? নিশ্চয়ই হবো।

ভবানন্দ। আমায় কিন্তু মন্ত্রী হ'তেই হবে। বসন্ত রায়! আর তোমার রক্ষা নাই। চলুন—চলুন।

গোবিন্দ। দেখ ভবানন্দ! সত্যই যদি বড় দাদা বেঁচে থাকে, সত্যই যদি ফিরে আসে, তা'হলে তোমার মন্ত্রীত্বটা—

ভবানন্দ। তার জন্য ভাবনা নেই। রডা ডাকাতের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রেছি। পথেই কার্য্য হাসিল ক'রে দেবে। মন্ত্রীত্ব আর যায় কোথায় ?

গোবিন্দ। আমিও রাজা হবো—

নেপথ্যে—জয় বাংলার ছেলে প্রতাপাদিত্যের জয়

উভয়ে। এ্যাঁ! একি! একি!

গীতকণ্ঠে ব্রতচারীর প্রবেশ।

ব্রতচারী। গীত।

তোদের আশায় মুখে পড়লো ছাই।
লঙ্কা ভাগের কল্পনাটা পড়লো অগাধ জলে ভাই॥
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে,
এল ফিরে হেসে খেলে,
মায়ের আশিস্ সদাই ঝরে, তাহার মরণ কভু নাই॥

ভবানন্দ। ওঃ! বুক যে যায়!

গোবিন্দ। ভবানন্দ! আমি যে রাজা হবো।

ব্রতচারী। [পূর্ব্ব গীতাংশ]

বিধির লিপি লেখা নয় সে তাহা
আছে তোমার ভাগ্যে যাহা
রাজা হওয়া নাইকো লেখা
রাজা হওয়ার বরাত চাই॥

[প্রস্থান।

গোবিন্দ। ভবানন্দ! আমায় ধর ধর। আমার পা দু'টো যে কাঁপছে।

ভবানন্দ। ভয় নেই পড়বেন না।

গোবিন্দ। আমি রাজা হবো।

ভবানন্দ। হবেন বই কি। আপনার কপালে যে রকম অখণ্ড রাজটিকা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ইছামতী নদীর তীর

কলসীকক্ষে রমণীগণ গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল।

রমণীগণ। **গীত।**

দিদিলো সন্ধ্যা হলো তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে চল

জুজুর ভয়ে পরাণ কাঁপে কেমন করে বাঁচবি বল ॥

রডার হাতে পর্‌লে পরে,

হবে না আর ফিরতে ঘরে,

জাত ধর্ম্ম সব যাবে লো

ঝর্‌বে শুধু চোখের জল ॥

আমাদের কাঁচা বয়েস দৃষ্টি সবার,

মান ইজ্জত রাখা ভার,

সাঁঝের বেলায় দেখ্‌লে হেথায়

ফল্‌বে লো সই বিষম ফল ॥

১ম রমণী। ওলো সর্ব্বনাশী হলো লো ঐ দেখ রডা ডাকাতের দল আস্‌ছে। পালাই চল্‌—পালাই চল্‌।

২য় রমণী। ওমা তাই তো লো, ওলো ষোড়শীকে এগিয়ে দে। ছুঁড়ি মোটেই ছুট্‌তে পারে না।

সকলে। চল্‌—চল্‌ ছিপখানা এসে পড়লো ব'লে—

[দ্রুত প্রস্থান।

জনৈক পথিক গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল

গীত।

পথিক।

ও মাঝিরে তুই তরী নিয়ে আয়।

ওই আকাশ ছেয়ে আঁধার নামে

প্রাণ কাঁপে যে দরিয়ায় ॥

এ পারেতে বৃথা এলাম
পেলাম না রে কোনই মাল,
পারের কড়ি খোয়ালাম
এখন কেমন করে পার হবো রে বল—
সময় চলে যায়।
পশুর মত খেটে মলায়,
যা কিছু সব পরকে দিলাম—
এ পারে আর থাক্‌বো না কো
পরাণ আমার ওপারেতে যেতে চায়।

[প্রস্থান।

সুন্দরলাল, মামুদ, রহিম ও দস্যুগণের প্রবেশ।

সুন্দরলাল। মনে রেখ ভাই সব, আজ আমরা নূতন পথের যাত্রী—বাংলা মায়ের পূজারী-সন্তান—আর যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের দাস। চাই আমাদের বাংলার মুক্তি—বাঙ্গালীর মুক্তি।

(নেপথ্যে পিস্তলধ্বনি)

সকলে। ওকি! ওকি!

সুন্দর। ওই দেখ—ওই দেখ ভাই সব, পর্ত্তুগীজ জলদস্যু রডার ছিপ খানা একখানা নৌকায় পিছু নিয়েছে। ধ'রে ফেললে—ধ'রে ফেললে—চল—চল আমরাও ছিপ নিয়ে রডাকে আক্রমণ করিগে চলো।

[সকলের দ্রুত প্রস্থান।

নেপথ্যে—রডা। টুমাদের জানে মারবে। (পিস্তলধ্বনি) হা—হা—হা

নেপথ্যে—সুন্দরলাল। ভাই সব লাঠি চালাও—শড়কি চালাও—

দ্রুত দস্যুমূর্ত্তিতে মঙ্গলাচার্য্যের প্রবেশ।

মঙ্গলাচার্য্য। চালাও লাঠি—চালাও লাঠি—সন্ন্যাসী মঙ্গলাচার্য্য আজ ডাকাত রঘুরাম। ভয় নেই—ভয় নেই সুন্দর! রডাকে বন্দী কর—বন্দী কর—

[দ্রুত প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাঙ্গণ

উদয়াদিত্যের প্রবেশ।

উদয়াদিত্য। বাবা আগ্রা হতে ফিরে এসেছেন, যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করিগে।

[প্রস্থান।

প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। বহু ঘাত প্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে প্রতাপ আবার ফিরে এল এই বাংলায়। আবার এই চির শান্তময়ী মায়ের বুকে আশ্রয় লাভ করলুম! এর মাটি, এর জল, এর বাতাস, জানি না কি সুন্দর, কি মধুর! সহস্র তটিনী সেবিত তোমার ওই শ্যামায়িত বুকে ওগো বাংলা জানি না তুমি কোন স্বর্গ লুকিয়ে রেখেছ! প্রবাসের পথে আগ্রার সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যও ভোলাতে পারেনি। আহারে বিশ্রামে কর্ম্মে নিদ্রায় তুমি যেন তোমার আলোক লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিখানি নিয়ে—আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে। তখন মনে হতো কবে কখন কোনদিন আবার আমি তোমার বুকে ফিরে যাবো, তোমারি আশীর্ব্বাদে। প্রতাপ আজ নিরাপদে ফিরে এসেছে। ওগো আমার সাধনাতীর্থ স্বর্গধাম! আবার তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করো, আমি যেন তোমার যশঃ মান গৌরব চির অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি। কে ভবানন্দ?

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। আজ্ঞে, আপনাদের অধম ভৃত্য।

প্রতাপ। কি চাও।

ভবানন্দ। আজ্ঞে কিছুই চাইনে। এই আপনি আগ্রা—হতে ফিরে এসেছেন শুনে—ছেলে বেলা থেকে আপনাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি কিনা—তাই একবার দেখতে এলুম। আহা বিদেশে গিয়ে বড় কষ্ট হয়েছে।

প্রতাপ। ভাল, দেখা হয়েছে এইবার যাও।

ভবানন্দ। এই যাই হঁ্যা একটা কথা—শুনলুম শেরখাঁর দূত নাকি এখানে এসেছে।

প্রতাপ। শেরখাঁর দূত? কি জন্য এখানে এসেছে ভবানন্দ?

ভবানন্দ। আজ্ঞে আমি তা ঠিক জানি না। তবে শুনলুম—ছোট মহারাজ বড় মহারাজ তাকে কত টাকা কড়ি দেবেন!

প্রতাপ। সত্য?

ভবানন্দ। আজ্ঞে!

প্রতাপ। আচ্ছা যাও।

ভবানন্দ। হঁ্যা যাই। এইবার আগুন জ্বালবে ভবানন্দই।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। শেরখাঁর দূত। কি জন্য এখানে এসেছে। আর—আর কি জন্যই বা টাকাকড়ি তাকে দিতে হবে। কিছুই তো বুঝতে পারছিনে। কি জন্য শেরখাঁর দূত এখানে এসেছে?

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। আমারই জন্য মহারাজ।

প্রতাপ। সে কি শঙ্কর!

শঙ্কর। আপনি আমায় আশ্রয় দিয়েছেন, সেইজন্য নবাব আমারই বিনিময়ে লক্ষ মুদ্রা চেয়ে পাঠিয়েছেন। যথা সময়ে মুদ্রা যদি রাজমহলে না গিয়ে পেঁছায়, তাহলে নবাব যশোর আক্রমণ করবেন। সেইজন্য বড় মহারাজ ও ছোট মহারাজ নবাবকে সন্তুষ্ট করবার জন্য লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

প্রতাপ। না না লক্ষ মুদ্রা দেওয়া হবে না শঙ্কর। এক কপর্দ্দকও দেওয়া হবে না। ওই লক্ষ মুদ্রা থাকলে দেশের কত উপকার হবে। কত গরীব অন্নহীন এসে রাজদ্বারে মাথা ঠুকছে, রাজার সে দিকে লক্ষ্য নাই—

লক্ষ মুদ্রা বিনা বাক্যব্যয় করছেন। না না, আর তা হবে না শঙ্কর মালখানায় চাবি লাগাও। একটা কড়িও যেন সেখান হতে না বেরোয়। যশোরের রাজা এখন প্রতাপাদিত্য। যাও শীঘ্র গিয়ে মালখানায় চাবি লাগাও।

শঙ্কর। উত্তম। [প্রস্থান।

প্রতাপ। অর্থ উপঢৌকন দিয়ে নবাবের তুষ্টিসাধন! না—না তা হবে না—হ'তে দেবো না। আজ হতে যশোরের এককড়া কড়িও রাজ-মহলে যাবে না। এর জন্য যদি স্বয়ং শেরখাঁকে এখানে উপস্থিত হতে হয় তবু তাকে রিক্ত হস্তে ফিরে যেতে হবে পরাজয় মাথায় নিয়ে।

ভৈরবীর প্রবেশ।

ভৈরবী। পারবে প্রতাপ?

প্রতাপ। কেন পারব না দেবী! তোমার মত শক্তিময়ী মায়ের আশীর্ব্বাদ পেলে শেরখাঁ তো তুচ্ছ স্বয়ং বাদশাকেও আমি জয় ক'রতে পারবো। তোমারি স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ যে আমার জীবনকে নূতন আলোকে তুলে ধ'রেছে।

ভৈরবী। তাহলে যশোরের অভয় নির্ম্মাল্য গ্রহণ কর প্রতাপ। সর্ব্বসময়ে সর্ব্বকার্য্যে তোমায় নিরাপদে রাখবে।

গীতকণ্ঠে অসিহস্তে বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। গীত।

বজ্র আরবে—তোল তোল তান আকাশ বাতাসে যাউক ভরে।
ছুটে চল ওরে বাংলার ছেলে রুদ্রকালের মূর্ত্তি ধরে॥
চলরে ভক্ত ছুটে চল তুমি,
ওই যে কাঁদিছে জনম ভূমি,
হুঙ্কার ছাড়ো ধর অসি ধর ওই যে শত্রু তোমার ঘরে॥

(প্রতাপকে অসি প্রদান)

প্রতাপ। কে কে তুমি মা? গৈরিকবাস পরিহিতা—যক্ষ মালা বিভূষিতা—উত্থুম অভয় দাননিরতা—কে তুমি মা?

বাসন্তী।　　　　গান।

আমি এই বাংলার নারী

হাঃ—হাঃ—হাঃ।　　[প্রস্থান।

ভৈরবী। নবাবের অত্যাচারে আমারই মত ও পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে। এমনি আরও কত নারী দিবারাত্রি কাঁদছে। হাঁ আমি এখন চললুম পুত্র, তবে যাবার সময় বলে যাচ্ছি—কর্ত্তব্যে বিচলিত হয়ো না—প্রতিজ্ঞা ভুলে যেওনা—আত্মসম্মান বিলিয়ে দিও না। তোমার এই মাতৃপূজার অভিযান যেন জগতের বুকে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। মা! মা! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

ভামিনী দেবীর প্রবেশ।

ভামিনী। প্রতাপ! প্রতাপ!

প্রতাপ। কেন রাজরাণি!

ভামিনী। শুনলুম তুমি নাকি মালখানায় চাবি দিয়েছ? ছিঃ—ছিঃ ক'রছ কি কুমার। এতে যে যশোরের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। তোমার পিতা ও পিতৃব্য যে বড় বিপদে প'ড়েছেন। তোমার জন্য কত কেঁদেছি—দেবতার পায়ে কত মাথা ঠুকেছি। তবেই তো, তোমায় আজ ফিরে পেয়েছি, কিন্তু আজ তুমি যে সর্ব্বনাশকে ডেকে আনছো, তাতে যে তোমাকে কি ক'রে নিরাপদে রেখো দেবো, সেই দুশ্চিন্তায় যে আহার নিদ্রা বন্ধ হ'য়েছে প্রতাপ। তুমি শীঘ্র মালখানার চাবি খুলে দাও, বড় বিপদ ঘটবে পুত্র!

প্রতাপ। প্রতাপ কিন্তু বিপদের কোন ছায়াই দেখ্‌তে পাচ্ছে না রাজরাণি! প্রতাপ এখন যশোরের রাজা, সম্রাট আকবর আমায় যশোরের

শাসন ভার দিয়েছেন। নবাবকে অর্থ দেওয়া বা না দেওয়া এখন আমারই ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রছে।

ভামিনী। তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে যে বড় চঞ্চল হ'য়ে পড়্ছি প্রতাপ ?

প্রতাপ। মিথ্যা কথা! প্রতাপের ভবিষ্যৎ যদি তোমাদের চঞ্চল ক'রতো, তাহ'লে সেদিন স্বামী-স্ত্রীতে ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় নির্ব্বাসনে পাঠাতে না? মনে পড়ে?

ভামিনী। উঃ! নিষ্ঠুর!

প্রতাপ। প্রতাপ সংসারকে চিনেছে। সে বসন্ত রায়ের বংশের একটা প্রাণীকেও বিশ্বাস করে না। মায়ের স্নেহ ভালবাসা দিয়ে দানবীর অভিনয় দেখিয়েছ, আর স্নেহ ভালবাসা চাই না রাজরাণি! আর এ আমার মায়েরও প্রয়োজন নেই। যে মায়ের সন্ধান পেয়েছি—যে মাকে এতদিন পরে চিন্তে পেরেছি—তারই পূজায় প্রতাপ তার জীবন উৎসর্গ ক'রে প্রকৃত পুত্রের পরিচয় দিয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

ভামিনী। অকৃতজ্ঞ সন্তান! উঃ! ভগবান না: মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও। প্রতাপ! না—না—আমার ব্যথার নিঃশ্বাস প'ড়লে যে প্রতাপের অকল্যাণ হবে! মনে রেখো প্রতাপ, তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা আজ অনেক দূরে চলে গেলেও মায়ের স্নেহের আবেষ্টনী তোমায় চিরদিনই বেঁধে রাখবে। আরও মনে রেখো—মা কখনও দানবী হয় না। দেখাবার নয় নইলে দেখিয়ে দিতুম, আমি তোমায় কোথায় লুকিয়ে রেখেছি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ন্যায়রত্নের বাটি

(নেপথ্যে) আল্লাহো আল্লাহো শব্দ ও পিস্তল ধ্বনি, তামাক খাইতে খাইতে ও নস্য লইতে লইতে শশব্যস্তে ন্যায়রত্ন, তর্কচঞ্চু ও বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ।

ন্যায়রত্ন। প্রাণ বাঁচাও ভায়া—প্রাণ বাঁচাও। হায় হায় একি ফাঁসাদ ঘট্‌লো। সকাল বেলায় আল্লা আল্লা শব্দ। আবার বন্দুকের আওয়াজ, গ্রামে আবার হলো কি ব্যাপারখানা কি হে।

বিদ্যাবাগীশ। তাইতো দাদা! একি দুর্দৈবং।

তর্কচঞ্চু। হুঁ বাবা!

বিদ্যাবাগীশ। খুড়ো। তোমার হুঁ বাবা—এখন রেখে দাও। কি ব্যাপার উপস্থিত হ'য়েছে তার একটা নির্ঘণ্টং কুরু।

তর্কচঞ্চু। নিঘণ্ট—লাউঘণ্ট, কুষ্মাণ্ড ঘণ্ট—আমি সব ঘণ্ট, আমি সব ঘণ্ট তৈয়ারী ক'রতে পারি। আমার সঙ্গে চালাকি!

ন্যায়রত্ন। আঃ! চঞ্চু ভায়া! প্রাতঃকালেই কি তুমি অহিফেন সেবন ক'রেছ, তাই যা তা ব'ল্‌তে সুরু ক'রেছো? ঘণ্ট ঘণ্ট এখন রেখে দাও, ব্যাপারখানা কি নির্দ্ধারণ কর।

বিদ্যাবাগীশ। সনাতন ব্যাটা নাকি পালিয়ে গিয়ে মুসলমান হ'য়েছে। শ্রীবিষ্ণবে নমোঃ—শ্রীবিষ্ণবে নমোঃ।

তর্কচঞ্চু। দুর্গা—দুর্গা!

ন্যায়রত্ন। ব্যাটা উচ্ছন্নয় গেছে। তার নাম আর করো না ভাই!

বিদ্যাবাগীশ। হায়—হায়! ভোজনটা একদম ভেস্তে গেল! ভেবেছিলাম ব্যাটার ঘাড় ভেঙ্গে মুখ বদলানো যাবে। অহো! কাঁদতে ইচ্ছে ক'রছে।

তর্কচঞ্চু। কাঁদো খুড়ো! কাঁদো। চোখে জল দিয়ে দেবো নাকি?

ন্যায়রত্ন। চুপ কর চঞ্চু ভায়া! ইষ্টনাম স্মরণ কর। অধিক চীৎকার করতঃ বাক্যালাপ ক'রলে খণ্ডপ্রলয়ের সম্ভাবনা।

তর্কচঞ্চু। সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড মহাপ্রলয়। ন্যায়রত্ন দাদা—বড় বৌ ঠাকুরুণের নাম আর মুখে এনো না। দুর্গা বল—ওঁ শিবায় নমোঃ।

ন্যায়রত্ন। এখনো সেই অন্ধ ছেলেটাকে ছাড়লে না। এত ক'রে ব'লছি জারজ ছেলেটাকে তাড়িয়ে দাও, মাগীর মোটেই গ্রাহ্যি নেই।

তর্কচঞ্চু। দুর্গা বল—দুর্গা বল। এখনি সেই বড় বৌরূপিনী চণ্ডিকা দেবীর আবির্ভাব হ'লেই, অখণ্ড মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে। একটু আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা কও।

ন্যায়রত্ন। আমার ঘরে এক রকম যাচ্ছেতাই কাণ্ড হ'লে লোকে বল্‌বে কি, এখনো আমার মেয়ের বিবাহ হ'য়নি।

বিদ্যাবাগীশ। বয়েসও তো অনেক হ'য়েছে।

তর্কচঞ্চু। হু' বাবা। এইবার দুধে হাত প'ড়েছে।

বিদ্যাবাগীশ। প্রায় ষোল সতের বছরের হবে কেমন দাদা!

তর্কচঞ্চু। ধারাপাত খুলবো নাকি?

ন্যায়রত্ন। না—না—বয়েস এখন তেমন হয়নি হে। তবে! বিয়ে দিতেই হবে। এ রকম বিতিকিচ্ছিং কাণ্ড ঘটলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে ভার হবে। লোকে আমায় শেষে একঘ'রে ক'রবে।

তর্কচঞ্চু। আমাদের একঘ'রে করে, দেশে কোন্ হায় রে—

বিদ্যাবাগীশ। আমরাই সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তা।

ন্যায়রত্ন। যাক, বাজে কথা এখন ছেড়ে দাও। সেই অন্ধ ছেলেটাকে কি ক'রে বাড়ী থেকে তাড়ানো যায়, তার একটা ব্যবস্থা কর। বড় বৌয়ের কাণ্ড দেখে আমার মাথার কিছু ঠিক নেই। একটা কথা কইবার যো নেই। কথা কইলেই—ঝাঁটা উঁশ্‌কে—

বিদ্যাবাগীশ। শ্রীহরি! শ্রীহরি!

ন্যায়রত্ন। এই নাও—এই নাও। হুঁষ নেই—হুঁষ নেই। মাথার কি আর ঠিক আছে। (হুকা দিল) একটা বিহিত না ক'রলে সব যাবে।

(নেপথ্যে)আল্লা আল্লা হো শব্দ ও দ্রুত সোনামণির প্রবেশ।

সোনামণি। সব যাবে—সব যাবে—তোমার সব যাবে। এখনো তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছ, ও দিকে যে সর্ব্বনাশ ঘটেছে! সনাতন মুসলমান হ'য়ে আমাদের বাড়ী লুট ক'রতে এসেছে।

সকলে। এঁ্যা! এ্যা!

ন্যায়রত্ন। বলো কি বড় বৌ?

সোনামণি। শিগ্‌গীর প্রতিকার কর। ওই যে দল বল নিয়ে ভেতর বাড়ীতে ঢুকে প'ড়লো। আর তোমার রক্ষা নেই। তোমার পাপের সাজা ভগবান এবার নিশ্চয়ই তোমায় দেবেন। যারা নিজের স্বার্থের জন্য পরকে কাঁদায় তারা কি নিজেরা কাঁদবে না—কাঁদবে—কাঁদবে—কাঁদবে? নইলে যে ভগবানের নামে কলঙ্ক রটবে! [প্রস্থান।

বিদ্যাবাগীশ। প্রলয়! প্রলয়!

তর্কচঞ্চু। মহাপ্রলয়! মহাপ্রলয়। এইবার প্রাণ বাঁচাও, প্রাণ বাঁচাও।

ন্যায়রত্ন। যাতে প্রাণটা বাঁচে তার একট' মতলব করি এস ভায়া! আমরাও মুসলমান সেজে ফেলি, তাহ'লে সনাতন আমাদের কিছু বলবে না। এস আমরা মোল্লাজী সেজে ফেলি।

বিদ্যাবাগীশ। কিন্তু দাড়ী নেই যে?

ন্যায়রত্ন। আরে সব মুসলমানের দাড়ী থাকে না। নাও শিগ্‌গীর মোল্লাজী সেজে ফেল। নইলে সনাতন ব্যাটার হাতে কারো রক্ষা নেই।

বিদ্যাবাগীশ। তা না হয় হোল। কিন্তু চঞ্চু খুড়োর মাথায় এক হাত টিকিটার কি গতি হবে?

ন্যায়রত্ন। ওহে চঞ্চু ভায়া! যা হয় করে তোমার টিকিটা উপড়ে ফেল। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলা যাবে—আতাউল্লা—কাদের বাকস—

ফতেমিঞা। আমরাও মুসলমান ধর্ম্ম নিয়েছি। হিন্দু ধর্ম্ম অতি বাচ্ছেতাই এই সব বলে প্রাণ বাচানো।

বিদ্যাবাগীশ। মন্দ যুক্তি নয়। খুড়ো তোমার টিকিটা এখন উপড়ে ফেল। এই আমিই না হয় সমূলে উৎপাটন করে দিই।

(তর্কচঞ্চুর টিকি আকর্ষণ)

তর্কচঞ্চু। উ হুঁ হুঁ। ছেড়ে দাও খুড়ো।

ন্যায়রত্ন। উপড়ে ফেল চট্ করে—উপ্ড়ে ফেল। টানো—টানো বেশ জোর করে টানো, নইলে সব মাটি হবে।

বিদ্যাবাগীশ। আরে আরে মারাত্মক টিকি (জোরপূর্ব্বক আকর্ষণ)

তর্কচঞ্চু। উ হু হু। মলাম মলাম খুড়ো!

সদলবলে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। ধর—ধর, ওই তিন জনকেই ধর।

(অনুচরগণ সোৎসাহে তিনজনকে ধরিল)

ন্যায়রত্ন,
তর্কচঞ্চু,
বিদ্যাবাগীশ } ও বাবারে গেছি রে। গেছি রে।

সনাতন। একি এখন ভয় পাচ্ছো কেন সমাজ নেতার দল! কই তোমাদের সেই রক্তচক্ষু শাসনের সিংহপাল, দণ্ডদানের কঠোরতা? ভয়ে কাঁপছো কেন? কই? কোথায় গেল সেই গরীব নির্যাতনের ভীষণা মূর্ত্তি? সনাতন আজ আর হিন্দু নেই, সে এখন আর তোমাদের অবিচারের পায়ের তলায় পড়ে, কাতরকণ্ঠে একবিন্দু করুণা ভিক্ষা করবে না। আরে আরে নির্ম্মম নিষ্ঠুর সমাজপতির দল? মনে পড়ে—মনে পড়ে, তোমাদের জহ্লাদের বৃত্তি! কি কঠোর নির্ম্মম—কি পৈশাচিক ভাবে আমার উপর নির্য্যাতন করেছিলে। এস—এস আজ আর একবার, অতীতের মত আমার কাছে এস দেখি তোমাদের সমাজ-ধর্ম্মের শক্তি কতখানি?

সকলে। দোহাই বাবা। আর ছুকি বলবো না।

সনাতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! না-না, কোন কথা শুনবো না। বর্ণে বর্ণে প্রতিশোধ নিয়ে যাবো, মনে পড়ে রাক্ষসের দল! তোমাদেরই জন্য আজ আমি সব হারিয়েছি। হিন্দুর ছেলে আজ মুসলমান হয়েছি। তোমরা মুসলমানের ঘৃণা কর, স্পর্শ কর না, কিন্তু আমার মনে হয়—মুসলমান ধর্ম্মই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তার কাছে ভেদাভেদ নেই—উঁচু নীচু নেই—সবাই এক। একাসনে স্থান—একাসনে ভোজন—একেরই আরাধনা-একই মন্ত্র। হিন্দুর কাছে আমি নগন্য অস্পৃশ্য হলেও মুসলমান আমায় ভাই বলে তার বুকে স্থান দিয়েছে। আমি এখন মুসলমান। হিন্দুব দেবদেবী মান্‌বো না—ধর্ম্মও মান্‌বো না—শাস্ত্রও মান্‌ব না। শুধু নিয়ে যাবো প্রতিশোধ—দিয়ে যাবো বৃশ্চিকের জালা—রেখে যাবো কুকর্ম্মের জীবন্ত স্মৃতি।

বিদ্যাবাগীশ। দোহাই বাবা সনাতন! আমি তোমায় কত ভাল-বাসতুম, এই ন্যায়রত্ন দাদাই তো যত নষ্টের গোড়া—

ন্যায়রত্ন। কি যত দোষ আমার! তোমরাই তো সনাতনকে একঘরে করেছিলে, সনাতনের মত অমন ভাল ছেলে কি গাঁয়ে ছিল? আহা কি স্বভাব চরিত্র, যেন দেবতা! আবার গো-ব্রাহ্মণকে কত ভক্তি করতো। ওর অন্ধ ছেলেটাকে এখনো আমি বুকে রেখেছি আহা গিন্নীর যেন প্রাণ, চোখের মণি। সনাতন ভায়া! তুমি কিছু মনে করো না, আমি থাক্‌তে কোন্ শালা তোমায় একঘরে করে?

তর্কচঞ্চু। হুঁ বাবা!

সনাতন। নির্ম্মম পিশাচের দল! সমবেদনার সহানুভূতিতে সনাতনের প্রতিহিংসালোক নিভে যাবে না, বল আর একটিবার বল তোমরা—সনাতন একঘ'রে—সনাতনের জাতি নেই। দেখ্‌বে ওই বলার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মাথা কটা মাটিতে গড়াগড়ি যাবে। উঃ! তোমরা আমার কি সর্ব্বনাশ করেছ? আমিও তোমাদের অন্নে ছাড়বো না,

তোমরা যেমন ভাবে আমায় দগ্ধে দগ্ধে মেরেছ, আমিও তেমনি ভাবে তোমাদের দগ্ধে দগ্ধে মারবো। আমার কাকুতি মিনতি—কর্ণপাত করনি, আমার জলভরা চোখের দিকে একটীবারও তাকাওনি, ছিল শুধু স্বার্থ—নির্ম্মমতা—নির্দ্দয়তা—একটু কথাও করুণ ছিল না, কিন্তু আজ—

সকলে। রক্ষা কর বাবা! আমাদের ক্ষমা কর বাবা!

সনাতন। ক্ষমা! না—না, ক্ষমা নেই! ক্ষমা অনেক দিন চলে গেছে! তোমাদের ক্ষমা করা হবে না, তোমাদের মত পিশাচদের ক্ষমা করলে হয়তো আমারি মত কতজন আবার কেঁদে কেঁদে বেড়াবে। ক্ষমা নেই—ক্ষমা নেই! আমি তোমাদের এমন ভাবে কঠোর শাস্তি দেবো, যাতে আর কখনো তোমরা গরীবকে দুঃখ দিতে না পার। আর সেই শাস্তির স্মৃতি যেন তোমাদের জীবন যাত্রার পথে তারা অহরহ বিভীষিকার স্মৃতি ক'রে থাকে। এই—এদের তিনজনের ঘরে আগুন লাগিয়ে দাও, দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠুক। আমি আনন্দে করতালি দিয়ে নৃত্য করি।

[কয়েকজন অনুচরের দ্রুত প্রস্থান।

ন্যায়রত্ন। হায় হায়—কি সর্ব্বনাশ হ'লো। সব যে পুড়ে যাবে। দোহাই বাবা—রক্ষা কর বাবা।

সনাতন। দাও—দাও, জ্বালিয়ে দাও—জ্বালিয়ে দাও—সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক।

(নেপথ্যে—আল্লাহো, আল্লাহো ও আগুন আগুন শব্দ হইতে লাগিল)

ন্যায়রত্ন,
তর্কচঞ্চু,
বিদ্যাবাগীশ } হায়! হায়! সত্যিই যে আগুন।

সনাতন। দেখ-দেখ, বেশ ভাল ক'রে চেয়ে দেখ! তোমাদের ঘর বাড়ীগুলো কি রকম দাউ দাউ করে জ্বলছে! ওই দেখ আগুনের কি প্রচণ্ড মূর্ত্তি। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

ন্যায়রত্ন। ও হো হো আমার দলিল পত্তরগুলো সব—পুড়ে গেল।

(নেপথ্যে)—সোনামণি। ওরে কে আছিস্ অন্ধ ছেলেটাকে বাঁচা, ঘর থেকে যে বেরুতে পাচ্ছে না।

সনাতন। কে কে অন্ধ ছেলে—কার চীৎকার। সনাতন! সনাতন! তুমি কেঁপে উঠ্‌ছো কেন? ওই যে আকাশখানা যেন আমার মাথার উপর মড় মড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ছে! স্থির হও—স্থির হও সনাতন। তুমি যে মুসলমান। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ—সনাতনের প্রতিহিংসা যজ্ঞপূর্ণ!

মৃত কমলকে বুকে লইয়া সোনামণির প্রবেশ।

সোনামণি। যজ্ঞের ফল যজ্ঞেশ্বরও তোমায় সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন ভাই। নাও—নাও, আদর ক'রে বুকে নাও।

সনাতন। এঁ্যা একি! একি! এযে আমার অন্ধ কমল! না—না দেখ্‌ব না—দেখ্‌ব না। সরিয়ে নিয়ে যাও বৌদি—সরিয়ে নিয়ে যাও—

সোনামণি। তা কি হয়? প্রাণপাত পরিশ্রম করে যজ্ঞ পূর্ণ ক'রেছ, ফল তার নেবে না ভাই? নিতেই হবে। নইলে আমাকেও মেরে ফেল। তুমি মুসলমান ধর্ম্ম নিয়েছ। আমি তোমায় অভিশাপ দিইনি আর দিতামও না। কিন্তু তার বিনিময়ে তুমি আমার বুকখানা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিলে। এ আমার পেটের ছেলে না হলেও আমি যে একে প্রাণের স্নেহ ঢেলে দিয়েছিলাম সনাতন। আমায় 'মা' বলে ডেকেছিল। আমি তো পরের ছেলে ভাবতে পারিনি, এখন তোমার ছেলেকে তুমি নিয়ে যাও, আমিও একটা দায় হতে খালাস পাই।

সনাতন। (কম্পিত কলেবরে) বৌদি।

সোনামণি। কাঁপছো কেন। তুমি যে মুসলমান! তুমি যে কঠোর! নাও—নাও, তোমার জিনিষ তুমি নাও। উঃ নিষ্ঠুর! কি ব'লবো তোমায়? তোমায় ব'লে কিছু ফল হবে না হয়তো তুমি আমায় উপহাস করবে, কিন্তু তুমি জান না, মা ডাক কত মধুর, কত সুন্দর, কত স্নিগ্ধ! মা বলে ডেকে যদি কোন শয়তান মায়ের কাছে দাঁড়ায়, মা তাকে সস্নেহে বুকে তুলে নেয়,

ভবিষ্যৎ একটী বারও ভাবে না। কমল! কমল বাবা, আমায় কে আর সাড়া দেবে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, শত চেষ্টায় বাছাকে বাঁচাতে পারলুম না। নাও নাও ভাই। পাষাণ ভার আমি আর বইতে পারব না।

সনাতন। সনাতন মুসলমান—মুসলমান, ওরে এদের ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—আমার প্রতিহিংসা যজ্ঞের পূর্ণস্মৃতি এতখানি জ্বালার সৃষ্টি হবে জানতুম না। ওঃ আমি কি করলুম—কি করলুম!

[শিরে করাঘাত করিতে করিতে প্রস্থান।

সোনামণি। নিয়ে যাও—নিয়ে যাও সনাতন, তোমার গচ্ছিত রত্ন তুমি নিয়ে যাও। [মৃত কমলকে লইয়া প্রস্থান।

ন্যায়রত্ন। যাক্ বাবা খুব বাচা গেল। ঘর বাড়ীগুলো সব পুড়ে গেল। যাক্ প্রাণে তো বাঁচা গেছে, বেঁচে থাকলে আবার হবে।

তর্কচঞ্চু। অখণ্ড পরমায়ু আমাদের।

ন্যায়রত্ন। চল চল ভায়া এখন দেখিগে চল, মরা ছেলেটা নিয়ে বড় বৌ কোন দিকে গেল, মাগীর সবেতেই বাড়াবাড়ি।

বিদ্যাবাগীশ। যাই হোক চঞ্চু খুড়োর টিকিটা মন্দ। এ যাত্রা খুব বেঁচে গেছে, টিকিটার পরমায়ু যথেষ্ট।

তর্কচঞ্চু। হুঁ বাবা। এ ফরমাসি টিকি নয়, পড়ে পাওয়াও নই, পৈতৃক বাস্তুভি আমদের টাটকা নমুনা।

বিদ্যাবাগীশ। হুঁ বাবা।

তর্কচঞ্চু। কি তুমি আমায় ভ্যাংচাচ্ছো দাদা—

ন্যায়রত্ন। আঃ এখন এস, আবার গজকচ্ছপের যুদ্ধ বাধাবে নাকি আরে একদম যে ভুলে গেছি, আজ যে ধনি ঠাকরুণের জাতে ওঠার বামুন খাওয়ানো।

তর্কচঞ্চু। বিদ্যা! বটেই তো চলে চলো। [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজ কাছারী

বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায় ও ভবানন্দের প্রবেশ।

বিক্রমাদিত্য। বিদ্রোহিতা! বিদ্রোহিতা।

ভবানন্দ। আজ্ঞে, সে কথা একশো বার।

বিক্রমাদিত্য। সব গেল বসন্ত—সব গেল এইবার, বহুদিন পূর্ব্বে আমি তোমায় বলেছিলাম ভাই, একটা বিহিত কিছু কর প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা হবে না। তুমি তখন বিদ্রূপ ক'রে উড়িয়ে দিয়েছিলে। এখন সামলাও। যশোর রক্ষা কর, তোমার বহু পরিশ্রমের গড়া এই যশোর নগর আজ বুঝি কুলাঙ্গার পুত্রের জন্য ধ্বংস হবে যায়। বন্দী কর—বন্দী কর—এখুনি প্রতাপকে বন্দী কর।

ভবানন্দ। নবাবের দূত—

বসন্ত রায়। চুপ কর ভবানন্দ।

ভবানন্দ। আজ্ঞে,—আমি কিছুই বলিনি—

বিক্রমাদিত্য। কিন্তু আমি বলছি বসন্ত নবাবের দূত আর কতদিন অপেক্ষা করবে। হায় হায় সেই নদের বামুনটার জন্যে নবাবকে লক্ষমুদ্রা দিতে হবে। কিন্তু এখন দিই কি করে নবাবকে সন্তুষ্ট রাখতে না পারলে এমন সুখ আর থাকবে না। মালখানার চাবি লাগিয়েছে, একটা কপর্দ্দকও সেখান হ'তে বেরুবে না, অথচ নবাবকে অর্থ দিতেই হবে। আমার মাথার ঠিক নেই। বসন্ত সব গেল—সব গেল।

বসন্ত রায়। উপায় কি মহারাজ আপনি ভেবে ছিলেন। প্রতাপকে আগ্রায় পাঠালে সব দিক রক্ষা হবে, কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। প্রতাপ যে জীবন নিয়ে—যে উৎসাহ নিয়ে—যে বিক্রম নিয়ে ফিরে এল তাতে মনে হয়, শত চেষ্টাতেও প্রতাপের মনের গতি রোধ ক'রতে পারবে না। ওই শুনুন মহারাজ, সারা বাংলায় আজ প্রতাপের জয়ধ্বনি—ঐ

দেখুন, প্রতাপের শীরে আশিষ বারি বর্ষণ ক'রতে বঙ্গজননী ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। যাক্ সব যাক্ মহারাজ, আমার বহু পরিশ্রম লব্ধ যশোরনগর শ্মশানের ভস্মস্তূপে পরিণত হউক। সেই ভস্মস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে যেন দেখতে পাই পদদলিতা এই বাংলার আকাশে স্বাধীনতার পূর্ণচন্দ্র।

বিক্রমাদিত্য। কি বলছ বসন্ত, তুমিও যে দেখছি পাগল হ'য়ে গেছ।

ভবানন্দ। অধিক চিন্তা করলে—আজ্ঞে, না—না আমি কিছু বলিনি।

বসন্ত রায়। সত্যই আমি প্রতাপের কর্ম্ম দেখে পাগল হয়ে গেছি, মহারাজ আমাতে আর আমি নেই। আমিও যেন তার বাতাস পেয়ে তোষামদের আরাধনা ভুলে গেছি। মানব জন্মের সার মর্ম্ম বুঝতে পেরেছি। বুকের বল দ্বিগুণ ভাবে বেড়ে উঠেছে। আমি পাগল—পাগল, না—না, শুধু আমি পাগল হইনি মহারাজ, সারা বাংলা আজ আমার প্রতাপের নামে পাগল, জ্ঞান হারা—ভয় হারা। ওই যে প্রতাপের মাতৃ পূজার শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠেছে—শত্রুর প্রাণও কেঁপে উঠছে।

বিক্রমাদিত্য। বসন্ত এখন কি বলবে বল নবাবের দূত আর কদিন অপেক্ষা করবে? উঃ! একি কুসন্তান আমার বংশে জন্মগ্রহণ ক'রলে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে। ভবানন্দ! আমি যে কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছিনে।

ভবানন্দ। তা অতি সত্য কথা ও-হো হো মহারাজ।

বিক্রমাদিত্য। বসন্ত! বসন্ত! মালখানার চাবি ভাঙ্গ—চাবি ভাঙ্গ! কিসের প্রতাপ কি শক্তি তার, আমি কি এখনি মরেছি বলতে চাও।

প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। একপ হীন ভাবে জীবন যাপন করার চেয়ে মৃত্যুই আপনার শ্রেয়ঃ পিতা। যারা নিজের জীবনের লক্ষ্যকে অপরের কাছে বিক্রয় ক'রে দাসত্ব নিয়ে পরম সুখের ব'লে মেনে নিতে চায়, তারা জীবিত নয় মৃত—জীবিতের শত লক্ষণ থাকলেও তারা প্রাণহীন ভাঁড়।

বিক্রমাদিত্য। তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। পিতৃদ্রোহী সন্তান—শীঘ্র মালখানার চাবি দাও, নবাবের দূত ক'দিন বসে থাকবে?

প্রতাপ। বাঃ! নবাবকে লক্ষ মুদ্রা দেবেন। কেন? কি জন্য—কি অপরাধে, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিয়েছেন ব'লে অমনি তার জন্য লক্ষমুদ্রা দিয়ে, নবাবকে শান্ত করতে হবে? না না আর তা হবে না। কার অর্থ কাকে দেবেন। লক্ষমুদ্রা কি আপনার? আপনার নয় প্রজার—তাদের গচ্ছিত অর্থ অপরকে দেবেন। যখন তারা অনাহারে এক মুষ্টি অন্নের জন্য পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, কই তখন কেন তাদেরি দেওয়া অর্থে তাদেরই কষ্ট নিবারণ হয় না? কত কাতর আবেদন রাজার দ্বারে এসে উপেক্ষায় চলে যায়—কত চোখের জল মাটিতে পড়ে যায়, তবু রাজা প্রজার দিকে ফিরেও চায় না—অথচ প্রজারই সব ত—অযথা আত্মসুখের জন্য প্রজার অর্থ রাজা দুহাতে উড়িয়ে দিচ্ছে। চমৎকার রাজার চরিত্র নীতি—রাজ ধর্ম্ম, আর তা হ'তে দেব না। ফিরিয়ে দিন নবাবের দূতকে! ভয় কি পিতা! তুচ্ছ রাজ্যের জন্য ক্ষণস্থায়ী সুখের আশায় এমন গৌরবময় জীবনটাকে কলঙ্কময় করে তুলবেন না।

বিক্রমাদিত্য। যাও যাও—চলে যাও, মালখানায় চাবি ফেলে দাও, তুমি এখন এ রাজ্যের কেউ নও, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এখন যশোরের রাজা।

প্রতাপ। এই দেখুন পিতা, বাদশাহ প্রদত্ত ফারমান। আমিই এখন যশোরের রাজা। যশোরের শুভাশুভের সম্পূর্ণ ভার এখন আমার উপর। (ফারমান প্রদান)

বসন্ত রায়। প্রতাপ! প্রতাপ! তুমিই এখন যশোরেশ্বর, যশোরের ভার তুমিই গ্রহণ করেছ? বাদশাহ তোমাকেই যশোর রাজ্যের ভার দিয়েছেন, বাঃ! বাঃ! এতদিনে একটা দারুণ দুশ্চিন্তার বোঝা আমার মাথা

হতে খসে পড়লো, ধন্য ধন্য আমি এতদিনে আমার যশোর নগর প্রতিষ্ঠাও স্বার্থক হলো।

বিক্রমাদিত্য। প্রতাপ যশোরেশ্বর!

ভবানন্দ। সত্যই তো বাদশাহ প্রদত্ত ফারমান।

প্রতাপ। সম্রাট আমার গুণ গরিমায় মুগ্ধ হয়ে আমাকে যশোরের শাসন ভার দিয়েছেন।

বসন্ত রায়। প্রতাপ! প্রতাপ! আমি যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছি, তুমিই নিয়েছ যশোরের শাসন ভার, ভালই হ'য়েছে—আমরা বৃদ্ধ হ'য়েছি, এখন অবসর গ্রহণ করলেই বাঁচি।

প্রতাপ। না পিতৃব্য! আমি আপনাদের আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র, স্বদেশের মঙ্গলের জন্যই আমি যশোরের শাসনভার গ্রহণ করেছি।

বসন্ত রায়। প্রতাপ যশোরেশ্বর! এইবার তোমার যশোর তুমিই রক্ষা কর। আর আমার কোন দায়িত্ব নেই। আমি সানন্দে তোমার হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে এই আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি কীর্ত্তিমান হও—চিরসুখী হও—বিশ্বজয়ী হও!

বিক্রমাদিত্য। তাহলে কি বলতে চাও, বসন্ত বৃদ্ধ বয়সে মোগলের হাতে প্রাণ খোয়াবে? আমার সোনার রাজ্যকে কি ইচ্ছামতীর জলে ভাসিয়ে দেবে?

প্রতাপ। হীনতায় গড়া সোনার রাজ্য ইচ্ছামতীর জলে ভাসিয়ে দিন পিতা, তার পরিবর্ত্তে আবার এক নূতন রাজ্য গ'ড়ে তুলুন, যে রাজ্যের সুনাম—যশ—গৌরব পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে।

বিক্রমাদিত্য। তুমি বুঝছো না, এসব তোমারি মঙ্গলের জন্য করছি প্রতাপ!

প্রতাপ। ওরূপ মঙ্গল আমি চাই না পিতা, সারাজীবন নতশিরে থেকে পশুত্ব অর্জ্জন করে অমঙ্গলের হাত এড়িয়ে সুখী হতে চাইনে।

আসুক সহস্র অমঙ্গল প্রতাপের শির লক্ষ করে, তবু প্রতাপ ভুলবে না সেই চির অমরবাণী—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী—বাংলার ছেলে বাঙ্গালী—

বিক্রমাদিত্য। শীঘ্র মালখানার চাবি দাও প্রতাপ। ও সব বাজে কথা এখন ছেড়ে দাও।

ফজলু খাঁর প্রবেশ।

ফজলু। কই মহারাজ টাকা কই, আর কতদিন অপেক্ষা করবো। নবাব যে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছেন। কি বলছেন বলুন।

বসন্ত রায়। আমরা এখন আর উত্তর দেবার অধিকারী নই, নবাব-দূত! যশোরের মহারাজ এখন প্রতাপাদিত্য, এর কাছে উত্তর পাবেন।

ফজলু। বটে! তাহ'লে এতদিন শঠতা ক'রে আমায় বসিয়ে রেখেছেন?

প্রতাপ। সাবধান নবাব-দূত নিঃশব্দে এখান হ'তে চলে যাও তোমার নবাবকে গিয়ে বলগে, যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্য এক কপর্দ্দকও দেবে না।

ফজলু। দেবে না?

প্রতাপ। না—না—না!

ফজলু। অহঙ্কারী যশোররাজ! দেখ্‌ছি তোমার মরবার পালক উঠেছে।

প্রতাপ। স্তব্ধ হও নফর।

কমল, মামুদ, শঙ্কর ও রহিমের প্রবেশ।

সকলে। জয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়।

বিক্রমাদিত্য। এঁ্যা এসব আবার কি!

রহিম। হালার পুতিরে এইবার হাতে পাইচি চাচা, এইবার পেঁয়াজ পয়জার বার করমু। আমার সোণার সংসারটি ছারখার কইর‍্যা দিল। ওহে গেলাম চাচা, বলি করচো কি; দেওছ কি এ আমারে পাওনি, তাই

জুলুম দেখাইবে। আমি তোমারে ঠাণ্ডা বানাইয়া দিচ্ছি। (জুতা উত্তোলন)

মামুদ। করছ কি চাচা, একটু ঠাণ্ডা হও। (বাধা দিল)

ফজলু। অপমান—অপমান—নবাবের অপমান। প্রস্তুত থাকো, যশোরেশ্বর! আবার একদিন এসে এই অপমানের চরম প্রতিশোধ নিয়ে যাবো।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। যাও—

বিক্রমাদিত্য। হায়! হায়! এইবার সবংশে ধ্বংস হতে হবে।

সকলে। জয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়।

মঙ্গলাচার্য্যের প্রবেশ।

মঙ্গলাচার্য্য। জয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়—এই জয়ধ্বনি সাগর হিমাচল প্রকম্পিত ক'রে তুলুক, ঘন তমসাবৃত বাংলার আকাশে নবসূর্য্যের অরুণোদয় হোক্, এস এস ছুটে এস বাংলার নরনারী! আর তোমাদের দুঃসহ জীবনভার বহন করতে হবে না। আর তোমাদের হীনবেশে—দীন মূর্ত্তিতে পরের অনুগ্রহের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে হবে না! এবার বাংলায় থাকবে শুধু বাঙ্গালী—বাংলাই হবে শুধু বাঙ্গালীর মা।

সকলে। জয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়।

বিক্রমাদিত্য। বসন্ত! বসন্ত! এ সব কাণ্ডখানা কি? আমায় কাশী পাঠাও—কাশী পাঠাও।

[প্রস্থান।

ভবানন্দ। আজ্ঞে, কাশী যাওয়ায় বহু পুণ্য। এইবার—এইবার—হাঃ—হাঃ—হাঃ! [প্রস্থান।

বসন্ত রায়। প্রতাপ! প্রতাপ! মনে রেখো, তোমার জীবনের লক্ষ্য—মনে রেখো, তোমার ধর্ম্মের মন্ত্র। আমার আর কিছু বলবার নেই।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। ভাই সব হিন্দুমুসলমান! আজ হ'তে মনে রেখো, আমরা সবাই বাঙ্গালী—বাংলার ছেলে—বাংলা মায়ের সেবক সন্তান। হয়তো জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে আমাদের দেশমাতৃকার গর্ব্ব অহঙ্কার চির অটুট রেখে যাবো। আমার জয় দিতে হবে না। ভাই সব! জয় দাও বাংলার—জয় দাও বাঙ্গালীর।

সকলে। জয় বাংলার জয়—জয় বাঙ্গালীর জয়!

প্রতাপ। আমাদের মাতৃপূজার শুভসন্ধিক্ষণ উপস্থিত। নবাব দূত রিক্ত হস্তে ফিরে গেল। শীঘ্রই এর প্রতিশোধ নিতে আসবে! বাংলার নবাব শের খাঁ—

মঙ্গলাচার্য্য। ভয় কি রাজা, আমরা আছি। আরও আছে অসংখ্য বাংলার ছেলেমেয়ে জীবন দেবে তারা, বাংলার রবি প্রতাপাদিত্যের জন্য। আমাদের হুকুম করুন মহারাজ, আমরা এই মুহূর্ত্তে নবাবের রাজ মহলটা এই যশোরে তুলে আনি।

প্রতাপ। তবে প্রস্তুত হও সকলে, মাতৃপূজায় জীবন দেবার জন্য।

সকলে। আমরা প্রস্তুত।

দামামাধ্বনিসহ গীতকণ্ঠে দস্যু ও দস্যুপত্নীগণের প্রবেশ।

গীত।

সকলে। বাংলার নরনারী আমরা সকলে
রাখিব অটুট্ বাংলার মান।
বাংলার পূজায় বাংলার মাটীতে
সাহসে করিব জীবন দান।
দস্যুগণ। স্বর্ণরেণু এই বাংলার মাটী
পত্নীগণ। বাংলার ফলজল অতি পরিপাটী।
দস্যুগণ। বাংলার আকাশে রবি শশী হাসে।
পত্নীগণ। গোধূলি ধরায় বাংলা হাসে।

দস্যুগণ। বাংলার তমালে ওই বাজে বেণু

পত্নীগণ। বাংলার শ্যামলায় ওই চরে ধেনু

দস্যুগণ। বাংলার বনে বনে ফুলের গন্ধ,

পত্নীগণ। বাংলার বাতাস কত মধু স্নিগ্ধ

দস্যুগণ। বাংলার অভিনব লক্ষ্মীরাণী বিছায়ে আঁচলখানি

পত্নীগণ। রেখেছ—

সকলে। আমরা বাঙ্গালী বাংলার ছেলেমেয়ে
বাংলার হিন্দু মুসলমান
জাতিভেদ ভুলে, করে গলাগলি
গড়িব সবার একটি প্রাণ॥

প্রতাপ। আরে ছুটে চল সব বাংলার হিন্দু মুসলমান দুটী ভাই এক মনে—এক প্রাণে—এক সাথে। মনে রেখো তোমরা কারো দাস নও—দাস এই বাংলা মাটির। মা—মা! আশীর্ব্বাদ কর মা—আমরা যেন মানুষ হতে পারি, আর পারি তোমার সেবক হতে তোমার যোগ্য সন্তান হতে।

সকলে। জয় বাংলার জয়—জয় বাংলার কেশরী প্রতাপাদিত্যের জয়

[দস্যু ও দস্যুপত্নীগণ জয়গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

— ঐক্যতান বাদন —

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দেব মন্দির

জনৈক বৈষ্ণব গাহিতেছিল।

বৈষ্ণব। **গীত।**

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং।
ব্রজ বনিতা কুচ কুঙ্কুম ললিতং॥
বন্দ গিরিধারী পদকমলং।
কমলা কর কমলাশ্রিত সমলং॥
মঞ্জুলমাল নূপুর রমণীয়ং
অপচল কুল কমনীয়ং॥
অতি লোহিত রোহিত ভাবং।
মধু মধুপি কৃত গোবিন্দ দাসং॥

[প্রস্থান।

ভামিনী দেবীর প্রবেশ।

ভামিনী। (প্রণাম করিয়া করযোড়ে) ওগো মঙ্গলময়! আর কতদিন তোমায় বুকের ব্যথা জানাবো? আর কতদিন নয়নাশ্রু ঢেলে দিয়ে তোমার এক বিন্দু করুণার পানে চেয়ে থাক্‌বো? দয়াময়! তুমি কি করুণা কর্‌বে না? অশান্তির তীব্র অনলে দিবারাত্র যে জ্বলে পুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছি! ওগো শান্তিময়! শান্তি দাও।

বসন্ত রায়ের প্রবেশ।

বসন্ত রায়। শান্তি আর এ জীবনে মিলবে না রাণি! সহস্র বৎসর যদি সজল চক্ষে ঐ পাষাণ দেবতার পদতলে প'ড়ে এক বিন্দু শান্তির কামনা কর, তবুও শান্তি আর মিল্‌বে না রাণি! বসন্তরায়ের শত সাগ্রহ নির্ম্মিত অমরাবতী এই যশোরের বুক হ'তে শান্তি চিরবিদায় নিয়েছে! শান্তি—শান্তি আর নেই রাণি।

ভামিনী। শান্তি নেই?

বসন্ত রায়। নেই—নেই, শান্তি আর নেই। ওই দেখ্‌ছ না চতুর্দ্দিকে অশান্তির কি সুভীষণা মূর্ত্তি! ওই শোন বেশ ভাল ক'রে কাণ পেতে শোন রাণি! অশান্তির কি প্রলয়ের অট্টহাসি! আমার সব গেল রাণি!

ভামিনী। প্রতিকার কর তার! তোমার চির সাধের যশোরকে তুমিই রক্ষা কর।

বসন্ত রায়। পারি—পারি—পারি রাণি! একটী অঙ্গুলি হেলনে আবার এই যশোরের ভাঙ্গা বুকে শান্তির উৎস তুলতে পারি! কিন্তু—বল্‌তে পার রাণি! ভগবান কেন মানুষকে বুকে স্নেহ ভালবাসা দিয়েছেন? শাসনের উদ্যত হস্ত যে ভালবাসায় সিক্ত হ'য়ে ওঠে! সব ভুলে যাই দুর্ব্বলতা আমায় ঘিরে দাঁড়ায়।

ভামিনী। সব বুঝেছি। প্রতাপকে শৈশবে পালন করনি ব'লে, তাই এখন প্রতাপ তোমার বাধ্য হ'চ্ছে না।

বসন্ত রায়। সত্য কথা। কিন্তু যখনই ভাবি প্রতাপের অপূর্ব্ব কর্ম্মের কথা—নিঃস্বার্থ স্বদেশসেবার ধর্ম্ম, তখনই মনে হয় এই রাজপ্রাসাদ ত্যাগ ক'রে, ধন সম্পদ দু'হাতে বিলিয়ে দিয়ে আমার প্রতাপের মত ত্যাগের মন্ত্র দীক্ষা নিই, আর উচ্চ কণ্ঠে বলি—আমরা বাঙ্গালী, বাংলা আমাদের মা। আর মনে হয়—

গীতকণ্ঠে উদয়াদিত্যের প্রবেশ।

উদয়াদিত্য। **গীত।**

আমরা মাগো তোমার ছেলে
রইবো নাকো তোমায় ভুলে,
তোমার তরে, হর্ষ ভরে
করবো আমি জীবন দান।
তুমিই আমার সবার সেরা,

কত স্মৃতির—স্বপ্নঘেরা,
মাটীর স্বর্গ জন্মস্থান ॥
যেন মাগো আবার আমি,
তোমায় যেন ভালবাসি,
যেন তোমার কোলে শুয়ে,
করি তোমার পিযুষ পান ॥

বসন্ত রায়। বাহাবা! বাহাবা! আবার গাও ভাই, আবার গাও—আমি প্রাণ ভ'রে শুনি! আর তুমিও শোন রাণি? আবার গাও ভাই—আবার গাও। রাণি! রাণি! উদয় আমার প্রাণের কথা ব্যক্ত ক'রে দিয়েছে। কিন্তু আমার উপায় নেই! এক দিকে ভক্তি—অন্য দিকে স্নেহ! এক দিকে পূজনীয় দাদা—অন্য দিকে প্রাণাধিক প্রতাপ! আমি কাকে রাখি—কাকে ছাড়ি! দিবারাত্র এই অশান্তির আগুনে আমি জ্বলে মর্‌ছি।

ভামিনি। আমারও তো সেই অশান্তি রাজা! এক দিকে গোবিন্দ—অন্য দিকে প্রতাপ। প্রতাপের জন্য গোবিন্দের মায়া মমতা আমি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি! তবু প্রতাপ আমার—(চক্ষে জল পড়িল)

উদয়াদিত্য। তুমি কাঁদছো ছোট্‌ঠাকুরমা?

বসন্ত রায়। কাঁদ—কাঁদ রাণি—খুব কাঁদ! কান্না ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। স্বার্থপর—স্বার্থপর—বসন্ত রায় স্বার্থপর! এই বিদ্রূপ বাণী আমি যে আর সহ্য কর্‌তে পারছিনে। প্রতাপের জন্য মাঝে মাঝে দাদার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর উগ্র অভিশাপ মাথায় তুলে নিচ্ছি—তবুও বসন্ত রায়—স্বার্থপর!

উদয়াদিত্য। ছোট দাদু! বাবা উড়িষ্যা জয় কর্‌তে গেছেন, কবে ফিরে আসবেন?

স্ত এই এল ব'লে। বাবার জন্য ভাব্‌না কেন ভাই? বাবা তোমার দিগ্বিজয়ী। তুমিও যেন বাবার মত বীর হ'য়ো। হ'তে পারবেতো?

উদয়াদিত্য। নিশ্চয় পারবো। হ্যাঁ দাদু! বাঙ্গালীরা ভাত খায় ব'লে তারা কি যুদ্ধ করতে পারে না? ব'ড়দাদু কেবলই ব'লে—ভেতো-বাঙ্গালী, তাদের আবার যুদ্ধুর সাধ কেন'

বসন্ত রায়। হুঁ! দেখ ভাই, বড় দাদু তোমার বড্ড বুড়ো হ'য়ে গেছেন কিনা—তাই ওই সব কথা বলেন। কিন্তু এর পরিণাম। সম্রাটের বিপুল শক্তি! নবাব শের খাঁ এসেছে, অপমানের প্রতিশোধ নিতে। সোনার যশোর শ্মশানে পরিণত হবে। প্রতাপের ক্ষুদ্র শক্তি কতক্ষণ মাথা তুলে দাঁড়াবে। মা যশোরেশ্বরি! একি কর্‌লি মা?

ভামিনী। প্রতাপকে আবার কেন উড়িষ্যা বিজয়ে পাঠালে রাজা?

বসন্ত রায়। আমাদের বন্ধু পাঠান কতলু খাঁ তার সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ বেধেছে, সেই জন্য কতলু খাঁকে সাহায্য করতে প্রতাপ উড়িষ্যা যাত্রা করেছে। গোবিন্দকেও প্রতাপের সঙ্গে পাঠিয়েছি।

ভামিনী। কুলাঙ্গারটাকে কেন পাঠালে রাজা! জানিনা সে স্বার্থের জন্য যদি প্রতাপের কোন অনিষ্টসাধন করে বসে—

বসন্ত রায়। তা কি হয় রাণি! তা হ'লে যে জগতে ধর্ম্মের মহিমা থাক্‌বে না। তুমি কালই শুন্‌তে পাবে রাণী, প্রতাপ জয়ী হ'য়ে যশোরে ফিরে এসেছে।

ভামিনী। কিন্তু তাতে যে বাদশার আরও কোপদৃষ্টিতে পড়্‌তে হবে।

বসন্ত রায়। কি কর্‌বো? কোন উপায় নেই! প্রতাপ এখন যশোরেশ্বর—আমরা তার অধীন। তার জীবনের স্রোত যে ভাবে ছুটে চলেছে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না।

(নেপথ্যে) জয় বাংলার ছেলে প্রতাপাদিত্যের জয়।

ওকি! ওকি! তবে কি প্রতাপ আমার যশোরে ফিরে এল। চল চল ভাই দেখি চল। আমার বিজয়ী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিই গে চল্‌। দেবতার নির্ম্মাল্য নিয়ে তুমিও এসো রাণী।

[উদয়াদিত্যসহ প্রস্থান।

ভামিনী। প্রতাপ আমার জয়ী হ'য়ে ফিরে এসেছে! ওগো ভগবান! তুমি আমার প্রতাপকে চিরজয়ী ক'রে, রেখে দিও। কখনো কোনদিন যেন কোন বিপর্য্যয় এসে প্রতাপের কেশাগ্র স্পর্শ না করে। মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে প্রতাপ যেন বাংলার ঘর আলো ক'রে থাকে। একি! প্রাণের ভেতর একি কম্পন। না—না, প্রতাপের অমঙ্গল চিন্তা করবো না! প্রতাপ যে আমার শত সাধনার সম্পদ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

জনৈক পথিক গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল।

পথিক। গীত।

ওই বনের বাঁকে নদীর ধারে
ঐ অশদ্ গাছের তলে।
রেখে গেছি সোনার কমল
আমি নয়ন জলে॥
তারে ডেকে ডেকে হই যে সারা,
তবু যে তার পাইনে সাড়া,
আবার আমি আসবো বোলে,
সে যে আমায় ফাঁকি দিয়ে গেল চলে॥
অন্ধকারে একলা এসে অশদ্ গাছের তলায় বসে
কতই কাঁদি কতই ডাকি তবু সে তো আর আসে না
দেখি—হাসে—খেলে॥ [প্রস্থান।

অন্ধ ন্যায়রত্ন, কর্ত্তিত-নাসা তর্কচঞ্চু ও খঞ্জবিদ্যাবাগীশের প্রবেশ।

সকলে। ওরে বাবারে, গেছিরে, গেছিরে! আমাদের একি শাস্তি হলো রে!

ন্যায়রত্ন। উঃ! উঃ! আমায় অন্ধ ক'রে দিলে! আমি যে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

বিদ্যাবাগীশ। আমায় খোঁড়া ক'রে দিলে! ত্রিভঙ্গঠামে কেমন ক'রে চল্‌বো দাদা?

তর্কচঞ্চু। (নাকিসুরে) উঁ হুঁ হুঁ! নাকটা আমার চেঁচে নিয়েছে। আহা—তেমন খগেন্দ্র জিনি নাসিকা!

বিদ্যাবাগীশ। তুমি আর কথা ক'য়ো না খুড়ো! নিবিড় বন সন্ধ্যেও হ'য়ে এসেছে! কোন পথিক শুন্‌তে পেলে আঁৎকে উঠে, শেষকালে মারা যেতেও পারে।

তর্কচঞ্চু। কেন? কেন?

বিদ্যাবাগীশ। ভূত মনে ক'রে। অমন খোনা খোনা কথা—আমারই ভয় হ'চ্ছে।

তর্কচঞ্চু। বটে! আমি জীবিত অবস্থায় ভূতত্বং প্রাপ্তং হ'য়েছি। আরে—আরে খঞ্জাধম!

বিদ্যাবাগীশ। এমনি খঞ্জ চরণে থাবে তুমি গমাগ গম্।

ন্যায়রত্ন। একি! এখনো তোমরা ঝগড়া করছো? এখনো তোমাদের চৈতন্য হলো না?

বিদ্যাবাগীশ। তোমার জন্যই তো দাদা! তুমিই তো সনাতন ব্যাটার উপর বড্ড লেগেছিলে। ব্যাটা শেষকালে মুসলমান হ'য়ে আমাদের বাড়ী ঘরগুলো পুড়িয়ে দিলে, আর আমাদেরও কি দুর্দ্দশা ক'রে ছাড়লে।

ন্যায়রত্ন। তোমাদের চেয়ে আমার দুর্দ্দশা যে খুবই বেশী। আমায় অন্ধ ক'রে দিলে, আমি এখন কি কর্‌বো—কে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। বড় বৌ যে কোথায় চ'লে গেল তার সন্ধান নেই। ওঃ!

বিদ্যাবাগীশ। তুমি দাদা চাঁই মশাই কিনা—তাই তোমার শাস্তিটা একটু অত্যধিক রকমের হয়েছে।

তর্কচঞ্চু। হুঁ বাবা খাঁটী কথা!

ন্যায়রত্ন। আমরা তো সবাই মিলে সনাতনের উপর অত্যাচার ক'রেছিলুম, তবে আমায় কেন দোষী ক'রছো?

বিদ্যাবাগীশ। আমারও যে ঠ্যাংটা ভেঙ্গে দিয়েছে। আমার শ্বশুর মশায়েরও ঠ্যাং ভাঙ্গা। হঠাৎ আমার এই রকম ঠমক চলন দেখ্‌লে, গিন্নী না আমায় বাবা ব'লে ফেলে।

তর্কচঞ্চু। আমারও নাকটা গেছে। উঁ হু হুঁ! আবার মাছি ব'স্‌ছে। শালার মাছি! (হস্ত দ্বারা মাছি তাড়াইল) এ রকম নাকি-সুরে কথা বল্‌তে বল্‌তে বাড়ী ঢুকলে—

বিদ্যাবাগীশ। মাইরি খুড়ো তোমায় ভারী মানিয়েছে। মুখের ভঙ্গিমা কি চমৎকারই না হ'য়েছে। আয়না নিয়ে যদি দেখ—যেন মা শেতলা।

তর্কচঞ্চু। কি! কি! মুখ সামলে, নইলে—হুঁ বাবা!

বিদ্যাবাগীশ। চঞ্চু উৎপাটন করবো—

ন্যায়রত্ন। নিলর্জ্জ তোমরা। এখনো তোমাদের পূর্ব্ব স্বভাব গেল না?

বিদ্যাবাগীশ। তুমিই তো সত নষ্টের গুরু।

তর্কচঞ্চু। একশো বার।

বিদ্যাবাগীশ। ইচ্ছা হ'চ্ছে তোমাকে বেশ ঘা কতক দিই। তুমিই তো সনাতনকে একঘরে করেছিলে—

তর্কচঞ্চু। এখন ঠ্যালা বোঝ। উ হুহু বড্ড জ্বল্‌ছে। শালার মাছি যেন পাকাকলা পেয়েছে। (মাছি তাড়াইল)

উন্মাদিনী-ভাবে সোনামণির প্রবেশ।

সোনামণি। **কই আমার কমল কই!** কোথায় গেল সে? এত খুঁজছি, **এত ডাকছি, তবু তার সাড়া নেই। কত গ্রাম, কত মাঠ, কত নদীর পার, কত বন খুঁজলাম তবু তাকে দেখ্‌তে পেলাম না। ওগো—তোমরা কেউ কি আমার কমলকে দেখেছ?**

বিদ্যাবাগীশ, তর্কচঞ্চু। বাপ! বাপ! মহাপ্রলয়! মহাপ্রলয়!

[পলায়ন।

সোনামণি। বললে না! চ'লে গেলে! ওগো! তুমি কি বলতে পারো আমার কমল কোথায় গেল?

ন্যায়রত্ন। কে? কে? বড়বৌ?

সোনামণি। কে কে তুমি কে! দেখি! দেখি (অগ্রসর) ও তুমি! তুমি! একি তোমার চোখ দু'টো কি হলো?

ন্যায়রত্ন। আমি অন্ধ হয়েছি বড়বৌ! সনাতন আমায় অন্ধ করে দিয়েছে।

সোনামণি। তুমি অন্ধ হা-হা-হা! তুমি অন্ধ হা-হা-হা!

ন্যায়রত্ন। আমি অন্ধ হয়েছি তুমি হাসছো!

সোনামণি। ওগো—হাসি যে আপনিই আসছে? তুমি অন্ধ? হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ।

ন্যায়রত্ন। বড় বৌ! আমার পাপের সাজা যথেষ্ট হয়েছে। তুমি আমায় আর সাজা দিও না। এস এস আমার হাত ধর, আমায় ঘরে নিয়ে চল। আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে? ভগবান! ভগবান!

সোনামণি। ভগবানের কথা এতদিন পরে মনে পড়েছে? এখন আর তাকে ডেকে কি হবে? তখন যদি ডাকতে তখন যদি তাঁর কথা মনে করতে তাহলে বোধ হয়—

ন্যায়রত্ন। পরিণামটা আমার এমন হতো না! মানুষ যখন আপনাকে বড় ভাবে তখন আর ভগবানের কথা মনে রাখে না। ভাবে দিন বুঝি তার এমনি ভাবেই যাবে, কিন্তু সবই ফক্কিকার। একটা নিমিষে সবই ওলোট পালোট হ'য়ে যায়।

সোনামণি। আমার কমলকে দেখেছ?

ন্যায়রত্ন। সে তো সেদিন আগুন পুড়ে মরে গেছে।

সোনামণি। না—না, মরেনি—মরেনি। সে আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। তুমি বলছ কি না সে মরে গেছে? ও কথা বলো না। ওগো! সে যে আমায় অনেক দিন মা বলে ডাকেনি। কমল! কমল! বাবা আমার—

ন্যায়রত্ন। বড়বৌ! তুমি কি একটা পরের ছেলের জন্য উন্মাদিনী হয়ে গেলে।

সোনামণি। পরের ছেলে! কে কমল? না—না, সে তো আমার ছেলে! ও, তুমি দেখছি আরও পাগল। নইলে তোমার চোখ দুটো যাবে কেন?

ন্যায়রত্ন। বড়বৌ! বড়বৌ! তুমি আর আমায় উপহাস করো না। আমার পাপের যথেষ্ট সাজা হয়েছে। আমার সব গেছে আমি এখন পথের ভিখারী, শেষকালে চোখ দুটোও গেল।

সোনামণি। যদি আগে ভাবতে তাহ'লে আজ তোমার এ দশা হতো না। ওগো! তোমার পাপে যে আমার সব গেল। নিজের ছেলেকে হারিয়ে একটা পরের ছেলেকে বুকে তুলে নিয়েছিলাম, সেও আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল। ওই যে—ওই যে—আমার কমল! যায়নি, যায়নি। আয় আয় ফিরে আয় বাবা।

ন্যায়রত্ন। তুমি মাথা ঠাণ্ডা কর বড়বৌ! সত্যই কমল যে মারা গেছে! সে তো আর ফিরে আসবে না।

সোনামণি। সত্যই বলেছ, সে আর ফিরে আসবে না। গেলে আর আসে না। যদি আসতো তা হলে সংসারে এত কান্নাকাটি থাকতো না!

ন্যায়রত্ন। এখন আমার উপায় কি করছ বল—আমার যে কিছুই নেই। পেট চালাবো কি করে বড়বৌ?

সোনামণি। এস, আমার হাত ধর, আমিই তার ব্যবস্থা করে দেবো।

ন্যায়রত্ন। সে কি?

সোনামণি। কেন? তুমি যে আমার স্বামী! তুমি অকর্ম্মণ্য হয়েছ বলে আমি কি তোমায় ফেলে কোথাও চ'লে যাবো, না তোমায় উপোস ক'র্‌তে দেবো। এতো হিন্দুর ঘরের মেয়েরা পারে না আমি তোমার হাত ধরে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে আনবো, তোমায় আদর ক'রে খাওয়াবো। ওগো, তুমি যে আমার দেবতার দেবতা।

(ন্যায়রত্নের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

মঙ্গলাচার্য্য ও ভৈরবীর প্রবেশ।

ভৈরবী। সত্যই বাবা যুদ্ধ বাধ্‌লো!

মঙ্গলাচার্য্য। হ্যাঁ মা। শের খাঁ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালিয়ে গেল। সে সংবাদ দিল্লীতে পৌছলে, বাদসাহ তাঁরপ্রধান সেনাপতি খুব বড় যোদ্ধা আজিম খাঁকে বাংলায় পাঠিয়েছেন। আজিম খাঁও যশোর সীমান্তে এসে ছাউনি ফেলেছে—লক্ষাধিক সৈন্য। তাই ভাবছি আমরা মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী কি করে এ যুদ্ধে জয়লাভ করবো।

ভৈরবী। জলদস্যু রডাও নাকি ধরা পড়েছে।

মঙ্গলাচার্য্য। হ্যাঁ মা—ধরা পড়েছে। প্রতাপের বশ্যতাও স্বীকার করেছে। সে এখন প্রতাপের নৌ-সৈন্য ও গোলন্দাজ সৈন্য বিভাগের প্রধান পরিচালক। এক এক বিভাগে এক এক জন পরিচালকরূপে নিযুক্ত। সূর্য্যকান্ত গুহ—প্রধান সেনাপতি, পূর্ব্বদেশীয় সৈন্য বিভাগে আছি,—আমি, গুপ্তসৈন্য বিভাগে—সুখময়, ঢালি বা পদাতিক সৈন্য বিভাগে—মদন মল্ল, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য বিভাগে—প্রতাপ দত্ত, তীরন্দাজ সৈন্য বিভাগে—সুন্দরলাল, কমল খোজা বিখ্যাত যোদ্ধা, তাকেও একদল সৈন্যের নেতৃত্ব ভার দেওয়া হয়েছে। শঙ্করকে সামরিক শক্তি গঠনে নিযুক্ত করা হয়েছে। কুশালীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বাঙ্গালী সৈন্যগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

ভৈরবী। এবার বাঙ্গালীর উত্থান যদি না হয় তবে চিরদিনের পতন।

মঙ্গলাচার্য্য। ভয় কি মা! যদি দেশের জন্য মরতে হয়, সে মরণও যে স্বর্গ সুখের হবে। বাংলার ইতিহাসে সে মরণ কাহিনী জলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে। হয়তো কখনো কোনদিন সে কাহিনীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে বাংলার কোন বাঙ্গালী আবার জেগে উঠ্‌তে পারে। আয় মা! আমাকে আর একবার মায়ের পূজায় বসতে হবে। জানি না সেই পূজাই আমার শেষ পূজা হবে কিনা!

ভৈরবী। চল, কিন্তু মায়ের পূজা বোধ হয় তুমি আর ক'রতে পারবে না।

মঙ্গলাচার্য্য। কেন মা?

ভৈরবী। শুনলাম মায়ের মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করতে মুসলমানেরা ছুটে আসছে। তুমি কি ক'রে তোমার মায়ের পূজা করবে—কি ক'রে তোমার মাকে রক্ষা করবে।

মঙ্গলাচার্য্য। সত্যই যদি তাই হয় তাহলে দেখ্‌বি মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে হবে লক্ষ বলিদান। রক্তের তরঙ্গ ছুটে যাবে মায়ের মহিমা-শক্তি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠ্‌বে।

দ্রুত বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। ওগো কে আছ আমায় রক্ষা কর।

ফজলুখাঁ ও অনুচরগণের প্রবেশ।

ফজলু। কেউ তোমায় রক্ষা করতে পারবে না সুন্দরী! তুমি আজ শেরের কবলে পড়েছ।

মঙ্গলাচার্য্য। একি! এ আবার কি অভিনয়?

ভৈরবী। এ যে অনেক দিনের বাবা! এ রকম অভিনয় যে অনেক দিন ধ'রে বাংলার বুকে হচ্ছে! তুমি কি ভুলে গেছ! শয়তানদের কবলে পড়ে বাংলার কত সতী নারী আজ দীন হীনা—অস্পৃশ্যা, কত আর্ত্তনাদ

বাতাসে উড়ে যাচ্ছে—কত চোখের জল মাটিতে প'ড়ে মিশে যাচ্ছে—কিন্তু সব নীরব !

মঙ্গলাচার্য্য। আর নীরব থাক্‌বে না। বজ্রের হুঙ্কার নিয়ে—সিংহের বিক্রম নিয়ে—মৃত্যুর দণ্ড নিয়ে জেগেছে—বাংলার বাঙ্গালী। আর তারা মরণ ভয়ে ভীত হ'য়ে তাদের মা ভগ্নীদের সতী মর্য্যাদা কলঙ্কিত করতে দেবে না। যাও—যাও, চলে যাও কামান্ধ! নচেৎ—

ফজলু। নচেৎ—

ভৈরবী। নচেৎ তুমি কি জানো না শয়তান! তোমার পাপ মুণ্ড এখনি মাটিতে গড়াগড়ি যাবে। ভেবেছ প্রভূত শক্তির অধিকারী হ'য়ে স্বেচ্ছাচারের স্রোত বইয়ে দেবে? না—না—আর তা হবে না। নির্য্যাতনের কঠোর বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হ'য়ে বাঙ্গালীর ঐক্যশক্তি আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কার সাধ্য আজ তাদের পদদলিত ক'রে!

ফজলু। বটে। এই সব্ ধর্ শয়তানিকে।

মঙ্গলাচার্য্য। সাবধান রাজকর্ম্মচারী! প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিত অপমানিত হ'য়েও তোমার মনুষ্যত্ব ফিরে আছে না! হস্তীর শিরে ভেকে পদাঘাত করে ততদিন—যতদিন হস্তী কর্দ্দমে পতিত থাকে।

ফজলু। স্তব্ধ হও কাফের। আসমানের চাঁদটাকে ধ'রে নিয়ে চল্!

বাসন্তী। ওগো রক্ষা কর।

ভৈরবী। ভয় কি! ভয় কি বোন্! তুমি যখন আমাদের আশ্রিত তখন কার সাধ্য তোমায় এখন থেকে এক পা ও নিয়ে যায়! এগিয়ে আয় —এগিয়ে আয় শয়তানের দল! দেখি কেমন ক'রে তোরা একে নিয়ে যাস, আমার কাছ হতে।

ফজলু। ধর্—ধর্!

মঙ্গলা। ওরে কে কোথায় আছিস্, নিয়ে আয় আমার লাঠিগাছটা।

লাঠি ও অস্ত্রশস্ত্রসহ সুন্দর, মামুদ ও রহিমের দ্রুত প্রবেশ।

সকলে। মার্—মার্—শয়তানকে!

অনুচরগণ। ইয়া আল্লা—ইয়া আল্লা!

(উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ, অনুচরগণের পলায়ন ও ফজলু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল)

ফজলু। উঃ! আল্লা!

রহিম। হালার পুতি! এইবার তোমারে ঠাণ্ডা বানাইয়া ছাড়মু।

(ছুরিকা দ্বারা ফজলু খাঁর বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত)

ফজলু। ওঃ! সন্ন্যাসি! আমায় রক্ষা কর।

মঙ্গলাচার্য্য। ক্ষান্ত হও রহিম!

রহিম। আপনি কন্ কি! শয়তানকে নাগাল পাইয়্যা ছাইর‍্যা দিমু।

মঙ্গলাচার্য্য। তা হোক্, তবু ওকে ছেড়ে দাও ভাই। মরে গেলে ওর তো কিছুই হবে না, তার চেয়ে বেঁচে থেকে অনুতাপের অনলে দগ্ধে দগ্ধে মরুক্।

ভৈরবী। না বাবা ও বেঁচে থাকলে হয়তো এ বাংলার আরও অনিষ্ট হ'তে পারে। ওকে জগৎ হ'তে চির বিদায় দেওয়াই কর্ত্তব্য। রহিম! রহিম! ওর হৃদপিণ্ডটা উপড়ে ফেল।

রহিম। আমি তো প্রস্তুত আছি মা! ঠাহুর বাবা যে আইগ্যা কর্‌ছেন না। হালার পুতি! এইবার কি হয়! বাবা, সেদিন তুমি আমার কি হাল কইর‍্যাছ!

মামুদ। চাচা! একবারে শেষ করে ফেল। ওর জন্য দেশ ছাড়তে হয়েছে।

সুন্দরলাল। বুকে বসিয়ে দাও দাদা!

ফজলু। সন্ন্যাসি! আমায় ক্ষমা কর।

মঙ্গলাচার্য্য। ছেড়ে দাও ভাই! ওর মনুষ্যত্ব না থাকতে পারে' তা বলে আমরাও কি মনুষ্যত্ব হারাবো? (রহিমকে টানিয়া লইল) যাও

নায়েব ! মনে রেখো আমরা হিন্দু, শত্রুকে ক্ষমা করাই এ জাতির ধর্ম্ম। আয় মা তোরা, এস ভাই সব। [ফজলু খাঁ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ফজলু। কাফেরদের কাছে জীবন ভিক্ষা চাইলুম, উঃ। একি হীন অপমান। আচ্ছা—দেখে নেবো কাফেরের দল আবার যাচ্ছি—তোমাদের মন্দির লুটতে, তোমাদের শিক্ষা দিতে। মহারাজ আজিম খাঁ যখন বাংলায় উপস্থিত, ভয় কি ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়।

গোবিন্দ। ও হো—হো—হো ! বুক জ্বলে গেল ভবানন্দ ! বুক জ্বলে গেল।

ভবানন্দ। ভয় নেই, ওষুধ দিয়ে দেবো এখনি জ্বলুনি একদম বন্ধ হয়ে যাবে। বসুন—ভাল হয়ে বসুন।

গোবিন্দ। আর বুঝি বাঁচবো না। উঃ!

ভবানন্দ। সে কি ! আপনি না বাঁচলে আমি মন্ত্রী হবো কি করে ? মন্ত্রী হবার যে আমার অনেক দিনের সাধ !

গোবিন্দ। কোন সাধই আর পূর্ণ হলো না ভবানন্দ ? বড়দাদার কি মার্কণ্ডেয় পরমায়ু। আগ্রা হতেও নিরাপদে ফিরে এল—উড়িষ্যা জয় ক'রে সগর্ব্বে ফিরে এল— আবার শেরখাঁকেও পরাস্ত করলে ? আবার বাদশার পাঞ্জা পেয়ে একেবারে যশোরের অধীশ্বর। হায়—হায় ভবানন্দ ! সবই যে ভস্মে ঘি ঢালা হলো।

ভবানন্দ। এতো অধৈর্য্য হয়ে পড়লে কি চলে ? একটু সবুর করুন,

দেখবেন সব আপনার হবে। আমি মন্ত্রী নিশ্চয়ই হবো! যাক্ এখন একটু আনন্দ করুন। বড় রাজকুমারের সঙ্গে উড়িষ্যা বিজয়ে গিয়েছিলেন—

গোবিন্দ। ভেবেছিলাম সেখানে গিয়ে গুপ্তভাবে তাকে হত্যা ক'রে ভবিষ্যতের অন্তরায় দূর করবো কিন্তু ভগবান সে আশা পূর্ণ করলেন না। কোন রকমে হত্যা করবার সুযোগ পেলাম না!

ভবানন্দ। যাক্ উড়িষ্যা হ'তে আসবার সময় যে একদল উড়িষ্যানী নাচিয়েদের নিয়ে এসেছেন—এখন তাদের একখানা গান শুনুন তারপর অন্য বিষয়ের কথাবার্ত্তা হবে।

গোবিন্দ। উত্তম—তাই হোক্!

ভবানন্দ। কই গো তোমরা, জগন্নাথ দেশের রূপসীর দল!

উড়িষ্যাণী নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

গীত।

সখা বাঁশী বাজউ কাঁই!
মোরা সব কাম ছাড়ি কিড়ি আসিলু তুম্বের ঠাঁই।।
মোরা রসবতী রসের নাগরী;
তুম্বে রসিক নাগর বংশীধারি.
কিমিতি থিবা মোরা ঘরে ফিরি ভাবিচি তাই।।
কুল মান সবো গলা, বাড়িল প্রাণের জ্বালা,
আস হে নটবর প্রেমের গোঁসাই।।

[প্রস্থান।

ভবানন্দ। চমৎকার! চমৎকার!

গোবিন্দ। পিতা পর্য্যন্ত দাদার পক্ষপাতী। বল দেখি ভবানন্দ, এ কি কম আপশোষের কথা! ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে পিতাকে হত্যা ক'রে।

ভবানন্দ। চুপ! চুপ! কেউ শুন্‌তে পেলে এখনি হিতে বিপরীত হয়ে উঠবে। ঢাকী ঢুলি সব বিসর্জ্জন যাবে। ওদিকের কিছু সংবাদ শুনেছেন?

গোবিন্দ। কই না।

ভবানন্দ। তা কেন শুনবেন! তবে শুনুন—বড় মহারাজ যে বিষয় সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে কাশী চলে গেলেন।

গোবিন্দ। বিষয় ভাগ?

ভবানন্দ। হ্যাঁ বিষয় ভাগ। বড় রাজকুমার পেয়েছেন রাজ্যের দশ আনা, আপনার পিতা পেয়েছেন ছয় আনা।

গোবিন্দ। এ ঠিক ভাগ হয়নি ভবানন্দ। আমার পিতার অক্লান্ত পরিশ্রমের এ রাজ্য—এ সম্পদ—এ ঐশ্বর্য্য! তখন ছ-আনা মাত্র আমার পিতার!

ভবানন্দ। আমিই ভাগ ক'রে দিয়েছি। বড় মহারাজা আমায় ভাগ ক'রে দিতে বললেন।

গোবিন্দ। তুমি পক্ষপাত ক'রেছ ভবানন্দ।

ভবানন্দ। না—না রামচন্দ্র। দেখুন ছ-আনা অংশ হলে কি হয়, ওর মূল্য দশ আনার চেয়েও অনেক বেশী। একা চাকসিরি পরগণা দশ আনার মূল্যের চেয়েও অনেক বেশী মূল্যের! যে প্রকৃত চালাক হবে সে সব ছেড়ে দিয়ে ওই এক চাকসিরি পরগণা নেবে।

গোবিন্দ। তাহ'লে আমাদের জিৎ হয়েছে?

ভবানন্দ। নিশ্চয়ই হয়েছে (স্বগত) ওই চাকসিরি হ'তেই আগুন জ্বলবে! রায় বংশ ধ্বংস হবে! মা! মা! দেখিস্ মা আশা যেন পূর্ণ হয়।

গোবিন্দ। আচ্ছা ভবানন্দ! বড়দাদা এরূপ ভাগে সন্তুষ্ট হয়েছে? ছ আনা—আর দশ আনা।

ভবানন্দ। সন্তুষ্ট যথেষ্ট হয়েছে—কিন্তু—

গোবিন্দ। আবার কিন্তু কি?

ভবানন্দ। সেই শঙ্কর চক্রবর্ত্তী জেদ ধরেছে—চাকসিরি পরগণা বড় রাজকুমারকে নিতেই হবে। আগুন—আগুন ওইখানেই আগুন জ্বলবে।

গোবিন্দ। তাতে আর হয়েছে কি? আমাদের তো দশ আনা হবে।

ভবানন্দ। আপনি একটি—হ্যাঁ দেখুন, চকসিরি পরগণা নৌবহর ও রণসম্ভার রাখবার উপযুক্ত স্থান, বড় রাজকুমার যে রকম যোদ্ধা তাতে যে সহজে চাকসিরি ছেড়ে দেবে ? এতো মনে হয় না।

গোবিন্দ। আমার পিতা যদি চকসিরি বড়দাদাকে ছেড়ে দেয়, তাহ'লে—

ভবানন্দ। উ—হুঁ! তা হবে না। আপনার পিতা তা ছাড়বেন না।

গোবিন্দ। তুমি কি ক'রে বুঝলে ?

ভবানন্দ। মা কালী আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। আবার ইচ্ছামতী ও যমুনার নিকটবর্ত্তী ধূমঘাট নামক স্থানে বড় রাজকুমার রাজধানী তৈরী করতে লেগে গেছেন, আর ও ধূমঘাট প্রবেশের প্রধান রাস্তাই হচ্ছে চাকসিরি।

গোবিন্দ। তা হ'লে চাকসিরি যাতে বড়দাদা না পায়, তুমি তার যথেষ্ট চেষ্টা করবে ভবানন্দ! বাবাকেও বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেবে, কারণ বাবার তো আর কোন ভালমন্দ জ্ঞান নেই—বড়দাদা চাইবে, বাবাও দিয়ে দেবে। বাবার জন্যই তো বড়দাদা এতটা বেড়ে উঠেছে। দাদার বেলায় একটী কথা নেই, আর আমরা কিছু বললে একেবারে জ্বলে উঠেন।

ভবানন্দ। যাক্ তার জন্য ভাববেন না, চকসিরি বড় রাজকুমারকে কিছুতেই দেওয়া হবে না, আর ভবানন্দ দিতেও দেবে না। ছোট মহারাজ ওই চাকসিরি পরগণা গোবিন্দদেবের নামে উৎসর্গ করবার সঙ্কল্প করেছেন।

গোবিন্দ। দেখি, বাবা যদি বড়দাদাকে চাকসিরি পরগণা দিয়ে দেয়, তাহ'লে জেনো ভবানন্দ, আমি আর চুপ ক'রে থেকে বাবার অন্যায়টাকে সহ্য করবো না, প্রকাশ্যে বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।

ভামিনী দেবীর প্রবেশ।

ভামিনী। দাঁড়াবে পিতার বিরুদ্ধে ? চমৎকার! এমন না হলে

পুত্র! আর এই পুত্রের জন্যই পিতামাতার শত কাতর প্রার্থনা দেবতার চরণে। বাঃ কুলাঙ্গার! পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি তোমার হয়েছে, তা এখন হবে বৈকি? এখন বড় হয়েছ—জগৎ চিনেছ—ভাল মন্দ বুঝে নিতে শিখেছ—এখন পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি হবে বৈকি? ভবানন্দ! তুমিও দেখছি অনলে ঠিক ইন্ধন জুগিয়ে দিচ্ছ। অকৃতজ্ঞ! এমনি ভাবেই কি পরের সর্ব্বনাশ করতে হয়? যার অন্ন এখনো পর্য্যন্ত তোমায়, তোমার পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাঁর সেই অন্নের স্বাদ তুমি ভুলে গিয়ে তাঁরই অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয়েছ! চমৎকার! প্রভুর প্রতি ভৃত্যের কর্ত্তব্য! স্বার্থপর—বেইমান! যাও দূর হও—বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও বলছি।

ভবানন্দ। আজ্ঞে—আজ্ঞে, আমার দোষ কিছু নেই এই—

ভামিনী। বেরিয়ে যাও—কোন কথা শুনতে চাই না।

ভবানন্দ। আজ্ঞা মহারাণী—এই যাচ্ছি—এই যাচ্ছি— [প্রস্থান।

ভামিনী। গোবিন্দ! তুমি এখনো সাবধান হও। নচেৎ তোমার পরিণাম বড় ভয়ানক হ'য়ে দাঁড়াবে। তোমার স্বার্থপরতাকে—তোমার হিংসা দ্বেষকে—তোমার দুর্বুদ্ধিকে বহুদিন হ'তে ক্ষমা ক'রে আসছি—বোধ হয় আর পারবো না। তোমার মত কুপুত্রের জন্য আমি তো দেবতার কাছে একটি দিনও কামনা করিনি—তবে কেন আজ এই কুপুত্রের মা হ'য়ে দিবারাত্র জ্বলে মরছি। পূর্ব্বে যদি জানতে পারতুম, তাহলে হয়তো এত দিন তোমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকতো না।

গোবিন্দ। তাহলে তুমি কি বলতে চাও মা, পিতার এই পক্ষপাতকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় ক'রে তুলবো? বয়সের আধিক্যে পিতার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে—পুত্র উপযুক্ত। প্রতিবিধান করবে না কি তার?

ভামিনী। পিতার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়নি, হয়েছে তোমার! হিংসায়

তুমি পাগল হ'য়ে প'ড়েছ। তোমার মনুষ্যত্ব অনেক দূরে চলে গেছে। তুমি আলেয়ার ধাঁধায় প'ড়ে মরুভূমির দিকে ছুটে চ'লেছ, তোমার বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান কিছুই নেই। তুমি এখন বদ্ধ পাগল। পিতার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়েছে আর তুমি হয়েছ উপযুক্ত পুত্র? হাসালে গোবিন্দ!

গোবিন্দ। ত' না হলে বড়দাদার উপর পিতার এত ভালবাসা কেন? আর তুমিও প্রতাপ ব'লতে অজ্ঞান হ'য়ে যাও। দেখ্‌তে পাচ্ছোনা বড়দাদার জন্য রাজ্যে কি অশান্তি উপস্থিত হ'য়েছে? তবু তোমাদের চৈতন্য নাই?

ভামিনী। মূর্খ তুমি, তাই এই কথা বল্‌ছো! প্রতাপের উপর স্নেহ ভালবাসা কার না নেই? সারা বাংলা আজ প্রতাপের জন্য নেচে উঠেছে, সমস্ত বাঙ্গালী আজ প্রতাপের আত্মত্যাগের অপূর্ব্ব আদর্শে মুগ্ধ হ'য়ে তাদের চেতন হারা প্রাণে আবার জাগরণের দুন্দুভি বাজিয়ে দিয়েছে। বাংলার রত্ন—বাংলার রবি—বাংলার গৌরব মুকুট সেই প্রতাপকে ভাল না বেসে তোমার মত কাপুরুষ, নীচমনা পিশাচকে ভালবাসতে হবে? অমূল্য মানব জন্ম পেয়ে—ওরে ভীরু! জন্মের কি সার্থকতা দেখাচ্ছ? পশুর মত খাচ্ছো আর ঘুমাচ্ছো—কাজের কি ক'রেছ? যে কাজ ক'রলে তুমি এই জগতে অমর হয়ে থাকবে, সে কাজের কি ক'রেছ? যে মাটীতে জন্মেছ, যার ফলে জলে তুমি মানুষ হ'য়েছ, পিতামাতার চেয়েও সে যে চিরবন্দনার! তার কি ক'রেছ? আর আমার প্রতাপচাঁদ ঐশ্বর্য্যসম্পদ আত্মসুখ সমস্ত ত্যাগের পায়ে বিলিয়ে দিয়ে সেই জন্মভূমির পূজার জন্য—স্বদেশবাসীর সুখের জন্য, আজ কি ভাবে দুরন্ত দুর্ভাগ্য-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে। ইচ্ছা হচ্ছে না তোমার, তারি মত মায়ের পূজায় নেচে উঠি? মাতৃসেবার জন্য আজ যদি প্রতাপের মৃত্যু হয়, তাও যে আমাদের স্বর্গসুখের হবে, আর প্রতাপের মত পুত্র যেন বাংলার ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করে, তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনাও করবো।

গোবিন্দ। কিন্তু আমি তা পারবো না। পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও কুণ্ঠিত হবো না।

ভামিনী। বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার! এই কে আছিস্, বন্দী কর্ কুলাঙ্গারকে—বন্দী কর্ শয়তানকে! না-না, বন্দী কর্‌তে হবে না, আমিই ওকে স্বহস্তে হত্যা কর্‌বো, অস্ত্র—একখানা অস্ত্র, ওরে কে আছিস্, আমায় একখানা অস্ত্র দিয়া যা, আমি এই বংশের কালরাহুকে শেষ ক'রে ফেলি।

গীতকণ্ঠে ব্রতচারীর প্রবেশ।

ব্রতচারী। **গীত।**

তোর পায়ের ধূলো দে মা আমায়
আমি নিয়ে যাই মা মাথার করে।
ওই স্বর্ণ রেণু ছড়িয়ে দেবো—
এই বাংলার ঘরে ঘরে॥
তোর মত মা পায় যেন—
এই কাঙাল দেশের ছেলে মেয়ে,
তবেই তারা মানুষ হবে তোর মত মা—মাটি পেয়ে,
থাক্‌বে না আর দুঃখ জ্বালা,
পর্‌বে না আর বিষের মালা,
বন্দী হওয়ার কাটবে নেশা, রইবে না আর ঘুমের ঘোর।

[প্রস্থান।

ভামিনী। একখানা অস্ত্র আমায় দে, আমি কুপুত্রের মা হ'য়ে সারা জীবন জ্বলে ম'রব না।

বসন্ত রায়ের প্রবেশ।

বসন্ত রায়। এই নাও—এই নাও অস্ত্র রাণি। হত্যা কর—হত্যা কর কুপুত্রকে! (ভামিনীকে অস্ত্র প্রদান)

ভামিনী। আয়—আয় কুলাঙ্গার! তোর পাপের খেলা আজ শেষ ক'রে দিই। (গোবিন্দকে হননোদ্যতা)

গোবিন্দ। মা! মা! আমায় ক্ষমা কর। (ভামিনীর পদতলে পতন)

ভামিনী। ক্ষমা! তোকে ক্ষমা ক'রবো? না—না, ক্ষমা করতে পারবো না। তোকে ক্ষমা করলে আমার মা নামে যে কলঙ্কের ছাপ প'ড়বে। মরণই তোর মঙ্গল।

গোবিন্দ। মা! মা! আর এমন কাজ ক'রবো না মা! পিতা! পিতা! (বসন্ত রায়ের পদতলে পতন)

বসন্ত রায়। হাঃ—হাঃ—হাঃ! যা—যা—দূর হ'—দূর হ'ও কুপুত্র! (পদাঘাত)　　[গোবিন্দের পলায়ন।

ভামিনী। ওকে ছেড়ে দিলে মহারাজ?

বসন্ত রায়। ও যদি মানুষ হয় রাণি! ভ্রমের বশে পা পিছলে অনেকে প'ড়ে যায়, কিন্তু আবার সে উঠে। যাক্ শোন রাণি! আমি তোমার একটা অভিমত জানতে চাই?

ভামিনী। কি অভিমত মহারাজ?

বসন্ত রায়। উড়িষ্যা হতে প্রতাপ যে গোবিন্দদেবের বিগ্রহ এনেছে, আমি সেই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর নামে আমার চাকসিরি পরগণা উৎসর্গ ক'রবো।

ভামিনী। এতো শুভসঙ্কল্প তাতে আর আমার অভিমত কি?

বসন্ত রায়। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে রাণি!

ভামিনী। কি কথা মহারাজ?

বসন্ত রায়। দাদা আমায় রাজ্য ভাগ করে দিয়ে কাশীবাসী হলেন। বড়দুঃখ হ'চ্ছে রাণি, উপযুক্ত ভাই হ'য়ে দাদার সেবা ক'রতে পারলুম না। ভবিষ্যতে পাছে গৃহবিচ্ছেদে সব ধ্বংস হয় এই আশঙ্কায় দাদা নিজের হাতে রাজ্য ভাগ ক'রে দিয়ে গেলেন। আমি পেলাম ছ' আনা, প্রতাপ পেলে দশ আনা; আমি তাতে সন্তুষ্ট হ'য়েছি, কিন্তু এখন দেখছি সে ভাগ বিষময় হ'য়ে উঠছে।

ভামিনী। কেন ? কেন ?

বসন্ত রায়। প্রতাপ বোধ হয় চাকসিরি পরগণার জন্য আমায় অনুরোধ ক'রবে তবে কতদূর সত্য-মিথ্যা তা জানি না, চাকসিরি পরগণা যে আমি গোবিন্দদেবের নামে মনে মনে উৎসর্গ ক'রে রেখেছি. প্রতাপ চাইলে আমি কি ক'রে দেবো ? যদি না দিই তাহলে ভবিষ্যতে কুফল ফলতে পারে. কারণ প্রতাপ যে রকম—

ভামিনী। না—না, তার জন্য চিন্তা নেই ! প্রতাপ কেন চাকসিরি চাইবে ? যদি চায় দিয়ে দেবে। সবই যখন তাকে দিয়েছ তখন সামান্য চাকসিরি নিয়ে আর কি হবে।

বসন্ত রায়। সবই দিয়েছি প্রতাপকে। বসন্ত রায় বিশ্বের ঘরে আজ দেউলে। তবু—তবু. না রাণি, আমি প্রতাপকে চাকসিরি দেবো না। দেবতার নিবেদিত সম্পদ আমি কাউকে দিতে পারবো না। [প্রস্থান।

ভামিনী। এ আবার কি হলো ? তবে কি এই ধ্বংসের সূচনা ! তুচ্ছ একটা পরগণা নিয়ে গৃহবিচ্ছেদের প্রবল আগুন জ্বলে উঠবে আর সেই আগুন কি পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে. এই সোনার যশোর ! মা যশোরেশ্বরী ! তোমার যশোর তুমিই রক্ষা কর। [প্রস্থান।

প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। ক'রলে কি প্রতাপ. আমায় কিছু না জানিয়ে ওইরূপ ভাবে সম্মতি দান করলে ?

প্রতাপ। খুব ভুল ক'রে ফেলেছি শঙ্কর। কিন্তু এখন উপায় কি ? ভাগের সময় আমি তো কোন প্রতিবাদ করিনি। এখন কি ক'রে চাকসিরি চাইব ? খুল্লতাত যে চাকসিরি পরগণা গোবিন্দদেব বিগ্রহের নামে উৎসর্গ ক'রবেন।

শঙ্কর। যে কোন প্রকারে চাকসিরি তোমায় নিতেই হবে ভাই ! চাকসিরি সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান, বন্দর করবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। শত্রুর

কবল হ'তে গৃহরক্ষা করতে হ'লে যেমন ক'রেই হোক্ চাকসিরি গ্রহণ ক'রতে হবে। সমস্ত সম্পত্তি দিয়েও চাকসিরি ছোট মহারাজের কাছ হ'তে নিতেই হবে।

প্রতাপ। শঙ্কর! শঙ্কর। চাকসিরি ছোট মহারাজকে দিয়ে আমি কি নির্ব্বোধের মত কার্য্য ক'রেছি। নিজের ঘর সুরক্ষিত না রেখে আমি কোন্ সাহসে পররাজ্য গ্রহণে অগ্রসর হবো? ছোটরাজা চাকসিরি কি আমায় দেবেন? একটা সামান্য ভুলের জন্য আমার সব সাধনা ব্যর্থ হবে? আমি ঐশ্বর্য্য-সম্পদ-পাপ পুণ্য-যশ-মান কিছুই চাই না ভাই, চাই শুধু আমার যশোর— চাই শুধু আমার বাংলা। কিন্তু চাকসিরি না পেলে—

শঙ্কর। ছোটরাজা যদি চাকসিরি তোমায় না দেন, তাহলে তুমি কি গৃহ বিচ্ছেদের আগুন জ্বালাতে চাও? ওই যে ছোটরাজা আসছেন, তুমি অধৈর্য্য হয়ে যেন গুরুজনের অপমান করো না।

বসন্ত রায়ের প্রবেশ।

বসন্ত রায়। প্রতাপ! প্রতাপ! বল কি জন্য তুমি আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী?

প্রতাপ। আমি একটা বড় ভুল ক'রে ফেলেছি খুল্লতাত! সে ভুলের সংশোধন আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাই।

বসন্ত রায়। বল বৎস! তুমি কি ভুল ক'রেছ?

প্রতাপ। চাকসিরি পরগণা—চাকসিরি পরগণা যে ধুমঘাট নগরের প্রবেশদ্বার, আগে আমি তা জানতুম না।

বসন্ত রায়। তাহ'লে চাকসিরি পরগণা আমাকে দেওয়া তোমার ভুল হ'য়েছে? বেশ তা হ'লে এখন কি ব'লতে চাও? রাজ্য ভাগের সম্বন্ধে আমি কোন কথা কইনি, তোমরা আমায় যা দিয়েছ, আমি তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছি, কোন প্রতিবাদ করিনি।

প্রতাপ। মার্জ্জনা করবেন খুল্লতাত! আপনি দুঃখিত হবেন না আপনি আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে মাত্র চাকসিরি পরগণা আমায় ফিরিয়ে দিন।

বসন্ত রায়। তুমি আমায় প্রলোভন দেখাতে চাও প্রতাপ? মোগল জয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে তুমি কি জ্ঞান হারিয়েছ? তুমি এতই আমায় তুচ্ছ জ্ঞান কর যে আমায় উৎকোচে ভুলাতে চাও? না আমি তোমায় চাকসিরি দেব না। গোবিন্দদেবের নামে উৎসর্গ করবার মনস্থ ক'রেছি।

শঙ্কর। মহারাজ! প্রতাপাদিত্যকে আপনার অদেয় যে কিছুই নেই? পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার হ'তে গৃহ রক্ষা করবার জন্যই প্রতাপ আপনার কাছে চাকসিরি চাইছে।

বসন্ত রায়। জলদস্যুর অত্যাচার হতে গৃহ রক্ষা করবার শক্তি বসন্ত রায়ের যথেষ্ট আছে। সে ভীরু, কাপুরুষ—হীনবীর্য্য নয়।

প্রতাপ। উত্তম—দান করুন।

বসন্ত রায়। বসন্ত রায় যখন দানের যোগ্য বিবেচনা ক'রবে, তখন দান ক'রবে।

প্রতাপ। চাকসিরি দেবেন না?

বসন্ত রায়। না—কিছুতেই না!

প্রতাপ। দেবেন না?

বসন্ত রায়। না।

প্রতাপ। পায়ে ধ'রে ভিক্ষা চাইছি খুল্লতাত! চাকসিরি আমায় দিন? চাকসিরি না পেলে আমার এ জীবন-ব্যাপী কঠোর তপস্যা যে অপূর্ণ থেকে যাবে। যে প্রতাপকে আপনি শৈশব হতে অম্লান বদনে কত কি বিলিয়ে দিয়েছেন, কত স্নেহ ভালবাসা প্রতাপকে ঢেলে দিয়েছেন, তবে আজ কেন তাকে স্নেহ দানে বঞ্চিত করছেন খুল্লতাত? দিন—দিন—চাকসিরি আমায় ভিক্ষা দিন।

বসন্ত রায়। না—না, চাকসিরি তোমায় দেবো না প্রতাপ, সে যে আমি দেবতাকে দান ক'রেছি। (প্রস্থানোদ্যত)

প্রতাপ। দেবেন না?

বসন্ত রায়। না। (প্রস্থানোদ্যত)

প্রতাপ। না, স্বার্থপর খুল্লতাত !

বসন্ত রায়। স্বার্থপর বসন্ত রায় ! হাঃ—হাঃ—হাঃ ! উদ্ধত প্রতাপ ! বসন্ত রায় স্বার্থপর ? বসন্ত রায় যদি স্বার্থপর হ'ত, তাহ'লে আজ সোনার যশোর মোগল আক্রমণে এতখানি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে প'ড়তো না। আর বসন্ত রায় তোমাদের অনুগ্রহ দত্ত ছ' আনার অংশীদার হতো না। [প্রস্থান।

প্রতাপ। হত্যা—হত্যা—আমি তোমায় হত্যা করবো বৃদ্ধ ! চাকসিরি আমার চাই—চাকসিরি আমার চাই ! [প্রস্থান।

শঙ্কর। ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা। মহাদানী বসন্ত রায় আজ এত কৃপণ ! জানি না এ ধ্বংসের পূর্ব্ব সূচনা কি না ? [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

যশোরেশ্বরী মন্দির

মঙ্গলাচার্য্য ও ভৈরবীর প্রবেশ।

মঙ্গলাচার্য্য। শত্রু দ্বারে এসে ডাক ছাড়ছে ! সারা বাংলার বুকে আজ প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হ'য়েছে—ধ্বংস-রাক্ষসী করাল রসনা বিস্তার ক'রে ওই তাথৈ তাথৈ নাচছে। মা ! মা ! যশোরের মঙ্গলদাত্রী মা ! তুই কি জাগবি না ! জেগে ওঠ, জেগে ওঠ মা, যেমন জেগেছিলি মহিষাসুর-মর্দ্দনে, শুম্ভ-নিশুম্ভ-হননে, সেইরূপ আজও জেগে ওঠ তোর নির্য্যাতিত সন্তানদের রক্ষা ক'রতে। তোর এই পূর্ণ প্রতিষ্ঠান চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রতে, তোকে নদীর জলে ফেলে দিতে মুসলমানেরা ছুটে আসছে, তোর কি মা কোন শক্তি নেই ?

ভৈরবী। মাকে জাগাও বাবা ! অসংখ্য রক্ত জবার অঞ্জলি দিয়ে

মায়ের অর্চ্চনা কর, যুক্ত করে মা মা বলে মায়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়ে দাও, দিগ-দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলে অট্টহাস্যে মা আর একবার এই দলিত বাংলার বুকে ছুটে আসুক। হিন্দুর হিন্দুত্বকে—হিন্দুর ধর্ম্মকে, বিপন্ন হিন্দুকে রক্ষা ক'রতে তাঁর অভয় বাণীতে বাংলার আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠুক। জাগাও বাবা, মাকে জাগাও! মায়ের পাষাণ মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর।

মঙ্গলাচার্য্য। বিধর্ম্মী মুসলমানের কবল হ'তে মাকে কি রক্ষা করতে পারবে ভৈরবী?

ভৈরবী। কেন পারবে না বাবা? মা যে নিজেই নিজেকে রক্ষা ক'রবেন। আর মাকে রক্ষা ক'রতে—

ত্রিশূল হস্তে গীতকণ্ঠে ব্রতচারীর প্রবেশ।

ব্রতচারী। গীত।

আমিও ধ'রেছি সংহার শূল,

খড়্গ হস্তে গীতকণ্ঠে বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। গীত।

আমিও ধ'রেছি খরশান,

লাঠি হস্তে বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ। গীত।

আমরাও ধ'রেছি মহাঅস্ত্র রাখিতে মায়ের সব্ব মান ॥

ব্রতচারী। শত্রুদলনে এ শূল আমারি;
জাগিয়া উঠিবে হুঙ্কার ছাড়ি,

বাসন্তী রঙ্গে ভঙ্গে নাচিয়া উঠিবে
আমার—এ দৃপ্ত খরশান
করিতে দানব রক্তপান,

বালকগণ। হলেও ক্ষুদ্র আমরা হিন্দু,
সহাসে মথিব শত্রু সিন্ধু,
রক্তের নদী বহাবো এখানে,
করিয়া শত্রু বলিদান॥

ভৈরবী। তবে আর ভয় কি বাবা! এইবার তুমি পূজায় বসো! যাও তোমরা মায়ের মন্দির দ্বার রক্ষা করগে। আজ হিন্দুর হিন্দুত্ব যাবে—স্মরণ রেখো তোমরা হিন্দু—আর স্মরণ রেখো তোমাদের পাষাণময়ী মাকে!

সকলে। জয় মা যশোরেশ্বরীর জয়।

[ভৈরবী ও মঙ্গলাচার্য্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভৈরবী। এইবার মায়ের পূজা আরম্ভ কর বাবা।

মঙ্গলাচার্য্য। (পূজার বাণী) নিশুম্ভ শুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
মধুকৈটভহন্ত্রী চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী।

(সহসা নেপথ্যে পিস্তলধ্বনি ও আল্লা হো আকবর শব্দ)

মধুকৈটভহন্ত্রী চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী॥

(নেপথ্যে) সনাতন। হিন্দুর দেবমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেল সৈন্যগণ—হিন্দুর অস্তিত্ব জগৎ হ'তে মুছে দাও।

(নেপথ্যে) ব্রতচারী, বাসন্তী ও বালকগণ। জয় মা যশোরেশ্বরীর জয়।

(নেপথ্যে) সনাতন। উড়িয়ে দাও—উড়িয়ে দাও সৈন্যগণ, হিন্দুদের উড়িয়ে দাও।

(নেপথ্যে) সৈন্যগণ। ইয়া আল্লা—ইয়া আল্লা! (পুনঃ পুনঃ পিস্তলধ্বনি)

ভৈরবী। ওই! ওই বুঝি শত্রুগণ মন্দিরে প্রবেশ ক'রলো বোলে। বাবা! বাবা! জাগাও—জাগাও শিগগীর তোমার মাকে জাগাও—

(নেপথ্যে) সনাতন। কাফেরদের হত্যা ক'রে ফেল—হত্যা ক'রে ফেল।

(নেপথ্যে—পিস্তলধ্বনি)

(নেপথ্যে) সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো আকবর!

সৈন্যগণ সহ সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। হাঃ—হাঃ—হাঃ! কই কোথায় হিন্দুর দেবী প্রতিমা? (ভৈরবীকে দেখিয়া চমকিত হইয়া) এঁ্যা একি?

ভৈরবী। মাকে জাগাও বাবা, মাকে জাগাও!

সনাতন কে তুমি? তুমি কি—

ভৈরবী। হিন্দুনারী!

সনাতন। তুমি যে আমার, না—না, তুমি আমার কেউ নও! আমি মুসলমান—আমি মুসলমান! না—না, একি কাল বৈশাখীর ঝড় উঠ্‌লো —সত্যই আমি কি মুসলমান? আমি—আমি মুসলমান! আমি হিন্দুর শত্রু! স্মৃতি—স্মৃতি! দূরে—দূরে—বহুদূরে চলে যাও। প্রতিহিংসা। উত্তাল বন্যার মত ছুটে এস। নির্ম্মম নিষ্ঠুর হিন্দুকে আজ জাহান্নমে পাঠিয়ে দাও। হিন্দুর দেবদেবীকে শত চূর্ণ ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে দাও—

ভৈরবী। (খড়্গ লইয়া) ভয় নেই—পূজা সাঙ্গ কর বাবা! মুসলমান সাবধান! আর এগিয়ে এসো না, দেখবে এখনি মায়ের রক্তপিপাসা কত ভয়ঙ্করী।

সনাতন। প্রতিমা!

ভৈরবী। কে? কে ডাকে! কার কণ্ঠস্বর? তুমি আমায় ডাকছ? কে তুমি? কোথাকার তুমি? না—না, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই! চুপ কর—চুপ কর! একি? একি? প্রাণের ভেতর একি ব্যাকুল উন্মাদনা? আমি কাঁপছি, জগৎটাও থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে, হাতের খড়্গ যে টলে পড়ে। একি! ওকি অতীতের সেই মধু মিলনের ছবিখানা কে আমার চোখের সামনে তুলে ধ'রেছে! আমি দেখবো না—দেখবো না—

সনাতন। একি আবেগ আগ্রহ—একি আকর্ষণ! আমি কোন্ দিকে যাই? প্রতিমা! প্রতিমা! একটিবার আমার কাছে—না—না,

আমি মুসলমান—আমি বিধর্ম্মী হিন্দুর শত্রু—চূর্ণ কর—চূর্ণ কর সৈন্যগণ হিন্দুর দেবী প্রতিমা!

ভৈরবী। চলে যাও—চলে যাও হিন্দুর শত্রু! নইলে আজ সৃষ্টির বুকে এক অভিনব অভিনয় হবে!

সনাতন। প্রতিমা! মনে পড়ে? হিন্দুর দুর্জ্জয় কশাঘাতে তোমার কি ভীষণ পরিণাম—আমারও কি কঠোর নিগ্রহ লাঞ্ছনা? সরে যাও—বাধা দিও না।

ভৈরবী। মনে পড়ে তুমিই না সে দিন ব'লেছিলে—"প্রতিমা! যদি মাটীর সেবায় জীবন উৎসর্গ ক'রেছ, তবে মাটীর সেবার জন্য জীবন বলিদান দাও" মনে পড়ে? এটা কি আমার মাটীর সেবা নয়? তবে কি জন্য আজ চ'লে যাবো?

মঙ্গলাচার্য্য। মায়ের পূজা শেষ হয়েছে মা। এইবার চাই বলিদান!

ভৈরবী। বলি যে এই সম্মুখে বাবা!

মঙ্গলাচার্য্য। বাঃ—বাঃ! চমৎকার! ওরে—ওরে! তোরা সব ছুটে আয়, মায়ের বলিদান দেখে যা। আর, আমার লঠিগাছটা নিয়ে আয়—

লাঠিহস্তে রহিম, মামুদ ও সুন্দরলালের প্রবেশ।

সুন্দরলাল। এই নাও সর্দ্দারজী!

মঙ্গলাচার্য্য। এস এস এইবার হিন্দুর শত্রু! দেখি তুমি কত শক্তিমান!

সনাতন। মেরে ফেল—মেরে ফেল হিন্দুদের! ওরা নির্দ্দয়—ওরা পাষাণ—ওদের দেবদেবীগুলোও স্বার্থপর!

সৈন্যগণ। ইয়া আল্লা! ইয়া আল্লা! (উভয় পক্ষের যুদ্ধ)

মঙ্গলাচার্য্য। মা! মা! রক্ষা কর তোর বিপন্ন সন্তানগণকে।

ভৈরবী। ওরে কে কোথায় আছিস্ হিন্দু! হিন্দুকে রক্ষা কর—হিন্দুর ধর্ম্ম মান রক্ষা কর!

শঙ্কর ও প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। ভয় নেই—ভয় নেই মা! হিন্দুর ধর্ম্ম—মান চির অটুট থাক্‌বে।

ফজলুখাঁর প্রবেশ।

ফজলু। খোদা তা চায় না হিন্দু! খোদা চায় হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ ক'রে ইসলামের গর্ব্ব মান বাড়িয়ে তুলতে!

ঈশাখাঁর প্রবেশ।

ঈশাখাঁ। তা হ'লে তোমার সেই খোদাকে ডেকে নিয়ে এস মুসলমান একটিবার, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো তিনি সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা, ন্যায়ের বিচারক কি না? আর এই হিন্দুর সৃষ্টিকর্ত্তা কে?

ফজলু। আবার আপনি মুসলমান হ'য়ে মুসলমানের কার্য্যে বাধা দিতে এসেছেন নবাব! এবার আপনি অব্যাহতি পাবেন না। প্রবল পরাক্রান্ত আজিম খাঁ বাংলায় উপস্থিত হ'য়েছেন। বারবার জাতিদ্রোহিতার জন্য আপনাকে সমুচিত দণ্ড নিতে হবে।

ঈশাখাঁ। মানুষকে মানুষ কতখানি দণ্ড দিতে পারে নায়েব? ভগবান যদি বিরূপ না হন, মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি কতক্ষণ টিক্‌তে পারে? ধর্ম্ম সবাইকার সমান। যারা নিজের ধর্ম্মকে বড় ক'রে গড়ে তুলতে চায়, তারা নিজের সর্ব্বনাশকে নিজেরাই ডেকে আনে, এ অতি সত্য কথা নায়েব! চলে যাও নায়েব! বল গিয়ে তোমার প্রভু আজিমখাঁকে হিজলীর নবাব ঈশাখাঁর এই জাতিদ্রোহিতার কথা। যদি তিনি প্রকৃত মানুষ হন তা'হলে কখনই তিনি পরের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপের আদেশ দেবেন না, আর এই জাতি-দ্রোহী ঈশাখাঁকেও শত্রু ব'লে মনে ভাববেন না।

ফজলু। আমরা আজ আপনার কোন কথাই শুন্‌বো না।

মঙ্গলাচার্য্য। তা শুন্‌বে কেন শয়তান! সে দিন করযোড়ে হিন্দুর কাছে জীবন ভিক্ষার কথা কি ভুলে গেছ?

রহিম। বেইমান! বেইমান! এইবার বুঝুন ঠাহুর বাবা! কুকুর কি কহনো জুতা খাইবার কথা বুইল্যা যায়?

মামুদ। হুকুম কর সর্দারজী!

সুন্দরলাল। ওদের মাথাগুলো ছিঁড়ে নিই!

শঙ্কর। নায়েব! নায়েব! আজ আর তোমাদের পরিত্রাণ নেই! নিয়তি আজ তোমাদের ডেকে এনেছে এই মাতৃমন্দিরে।

ঈশাখাঁ। চ'লে যাও নায়েব।

ফজলু। এদের ছেড়ে দিয়ে?

প্রতাপ। শুধু ছেড়ে দিয়ে নয়, দন্তে তৃণ ধ'রে তবে চ'লে যাও। তোমরাও মুসলমান, আর এই হিজলীর নবাব ঈশাখাঁও মুসলমান! কিন্তু চেয়ে দেখ নায়েব,—কেন মুসলমানের পদতলে আজ হিন্দু মাথা নুইয়ে দিচ্ছে! হিন্দুর শত্রু হ'লেও হিন্দু চিরদিন আদরে শ্রদ্ধা পুলকিত অন্তরে এই মুসলমানকে বুকে টেনে নেবে। (ঈশাখাঁসহ আলিঙ্গন)

হিন্দুগণ। জয় হিজলীর নবাব ঈশাখাঁর জয়।

শঙ্কর। বল—বল নায়েব! দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান এখন কতখানি?

ফজলু। বটে! নেয়ামৎ! নেয়ামৎ! বধ কর—বধ কর কাফেরদের। ভয় নেই লক্ষ সৈন্য আমাদের।

সৈন্যগণ। ইয়া আল্লা! ইয়া আল্লা!

হিন্দুগণ। জয় মা যশোরেশ্বরীর জয়!

[সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(নেপথ্যে—মুহু মুহু পিস্তলধ্বনি)

প্রতাপ, শঙ্কর, মঙ্গলাচার্য্য, সুন্দরলাল, রহিম, মামুদ, ও ঈশাখাঁর প্রবেশ।

ঈশাখাঁ। পালিয়েছে—পালিয়েছে শত্রুর দল! আর ভয় নেই যশোরেশ্বর!

প্রতাপ। ক'রলে কি নবাব! হিন্দুকে রক্ষা ক'রতে এসে নিজের

বিপদকে ডেকে আন্‌লে! প্রবল পরাক্রমশালী বাদশার সেনাপতি আজিমখাঁর কবলে প'ড়ে হয়তো তোমার—

ঈশাখাঁ। নবাবী চলে যাবে? তা যাক্‌ রাজা! যা সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসিনি, তার জন্য আর মায়ামমতা কি? নবাবী আমার সঙ্গে যাবে না, যা আমার সঙ্গে যাবে, আমি তাই নিয়ে যাবো রাজা! তুচ্ছ নবাবীর জন্য আমি অমূল্য সম্পদ হারিয়ে বেহেস্তের পথে কাঁটা ছড়াবো না! খোদা দিয়েছেন মানুষকে বুকভরা ভালবাসা—হৃদয় ভরা প্রেম—প্রাণভরা অনুরাগ! মানুষ যদি মানুষকে ঘৃণা ক'রে তাহলে সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে কি?

(নেপথ্যে)—সনাতন। প্রতিমা! প্রতিমা! আমি যে তোমার স্বামী!

(নেপথ্যে)—ভৈরবী। দশ ও দেশের কল্যাণে আমি এখন সব ভুলে গেছি।

(নেপথ্যে)—সনাতন। ওঃ—ওঃ—প্রাণ যায়!

(নেপথ্যে)—ভৈরবী। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

সকলে। ওকি! ওকি!

সনাতনের ছিন্নমুণ্ড লইয়া রক্তাক্ত কলেবরে ভৈরবীর প্রবেশ।

ভৈরবী। হাঃ—হাঃ—হাঃ। ধর—ধর মা যশোরেশ্বরী! তোমার চরণ সেবিকা দাসীর ক্ষুদ্র পুষ্পাঞ্জলি।

মঙ্গলাচার্য্য। এ্যাঁ! একি—একি মা! কার এ ছিন্ন মুণ্ড?

ভৈরবী। আমার স্বামীর!

মঙ্গলাচার্য্য। তোর স্বামীর?

ভৈরবী। হ্যাঁ আমার স্বামীর! হিন্দু সমাজের অত্যাচারে স্বামী আমার মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছিল। সরকারে চাকরীও পেয়েছিল। আজ এসেছিল এখানে হিন্দুর প্রতি প্রতিহিংসা নিতে।

মঙ্গলাচার্য্য। উঃ! তুই তাকে হত্যা করলি মা?

ভৈরবী। কি ক'র্‌বো বাবা! আমি যে দশ ও দেশের সেবায় আত্ম নিয়োগ করেছি!

মঙ্গলাচার্য্য। ধন্য—ধন্য তুই মা! ধন্য তোর দশ ও দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ! জেগেছে—জেগেছে এতদিনে আমার পাষাণী মা জেগেছে! মা। মা! তোর দুর্ব্বল পুত্রদের তুই রক্ষা কর! কোথায় তুমি বিশ্বশিল্পী! এই মাতৃমূর্ত্তির ছবিখানা এঁকে নাও, এ ছবি যে তোমার শিল্প মন্দিরে নেই।

ইশাখাঁ। মা! মা! পুত্রের অধিকার নিয়ে আমি তোমায় সেলাম ক'রছি মা! আমি যেন বাংলার ঘরে ঘরে তোদের মত মাতৃমূর্ত্তি দেখতে পাই!

ভৈরবী। আমিও যেন তোমার মত আদর্শ পুত্রের মা হ'তে পারি। আশীর্ব্বাদ করি পুত্র তুমি কীর্ত্তিমান হও। (ইশাখাঁকে বক্ষে ধারণ)

ইশাখাঁ। তাহ'লে এখন আসি রাজা! যতদিন বাংলার কেশরী প্রতাপ, বাংলায় বেঁচে থাক্‌বে ইশাখাঁও ততদিন এম্নি ভাবেই তাকে সাহায্য ক'র্‌বে অভেদ জ্ঞানে—বুকের ভালবাসা দিয়ে—হৃদয়ের রক্ত দিয়ে। সে মুসলমান হলেও—তার জন্ম যে এই বাংলার মাটিতে। [প্রস্থান।

প্রতাপ। বল—বল ভাই সব, জয় মা যশোরেশ্বরীর জয়! জয় মা বাংলার জয়।

সকলে। জয় মা যশোরেশ্বরীর জয়—জয় মা বাংলার জয়।

প্রতাপ। তবে ছুটে চল ভাই সব, বাংলার বাঙ্গালী! আজ তোমাদের মাতৃপূজার শুভ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে, ঐক্যের অস্ত্র হাতে নিয়ে দেশমাতৃকার জয়ধ্বনিতে আকাশ পাতাল প্রকম্পিত ক'রে সিংহের বিক্রমে শত্রু দলনে ছুটে চল। আর তুমিও এস মা শক্তিময়ী নারী! শক্তিহীন বাঙ্গালী পুত্রদের পেছু পেছু মহাশক্তির অভয় বাণী নিয়ে। তাদের মানুষ ক'রে গড়ে তোল পশুত্বের আবরণ শত ছিন্ন ক'রে।

সকলে। জয় মা বাংলা নারীর জয়

গীতকণ্ঠে ফুলের মালা ও অসি লইয়া হিন্দু-মুসলমান বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ। গীত।

ওগো বাংলার নারী বাংলার নারী।
তোমার পায়ে প্রণাম করি প্রণাম করি ॥
যেন তোমায় কোলে আমরা সবাই
জন্ম জন্ম আস্‌তে পারি।
তুমি মোদের আশিস্ দিও,
সুখে দুঃখে কোলে নিও,
আমরা যেন মানুষ হয়ে
তোমায় সুখে রাখতে পারি ॥

(ভৈরবীকে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিল ও অস্ত্র হাতে দিল)

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বসন্ত রায়ের প্রাসাদ প্রাঙ্গণ

চিন্তামগ্ন বসন্ত রায়।

বসন্ত রায়। ঝড় উঠেছে—ঝড় উঠেছে! ইচ্ছামতির বুকে ষাঁড়া-ষাঁড়ির বান ডাকছে, প্রবল ভূমিকম্পে আমার সোনার যশোর ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছে। ওই—ওই! ধ্বংস-রাক্ষসী লোল রসনা বিস্তার ক'রে ছুটে আস্‌ছে। গেল—গেল বসন্ত রায়! তোমার চির সাধের সোনার যশোর বুঝি ধ্বংস হ'য়ে গেল! প্রতাপ! প্রতাপ! ক'রলে কি প্রতাপ? না—না, তুমি আমাদের মুখ উজ্জ্বল ক'রে তুলেছ, দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতিকে আজ গরীয়ান ক'রে তুলেছ! তুমি যে সত্যই মাতৃভক্ত, বাংলার ছেলে বাঙ্গালী ধ্বংসের কবলে প'ড়ে সোনার রাজ্য ছারখার হ'য়ে যাচ্ছে, তা চোখে দেখেও, অভিশাপের মন্ত্র ভুলে গিয়ে আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ না ক'রে থাকতে

পারিনে। আবার যেন অস্থিরতা এসে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিচ্ছে! কে—কে তুমি, কি বল্‌ছো? সব যাবে—সব যাবে!

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। সব যাবে মহারাজ—সব যাবে! আপনার সোনার যশোর স্রোতের আবাস হবে। আজিমখাঁ নিহত, এই সংবাদ শুনে বাদশা যশোর ধ্বংস ক'রতে পাঠিয়েছেন, মানসিংহকে! তিনি যশোর উপকণ্ঠে উপস্থিত, সঙ্গে দুই লক্ষ সৈন্য ঈশ্বরীপুরে এসে ছাউনী ফেলেছেন। এই বার সব শেষ হ'য়ে যাবে মহারাজ। এখনো প্রতিকার করুন।

বসন্ত রায়। প্রতিকার! আমি কি তার প্রতিকার ক'রতে পারি ভবানন্দ! আমার কোন শক্তি নেই, আমি নির্জ্জীব—আমি নিষ্প্রাণ হাঃ—হাঃ—হাঃ!

ভবানন্দ। আপনি "গঙ্গাজল" দিগ্বিজয়ী অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়ান! প্রতাপকে শাস্তি দিন, বন্দী ক'রে বাদশার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে যশোরকে রক্ষা করুন।

বসন্ত রায়। তাহ'লে প্রতাপের শাস্তির পূর্ব্বে তোমাকেই শাস্তি দেওয়াই উচিৎ। বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য! যাও—যাও, বসন্ত রায় প্রতাপকে শাস্তি দেবে, তাকে বন্দী ক'রে বাদশার কাছে পাঠাবে! বসন্ত রায়কে তুমি একটা নির্ম্মম ব'লে মনে কর ভবানন্দ? তুমি কি জানো, প্রতাপ আমার কে? যাক্—যাক্ সব যাক্ সব যাক্, আমি কিছুই চাইনে, চাই শুধু আমার প্রতাপকে। যাও ভবানন্দ! চ'লে যাও এখান হ'তে—আমি যে বড় ভুল ক'রে তোমায় কর্ম্মে নিযুক্ত করেছিলাম।

ভবানন্দ। আজ্ঞে আমি—

বসন্ত রায়। দূর হও! তুমি আমার সোনার সংসারটা ছারখার ক'রে দিলে? স্বার্থের জন্য মানুষ যে এত ভীষণ হয়, আমি তা জানতুম না পিশাচ! ওঃ!

ভবানন্দ। (স্বগত) পিশাচ? ভবানন্দ পিশাচ? হাঃ—হাঃ—হাঃ রাবণ কখনো ধ্বংস হ'তো না, যদি না থাকত গৃহশত্রু বিভীষণ! [প্রস্থান।

বসন্ত রায়। জগতে বিশ্বাস করি কাকে! ভবানন্দ! তোমার চাটুবাণীতে তুমি সবাইকে ভুলাতে পারবে, কিন্তু বসন্ত রায়কে ভুলাতে পারবে না। প্রতাপ—প্রতাপ! তোমার বৃথা চেষ্টা! কুম্ভকর্ণের নিদ্রা নিয়ে যে জাতি এতদিন আলস্যের সুখ শয্যায় নিদ্রা যাচ্ছিল, তুমি তার সেই নিদ্রাকে একদিনেই ভাঙ্গিয়ে দেবে? এ তোমার বাতুলতা। যে জাতির ঘরে ঘরে বিভীষণের মত ভাই বর্ত্তমান, সে জাতির তুমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রবে প্রতাপ? শের খাঁ পরাজিত—আজিম খাঁ নিহত—আবার এসেছে মানসিংহ। তুমি কতক্ষণ তোমার শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দেবে প্রতাপ! না আর আমি ভাবতে পারছিনে! ভগবান! তুমি আমায় মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও—আমি শান্তির সাগরে ডুবে যাই।

ভামিনীদেবীর প্রবেশ।

ভামিনী। মহারাজ! মহারাজ! যশোর যে যায়, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মানসিংহ যে যশোরের দ্বারে উপস্থিত। এ বিশ্বাসঘাতকতা কে ক'রলে? চাকসিরি দিয়ে ঘরে শত্রুকে কে প্রবেশ করালে

বসন্ত রায়। তা আর জেনে কাজ নেই রাণি! এখন শুধু কায়মনবাক্যে দেবতার কাছে প্রার্থনা কর, প্রতাপের জয়—প্রতাপের শক্তি—প্রতাপের দীর্ঘায়ু। পূর্ণ যেন হয় তার মাতৃপূজা, সে যেন সক্ষম হয় এই বাঙ্গালী জাতির বন্দী জীবনকে মুক্তির আলোকে নিয়ে আসতে।

ভামিনী। সজল চক্ষে দেবতার পদতলে প'ড়ে দিবারাত্র ভিক্ষা চাইছি, আমার প্রতাপচাঁদের জয় গৌরব, কিন্তু কই রাজা অন্ধকার যে সরে যাচ্ছে না। অজ্ঞাত আতঙ্ক এসে বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। মনে হ'চ্ছে—সব যাবে—সব যাবে।

বসন্ত রায়। যাক্—যাক্—সব যাক্ রাণী সব যাক্! যা হবার তাতো

হবেই। ঈশ্বর যা করেন তার উপরে মানুষের কোন হাত নেই, কিন্তু মানুষ চায় তার চেয়ে বড় হ'তে। এটা মানুষের পাগলামি ছাড়া আর কি হ'তে পারে রাণি ?

ভামিনী। প্রতাপকে তুমি চাকসিরি পরগণা ছেড়ে দাও, তুচ্ছ চাকসিরির জন্য কেন আগুন জ্বলবে ? জ্ঞাতি বিরোধের জন্যই যে এ ভারত আজ এত দীন—এত হীন। নতুবা কি পরদেশী ইসলাম এসে আজ ভারতের জয়ের আশা কেড়ে নেয় ? তুমি আর অন্য মত ক'রো না।

বসন্ত রায়। না রাণি ! আমি আর অন্য মত ক'রবো না। চাকসিরি বিষয় সম্পত্তি কিছুই রাখবো না, বসন্ত রায়ের নিজের ব'লতে যা কিছু আছে, সমস্ত আজ প্রতাপকে দান করবো সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করুক -বসন্ত রায় স্বার্থপর কঠিন কি ? তার সন্দেহে হৃদয় ভরা অন্ধকার দূর হ'য়ে যাক। বসন্ত রায় স্বার্থপর নয়, তার এ স্নেহ ভালবাসা কপটতা নয়।

ভামিনী। সত্য কথা ?

বসন্ত রায়। সত্য কথা রাণি ! আমি প্রতাপকে ডেকে পাঠিয়েছি, সে এখনি আসবে। তুমি গঙ্গাজল আর ফুল চন্দন নিয়ে এস।

[প্রস্থান।

ভামিনী। কি হবে চাকসিরিতে ? আমাদের ত' কিছুরই অভাব নেই ! আমাদের যখন সাত রাজার ধন প্রতাপ রয়েছে, তখন অভাব কি ?

[প্রস্থান।

প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ।

প্রতাপ। সত্যই কি খুল্লতাত চাকসিরি আমায় দেবেন শঙ্কর ?

শঙ্কর। নতুবা ডেকে পাঠাবেন কেন ?

প্রতাপ। আমারও আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যদি চাকসিরি না পাই তা হ'লে খুল্লতাতকে হত্যা ক'রতেও কুণ্ঠিত হবে না ! আজ যদি চাকসিরি আমার থাকতো, তাহ'লে কি ধূর্ত্ত মানসিংহ যশোরে উপস্থিত হ'তে পারতো ?

শঙ্কর। ঘরের শত্রু বিভীষণ না থাকলে মানসিংহের সাধ্য কি এখানে প্রবেশ করে? কিন্তু—

প্রতাপ। চাকসিরি না পেলে আমার সমস্ত আয়োজন যে পণ্ড হবে ভাই! এইবার যে বাঙ্গালীর ভীষণ অদৃষ্ট পরীক্ষা। একটা কথা শঙ্কর! মানসিংহ যেন এক কণা তণ্ডুল যশোর হ'তে না পায়। সৈন্যগণ যেন ক্ষুধায় ছটফট ক'র্‌তে ক'র্‌তে মরে যায়। শঠতায় বাঙ্গালীর কণ্ঠহার মানসিংহ নিয়ে যাবে? না—না, তাকে নিয়ে যেতে দেবো না।

শঙ্কর। ভবানন্দ যে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবে, তা কে জান্‌তো? সোজা পথ দিয়ে এলে, মানসিংহ কি সহজে যশোরে প্রবেশ ক'র্‌তে পার্‌তো? বন কেটে নূতন রাস্তা তৈরী ক'রে তাকে এখানে নিয়ে এলো।

প্রতাপ। শয়তান! শয়তান! শয়তানদের হত্যা কর—হত্যা কর, পাপ হবে না—পাপ হবে না। গোবিন্দ, ভবানন্দ দুজনের ছিন্নশির চাই—ছিন্নশির চাই! দেশের জন্য—ভায়ের জন্য—মায়ের জন্য যাঁদের প্রাণ কাঁদে না, তাদের মত পশুকে হত্যা করাই প্রকৃত ধর্ম্মসঙ্গত। কই কোথায় পিতৃব্য?

শঙ্কর। আচ্ছা, তুমি অপেক্ষা কর, তাঁকে সংবাদ দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! চাকসিরি দান, না কোন প্রতারণার অভিনয়?

(নেপথ্যে)—বসন্ত রায় ওরে আমার প্রতাপ এসেছে। কে আছিস, গঙ্গাজল নিয়ে আয়।

প্রতাপ। গঙ্গাজল! তাহ'লে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র! শঙ্কর! শঙ্কর! ক্ষুধিত সিংহের গহ্বরে আমায় নিয়ে এলে? বসন্ত রায় গঙ্গাজল অস্ত্র হাতে ক'রলে আমার আর রক্ষা থাকবে না। তার পূর্ব্বেই বৃদ্ধকে হত্যা করাই প্রয়োজন। আরে—আরে স্বার্থপর বৃদ্ধ! তোমার স্বার্থের অভিনয়ের আজ যবনিকা!

গোবিন্দ রায়ের প্রবেশ।

গোবিন্দ। কি তুমি আমার পিতাকে হত্যা করবে ? (অস্ত্রদ্বারা বাধা)

প্রতাপ। আরে আরে জ্ঞাতিদ্রোহী—জাতিদ্রোহী—নরপিশাচ! পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তোরি মৃত্যু হোক্। [গোবিন্দকে অস্ত্রাঘাত ও প্রস্থান।

গোবিন্দ। উঃ! মৃত্যু—মৃত্যু! [অবসন্নভাবে প্রস্থান।

(নেপথ্যে)—বসন্ত রায়। কই গঙ্গাজল কই ?

(নেপথ্যে)—প্রতাপ। এই যে গঙ্গাজল, কপট স্বার্থপর বৃদ্ধ!

বসন্ত রায়কে হত্যা, বসন্ত রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

(বসন্ত রায়ের ছিন্নশির হস্তে প্রতাপ ও তৎপশ্চাৎ শঙ্করের প্রবেশ)

প্রতাপ। হাঃ—হাঃ—হাঃ! শত্রু নিপাত ক'রেছি—শত্রু নিপাত ক'রেছি। প্রতারক বসন্ত রায়! তোমার বংশ আজ ধ্বংস ক'রবো। একটা প্রাণীও রাখবো না।

শঙ্কর। হায়! হায়! একি করলে মহারাজ! গুরুজনকে হত্যা কর্‌লে?

পুষ্প ও গঙ্গাজল লইয়া ভামিনীদেবীর প্রবেশ।

ভামিনী। কই মহারাজ! এই আমি পুষ্প আর গঙ্গাজল এনেছি। প্রতাপকে চাকসিরি দান করুন। এ্যাঁ একি! একি!............প্রতাপ! ক'রলে কি প্রতাপ ? উঃ! স্বামী! স্বামী! (মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিত হইল)

প্রতাপ। তবে কি আমি ভুল ক'রেছি ?

শঙ্কর। মস্ত ভুল! এ ভুলের আর সংশোধন হবে না মহারাজ!

ভামিনী। প্রতাপ! প্রতাপ! অকৃতজ্ঞ পুত্র! এই কি নিঃস্বার্থ স্নেহ-দানের বিনিময় ? আমরা যে তোমার জন্য সব ত্যাগ ক'রেছি! ওরে—ওরে—নির্ম্মম সন্তান! একি করলে তুমি ? পূজনীয় পিতৃব্যকে হত্যা ক'রলে ? হাতখানা একটু কাঁপলো না, অতীত দিনের কথা একটীবারও মনে পড়লো না ? পুষ্প গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে মহারাজ যে আজ তোমায় সর্ব্বস্ব দান ক'রবেন। উঃ! স্বামী! স্বামী! দেবতা আমার! তোমার প্রতাপ এসেছে, তুমি তাকে সর্ব্বস্ব দান কর।

প্রতাপ। একি মতিভ্রম হলো আমার? ওগো স্বর্গগত পিতৃব্য! তুমি আমায় অভিশাপ দিও না, আমি ভুলের বশে, না—না, আমি অকৃতজ্ঞ—নির্ম্মম জল্লাদ, তুমি আমায় অভিশাপ দাও, আমি যেন জ্বলে পুড়ে মরি।

ভামিনী। রাক্ষস—রাক্ষস! তোমার রক্ত পিপাসা আমি মিটিয়ে দেবো। আমি তোমায় অভিশাপ দেবো। তুমি আমার স্বামী পুত্রকে হত্যা ক'র্‌লে পুত্রের জন্য আমার চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল প'ড়লো না, কিন্তু স্বামীর জন্য আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। আমি তোমায় অব্যাহতি দেবো না প্রতাপ—

প্রতাপ। অভিশাপ দাও রাজরাণি! এই আমি শির পেতে দিচ্ছি। দণ্ড দাও—আমি অপরাধী।

ামিনী। অভিশাপ? না—না, অভিশাপ দেবো না, তুমি যেমন আমার স্বামীকে স্বহস্তে হত্যা ক'রেছ, আমিও তেমনি ভাবে তোমায় স্বহস্তে হত্যা ক'রে প্রতিশোধ নেবো।

প্রতাপ। এই নাও অস্ত্র রাজরাণি! (অস্ত্র প্রদান) বসিয়ে দাও, তোমার স্বামী-ঘাতকের বুকে, নিয়ে যাও উপযুক্ত প্রতিশোধ।

ভামিনী। হাঃ—হাঃ—হাঃ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! এস—এস নিষ্ঠুর! আজ তোমারই উষ্ণরক্তে স্বামীর গতায়ু আত্মার তৃপ্তি সাধন করি। (প্রতাপকে হননোদ্যতা,

শঙ্কর। রাজরাণি! রাজরাণি! ক্ষান্ত হন—ক্ষান্ত হন। বাঙ্গালীর গৌরবমান যে চিরদিনের জন্য চলে যাবে।

ভামিনী। তার চেয়ে মূল্যহীন নয় ব্রাহ্মণ! নারীর কাছে স্বামীর জীবন। সরে যাও—সরে যাও—আজ আমি দানবী—ভয়ঙ্করী দানবী, রক্ত রক্ত চাই—রক্ত চাই। হাঃ—হাঃ—হাঃ! আরে—আরে স্বামীঘাতক! আরে—আরে অকৃতজ্ঞ। (প্রতাপকে হত্যার উদ্যত) এঁ্যা একি? হস্ত

শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে। স্নেহের সাগরে একি কম্পন! কার ওই জলভরা চোখ দুটি? কার ওই শুষ্ক মুখখানি? প্রতাপ—আমার প্রতাপের? ওরে—ওরে অবোধ কুপুত্র হ'লেও, কুমাতা কখনো হয় না। (বক্ষে টানিলেন)

প্রতাপ। অধম পুত্রকে মার্জ্জনা কর মা!

ভামিনী। মার্জ্জনা? বহু মার্জ্জনা ক'রে এসেছি আবার আজ মার্জ্জনা ক'রেই চ'ললুম। জগতে মায়ের মার্জ্জনার রীতি না থাক্‌লে পুত্র কতক্ষণ বেঁচে থাক্‌তে পারে, কতখানি শক্তি তার?

[প্রস্থান।

প্রতাপ। শঙ্কর। শঙ্কর! ধর্ম্ম কর্ম্ম আমার সব গেল! ভুলের বশে অন্ধ হ'য়ে গুরুজনকে হত্যা ক'রলুম। প্রতাপের এ কলঙ্ক যে বাংলার ইতিহাসে অমর হ'য়ে থাক্‌বে। কাজ নেই—কাজ নেই আর যশোর রক্ষার—কাজ নেই আর মাটীর পূজায়! মানসিংহকে ডেকে নিয়ে এস, সে যশোর গ্রহণ করুক। আমার এ পাপের কালিমা আমি কোথায় ধুয়ে ফেলবো? ওগো—ওগো নিঃস্বার্থপরায়ণ পিতৃব্য! ওগো মহাপ্রাণ রাজর্ষি! তুমি আমায় অভিশাপ দাও—অভিশাপ দাও। প্রতাপ জহ্লাদ—প্রতাপ রাক্ষস—প্রতাপ শয়তান!

[প্রস্থান।

শঙ্কর। না—না, ওই বাংলার বুকে প্রকৃতি তার বেতার বীণায় অবিরাম অশ্রান্ত ঝঙ্কার তুলছে। প্রতাপ দেবতা—প্রতাপ সাধক—প্রতাপ বাংলার কেশরী।

[প্রস্থান।

— ঐক্যতান বাদন —

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যশোরের উপকণ্ঠ—মানসিংহের শিবির সান্নিধ্য

রঘুরামবেশী মঙ্গলাচার্য্য, সুন্দরলাল, মামুদ, রহিম প্রভৃতির প্রবেশ।

মঙ্গলাচার্য্য। জয় বাংলার জয়!

সকলে। জয় বাংলার জয়!

মঙ্গলাচার্য্য। ঐ দেখ ভাই সব! মানসিংহের শিবির দেখা যাচ্ছে। বাঙ্গালীর শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিতে এক সঙ্গে ছুটে চল সিংহের হুঙ্কার নিয়ে। চতুর মানসিংহের শিবিরটা দ'লে পিষে মরুভূমি ক'রে দিইগে চল। জয় বাংলার জয়।

সকলে। জয় বাংলার জয়!

[প্রস্থান।

নেপথ্যে মুহুর্মুহু পিস্তলধ্বনি।

(নেপথ্যে)—মুসলমান সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো আকবর!

মানসিংহের প্রবেশ

মানসিংহ। বাঙ্গালীর অতর্কিত আক্রমণে আমার সব সৈন্য বুঝি ধ্বংস হ'য়ে গেল। হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র জয় ক'রে শেষকালে কি বাংলা থেকে ফিরে যেতে হবে পরাজয় নিয়ে?

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। কে ব'ল্লে আপনাকে ফিরে যেতে হবে পরাজয় নিয়ে?

মানসিংহ। ভবানন্দ! ভবানন্দ! উপকারী বন্ধু! তোমার সাহায্য না পেলে হয়তো আমি যশোরের মাটি স্পর্শই ক'রতে পারতুন না। তোমার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ ক'রতে পারবো না। যদি যশোর

জয় ক'র্‌তে পারি, তাহ'লে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, বাংলার অর্দ্ধাংশ আমি তোমায় দান ক'রে যাব।

ভবানন্দ। গরীবের সে সৌভাগ্য কি হবে?

মানসিংহ। নিশ্চয়ই হবে।

মঙ্গলাচার্য্য, রহিম মামুদ্, সুন্দরলাল, প্রভৃতির প্রবেশ।

মঙ্গলাচার্য্য। ঐ ঐ সেই যবন শ্যালক মানসিংহ। আর ওই সেই গৃহশত্রু বিভীষণ! বধ কর —বধ কর ভাই সব, দুজনকেই বধ ক'রে ফেল।

সকলে। জয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়।

[মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মানসিংহের শিবির

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। সে দিন খুব বেঁচে গেছি বাবা! প্রাণটা গিয়েছিলো আর কি? বাংলার অর্দ্ধাংশ হবে ভবানন্দের! হাঃ—হাঃ—হাঃ! হবে? না সেই কালনেমীর লঙ্কা ভাগের মত হবে? যজ্ঞের পূর্ণাহুতি কি দিতে পারবো? কলঙ্ক—হোক্ কলঙ্ক! অর্থ হলেই কলঙ্ক আপনি চাপা প'ড়ে যাবে। রায় বংশ ধ্বংস করতেই হবে এ আমার প্রতিজ্ঞা পণ সত্য!

মানসিংহের প্রবেশ।

মানসিংহ। একি ভবাবন্দ যে?

ভবানন্দ। আজ্ঞে—

মানসিংহ। জানি না ভবানন্দ, এ যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষে আশিস্ বর্ষণ কর্‌বেন। আমি বহু বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের মত বীর কখনো দেখিনি। একমাত্র দেখেছি আমার রাজপুতানায় রাণা প্রতাপকে। বাংলার প্রতাপ আর রাজপুতানার প্রতাপ ঠিক যেন

এক ! একই চরিত্রে—একই ধর্ম্মে—একই প্রাণে ভগবান যেন দু'জনকে সৃষ্টি ক'রেছেন। প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বর ! তুমি আমার শত্রু হ'লেও আমি শতমুখে তোমার প্রশংসা ক'র্‌ছি। তুমি প্রকৃতই মাতৃভক্ত সন্তান, আর আমি—না থাক্‌ – ভবানন্দ ! আমি প্রতাপের কাছে দূত পাঠিয়েছি।

ভবানন্দ। দূত কেন ?

মানসিংহ। পাঠিয়েছি দূতের হাতে শৃঙ্খল আর তরবারি দিয়ে, দেখি প্রতাপ নেয় কোন্‌টা। শৃঙ্খল না—অস্ত্র ? কিন্তু আমার মনে হয়, প্রতাপ অস্ত্রই তুলে নেবে। তা যদি না নেবে তাহ'লে কেনই বা সে প্রবল প্রতাপান্বিত ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে ? সে সাহস—সে তেজ—সে অহঙ্কার যদি তার না থাক্‌বে, তাহ'লে সে কি এই দুরন্ত দুর্ভাগ্য সাগরে ঝাঁপ দিতে চাইতো ? প্রতাপ তুমিই ধন্য—ধন্য তোমার মায়ের দেশ—এই বাংলা।

ভবানন্দ। মতিচ্ছন্ন প্রতাপ নইলে জেনে শুনে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাবে কেন ?

মানসিংহ। এ তার মতিচ্ছন্ন নয় বন্ধু ! মনুষ্যত্ব লাভের ব্যাকুল উন্মাদনা। তুমি তার জানবে কি ? কিন্তু আমিও জেনে শুনে জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে মোগলের গোলাম হ'য়েছি। প্রাণ কেঁদে ওঠে—রক্ত নেচে ওঠে—ভক্তি সজীব হ'য়ে ওঠে, তবু আমি—হ্যাঁ আমি পিশাচ—আমি অকৃতজ্ঞ—আমি—না না' থাক্‌। হ্যাঁ ভবানন্দ ! কি সংবাদ নিয়ে এসেছ ?

ভবানন্দ। আজ্ঞে, আপনি যাতে জয়ী হন সেই সুখবরটা দিতে এসেছি ? দেখুন ! মা যশোরেশ্বরী আপনার পূজা সাদরে তুলে নিয়েছেন। প্রতাপ তার পিতৃব্যকে হত্যা ক'রেছে—গোবিন্দরায়কে হত্যা ক'রেছে—খুব বেঁচে গেছে বসন্তরায়ের ছোট ছেলেটা কচু বনে লুকিয়ে। প্রতাপের ওই সব পাপ কর্ম্মের জন্য মা যশোরেশ্বরী প্রতাপকে ত্যাগ ক'রেছেন। এবার আপনার জয় অনিবার্য্য।

মানসিংহ। সন্তুষ্ট হ'লাম ভবানন্দ! কিন্তু আমার যে এক কণামাত্র রসদ নেই, সৈন্যগণ কি অনাহারে মরবে? না খেয়ে তারা ক'দিন যুদ্ধ করবে? প্রতাপ যে কৌশলে সমস্ত রসদ পুড়িয়ে দিলে। জয়ের তো আশাই দেখি না।

ভবানন্দ। রসদের ভাবনা নেই। রসদ আমি যুগিয়ে দেবো এক বৎসর খেলেও ফুরুবে না। বসন্ত রায়ের বাটীর ভিতর দিয়ে প্রতাপাদিত্যের অন্দরে প্রবেশ করবার গুপ্তপথ আছে,আপনি আমার সঙ্গে সেই পথে চ'লে আসুন। বিলম্ব করবেন না, জয় আপনার অবধারিত। হ্যাঁ, তবে গরীব ব্রাহ্মণ—কিছু—

মানসিংহ। দেবো—দেবো—ভবানন্দ। তোমার এ অযাচিত উপকারের বিনিময়ে বাংলার অর্দ্ধেক তোমাকে দেবো।

ভবানন্দ। আজ্ঞে—কৃতার্থ হলাম।

ফজলুখাঁর প্রবেশ

ফজলু। বন্দেগি হুজুর!

মানসিংহ। প্রতাপ কি নিলে—শৃঙ্খল না অস্ত্র?

ফজলু। অস্ত্র! অস্ত্র তুলে নিয়ে রোষদীপ্ত স্বরে ব'ললে—প্রতাপাদিত্যের সর্ব্বস্ব চ'লে যাক তবু সে যবন শ্যালকের কাছে মাথা নত করবে না।

মানসিংহ। তা আমি জানি! যাক্ চল ভবানন্দ। আর অপেক্ষার আবশ্যক কি আজই গর্ব্বিত প্রতাপের ভেঙ্গে দিতে হবে অভ্রভেদী সর্ব্ব অহঙ্কার।

ভবানন্দ। তাহ'লে আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

চিন্তামগ্ন প্রতাপ।

প্রতাপ। একটা—একটা ক'রে সব চ'লে গেল! দুরন্ত মোগলের হাতে সকলকেই জীবন দিতে হলো! কেবল রইলো এ প্রতাপ! ওগো বাংলা! ওগো আমার অমরবাঞ্ছিত শ্যামাঙ্গিনী! আমি বুঝি আর তোকে সুখী ক'রতে পারলুম না। তোর দরবিগলিত অশ্রু ধারা বুঝি আর মুছিয়ে দিতে পারলুম না! আর বুঝি তোকে স্বাধীনতার কনক সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করতে পারলুম্ না। জন্ম আমার বৃথাই হ'লো মা। একি নিশীথ রাত্রে, নিস্তব্ধ রাজপ্রাসাদের বুকখানা কাঁপিয়ে তুলে করুণ সুরে কে কাঁদে? কে ওই দীনা হীনা নারী? কে—কে তুমি মা! কাঁদছ কেন? তোমার কান্না দেখে আমারও যে চোখ দুটো জলে ভ'রে গেল। বল কে তুমি? তুমি কি যশোরের রাজলক্ষ্মী! যশোরের দুর্ভাগ্য আগত দেখে তাই বুঝি তুমি কাঁদতে কাঁদতে চ'লে যাচ্ছো! ওগো দেবী! ওগো জননী! পায়ে ধরে বলছি তুমি যেও না—পুত্রের শিরে মঙ্গলকরের সুমঙ্গল আশিস্ ধারা ঢেলে দাও—তাকে বিজয়ী কর। ওকি—তবু চলে যাচ্ছো। সত্যই যাবে? ঐ ঐ যে ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশে গেল! ওঃ ওঃ! রাক্ষসী পাষাণি। দাঁড়া—দাঁড়া, আজ তোকে এই অস্ত্রাঘাতে শেষ ক'রে ফেলবো!

(অস্ত্র লইয়া ধাবনে উদ্যত)

ভৈরবীর প্রবেশ

ভৈরবী। প্রতাপ!

প্রতাপ। কে কে ডাকে এই সুপ্ত প্রকৃতির ঘন অন্ধকারে অনুরাগের তৃপ্তিকণ্ঠে? কে তুমি দেবী না মানবী? না কোন ছলনাময়ী? কে তুমি?

ভৈরবী। আমি। চিনতে পারছো না প্রতাপ?

প্রতাপ। মা! মা! তুমি? একি আজ এত দীনা বেশ কেন?

ভরা ভাদরের দুকুল ভাঙ্গা অশ্রু নিয়ে কেন এই ভাগ্যহীন পুত্রের কাছে এসেছ? চ'লে যাও দেবি! এখানে আর শান্তি পাবে না। যে শান্তির জন্য এত আয়োজন, সে যে সবই ব্যর্থ হলো মা! বুকের রক্ত দু' হাতে নিংড়ে দিয়েও, আমার মাটির মাকে গৌরবময়ী ক'রে তুলতে পারলুম না। গেল —গেল আমার সব গেল।

ভৈরবী। গেলেও কীর্ত্তি তোমার অমর হ'য়ে থাকবে পুত্র! তোমার এই মাতৃপূজার পূণ কাহিনী সৃষ্টির সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অমর হ'য়ে থাকবে তুমি বুক ভেঙ্গো না, উৎসাহের উদ্যত অস্ত্র নৈরাশ্যের অন্ধকারে ফেলে দিও না। সারা বাংলা যে এখনো তোমার মুখ চেয়ে আছে, প্রতাপ।

প্রতাপ। কিন্তু যে দেশ, ভাই চায় না—মা চায় না—গৌরব চায় না—সে দেশের সৌভাগ্য কোথায়? সমস্ত বাংলার বাঙ্গালী যদি আজ ক্ষিপ্ত তেজে দীপ্ত নেত্রে জেগে উঠ্‌ত—সকলেই চিনতো যদি আজ তাদের মাটির মাকে, তাহ'লে কবে, কখন কোনদিন এই বাংলার মাটিতে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হ'য়ে পড়তো। বাংলার অরি যবন শ্যালক, মানসিংহ—

(নেপথ্যে আল্লা আল্লা হো শব্দ)

প্রতাপ, ভৈরবী। এঁ্যা! ওকি ওকি?

দ্রুত শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। গুপ্ত পথ দিয়ে মানসিংহ রাজপুরীতে প্রবেশ করেছে রাজা, আর আমাদের রক্ষার উপায় নাই।

প্রতাপ। গুপ্ত পথ দেখিয়ে শত্রুকে এই রাজপুরীতে কে নিয়ে এল শঙ্কর?

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। আমি—আমি ভবানন্দ মজুমদার। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

প্রতাপ। ক'র্‌লে কি ভবানন্দ? তুমি যে ব্রাহ্মণ—তুমি যে বাংলার ছেলে বাঙ্গালী, তোমার কি এই ধর্ম্ম—তোমার কি এই কর্ত্তব্য—তোমার কি এই কর্ম্ম?

শঙ্কর। শয়তান! বিশ্বাসঘাতক!

ভৈরবী। গৃহশত্রু বিভীষণ!

ভবানন্দ। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! হাঃ—হাঃ—হাঃ! [প্রস্থান।

প্রতাপ। আরে আরে অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক নফর! শঙ্কর—শঙ্কর. হত্যা কর—হত্যা কর নরাধমকে, ওই যায়—ওই পালায়।

[শঙ্কর সহ প্রস্থান

(নেপথ্যে আল্লা আল্লা হো শব্দ)

ভৈরবী। মা! মা! কি ক'র্‌লি মা যশোরেশ্বরী! বাঙ্গালীর এতখানি আশা সব ব্যর্থ ক'রে দিলি। প্রতাপ! প্রতাপ! শীঘ্র তুমি আত্মরক্ষা কর, তারপর ভবানন্দ . [প্রস্থান।

(নেপথ্যে পিস্তল ধ্বনি)

ভবানন্দের অস্ত্র ধরিয়া নিষ্কাশিত অসি হস্তে প্রতাপের প্রবেশ।

ভবানন্দ। দোহাই দোহাই বাবা আমায় মেরো না—মেরো না!

প্রতাপ। আরে আরে বিশ্বাসঘাতক শয়তান! বাংলার ছেলে হ'য়ে —বাংলা মাকে চাস্ কাঁদাতে—ভায়েদের চাস্ বুকের রক্ত? ওরে পাপী! ওরে কুলাঙ্গার। তোর বেঁচে থাকা হবে না। আয় তোর পাপ রক্ত অঞ্জলি ভরে নিয়ে মায়ের পায়ে ঢেলে দিই! (হত্যায় উদ্যত)

ভবানন্দ। মেরো না—মেরো না আমায়। (পতন)

ফজলুখাঁর প্রবেশ।

ফজলু ভয় নেই ভয় নেই ভবানন্দ! (প্রতাপের সামনে পিস্তল ধরিল)

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। ভয় তোমাকেই আজ গ্রাস কর্‌বে পিশাচ! (ফজলুখাঁকে অস্ত্রাঘাত)

ফজলু। ওঃ! আল্লা! [পতন ও মৃত্যু।

প্রতাপ। ওই—ওই সেই মানসিংহ যবন-শ্যালক! হত্যা কর—হত্যা কর। [শঙ্করসহ প্রস্থান।

ভবানন্দ। এঁ্যা আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি? না, না, বেঁচে আছি—বেঁচে আছি! আমায় বাঁচতেই হবে যবনিকা দেখতেই হবে।

বন্দী প্রতাপকে লইয়া প্রহরীসহ মানসিংহের প্রবেশ।

মানসিংহ। এইবার দর্প তোমার চূর্ণ যশোরেশ্বর।

প্রতাপ। প্রতাপের দর্প চিরদিনই থাক্‌বে।

মানসিংহ। এখনও তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর!

প্রতাপ। জীবন থাক্‌তে নয়।

মানসিংহ। জীবন হারাবে রাজা!

প্রতাপ। তবু বাংলার ছেলে প্রতাপের নামের অদ্রি চূর্ণ হবে না।

মানসিংহ। উত্তম! তুমি কি চাও বাঙ্গালী বীর?

প্রতাপ। বীর চায় বীরের যোগ্য সম্মান!

মানসিংহ। প্রতাপ! প্রতাপ! যথার্থই তুমি বীর! ইচ্ছা হয় তোমার পদতলে আমার দাস-বৃত্তিকে লুটিয়ে দিয়ে তোমারই মত মাতৃ-সেবায় আত্মবলি দিই! তুমি আমার শত্রু হ'লেও—তোমার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাকে আমি সহস্রবার নমস্কার করি। যথার্থই বীর চায় বীরের যোগ্য সম্মান! (প্রতাপ সহ আলিঙ্গন) কিন্তু এর যোগ্য বিনিময় আমি তোমায় দিতে পারলুম না রাজা!

ভবানন্দ। হুজুর! ব্রাহ্মণের—

মানসিংহ। এই নাও আমার পাঞ্জা! আজ হ'তে বাংলার অর্দ্ধেক তোমার। যাও—আর আমার কাছে এসো না! অকৃতজ্ঞ! হিন্দু কুলাঙ্গার—কিন্তু তুমি আমার চেয়েও ভীষণ! যাও—দূর হও আর এ কলঙ্কিত মুখ দেখিও না।

ভবানন্দ। (পাঞ্জা গ্রহণ করিয়া) আজ্ঞে—আজ্ঞে! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[প্রস্থান।

মানসিংহ। বশ্যতা স্বীকার কর যশোররাজ!

প্রতাপ। এ জীবনে নয় জয়পুর অধিপতি!

মানসিংহ। আমি নিরুপায়! নিয়ে এস বন্দীকে। [প্রস্থান।

প্রতাপ। মা! মা! আমার বাংলা মা! তুই আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ কর মা! (মৃত্তিকাকে স্পর্শ করিয়া প্রণাম) মা যশোরেশ্বরী! ক্ষণিকের জন্য আশার আলোক দেখিয়ে চিরদিনের মত বাংলার বুকে অন্ধকার ঢেলে দিলি। বল্ মা আমার যশোর কি বাঁচবে?

ভৈরবীর প্রবেশ।

ভৈরবী। অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস। কি ক'রবে পুত্র! বাঙ্গালী স্বার্থের জন্য আজ কাঙ্গাল সাজ্‌লে—মাকে কাঁদালে—মায়ের মর্য্যাদা হারালে, এর জন্য বাঙ্গালীকে যুগ যুগান্তর পাপের ফল ভোগ ক'রতে হবে। তারপর যদি সুখের উন্মেষ হয়।

প্রতাপ। মা! মা! প্রণাম চরণে! চ'ললুম মা—জীবনের মত। বৃথা এলাম—আর বৃথাই চ'লে গেলাম। সব আশাই অপূর্ণ থেকে গেল। বাঙ্গালী মানুষ হলো না—তাদের পশুত্বের আবরণ খসে পড়লো না। তুমি তাদের অন্তরে অন্তরে ঐক্যের তরঙ্গ ছুটিয়ে দাও—অনুরাগে রাঙিয়ে দাও—তারা মানুষ হোক্—তারা মানুষ হোক্—বাংলার বাঙ্গালী মানুষ হোক।

ভৈরবী। যাও যাও মাতৃভক্ত বীর! যাও কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষ! মায়ের আশীর্ব্বাদে তোমার গন্তব্য পথ চির উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক। ঐ অনন্তের কোন হ'তে শ্রাবণ ধারায় ঝ'ড়ে পড়ুক দেবতার অভয়বারি তোমার শিরের উপর। ভারতের ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে থাক—বাংলার প্রাণে প্রাণে তুমি চির উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাক! দৈবচক্রে আজ তুমি ভাগ্যহীন হ'লেও প্রতিধ্বনিত হবে অবিরাম এই বাংলার বুকে—প্রতাপাদিত্য বাংলার ছেলে বাঙ্গালী 'বাংলার কেশরী''।

* য ব নি কা *—